পুলিস ও লোকরক্ষা

শ্রীরামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়

সংকলিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১০৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট,

ইণ্ডিয়ান প্রেটি্রট যন্ত্রে শ্রীনবীনচন্দ্র পাল দ্বারা মুদ্রিত।

খ্রীঃ ডিসেম্বর, ১৮৯২।

মূল্য [illegible] এক টা

DEDICATION.

High regard for his character, both public and private, and the fact of the subject-matter of these pages falling under his element, have emboldened the under-signed to dedicate, with permission sought and obtained, this little book to——

E. R. Henry Esquire, Inspector General of Police in the Lower Provinces.

Calcutta
101, Taltala Lane,
15th Novr. 1892.

RAMAKHOY CHATTERJEE.

SYNOPSIS OF A VOLUME

ON

POLICE AND PROTECTION

IN

BENGALI,

CONSISTING OF FOUR CHAPTERS.

First—Recounts the state of things in old days. A running view of the disorganized state of administrative machinery at the decline of the Mahomedan Government and the beginning of the British Power has been taken ; sketches of criminal life, the fearful system of Thuggi, and extensive organization of dacoits and plunderers of different descriptions, and the successful operations for the suppression of these appalling crimes have been given.

Second—The whole chapter is addressed to Government, landlords and the village commuunity in general, with certain suggestions on the reconstitution and improvement of Rural Police, Regular Police, and Criminal Courts, &c.

Third—Hints on the system of detection of Indian crimes for the guidance of Police Officers.

Fourth—Instractive stories of crime.

উপক্রমণিকা।

"পুলিস ও লোকরক্ষা" নাম দিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠকগণের দৃষ্টিপথে প্রক্ষিপ্ত হইল। বেঙ্গল, বিহার এবং উড়িষ্যা অঞ্চলে অবস্থান সময়ে ন্যূনাধিক ৩০ বৎসরকাল পুলিসের কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া এবং দোষগুণ বিচার করিয়া যাহা বক্তব্য, তাহা এই পুস্তকমধ্যে সন্নিবেশিত করা হইল। কার্য্যপদ্ধতির দোষ প্রদর্শন কালে গবর্ণমেণ্ট বা কোন শ্রেণীর কর্ম্মচারীবিশেষের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বিদ্বেষবুদ্ধিতে কোন কথা বলা হয় নাই। উল্লিখিত দোষ সমূহের সংশোধন হইয়া মঙ্গলসাধন হয় এইমাত্র উদ্দেশ্য।

পুলিস ও চৌকীদারী বিষয়ে সম্প্রতি যে আইন প্রচারিত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে এই পুস্তকখানি প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু কয়েকটি অপরিহার্য্য কারণে তাহা ঘটে নাই। সংশোধন বিষয়ে প্রস্তাবগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত করিয়া বিগত ১০ই জুলাই তারিখে কর্ত্তৃপক্ষদিগের সমীপে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাহার সারাংশ অপর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।

শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে এতদ্দেশীয়দিগের কৃত কোন প্রস্তাব কর্ত্তৃপক্ষ-দিগের সমীপে এককালে সম্পূর্ণরূপে যে পরিগৃহীত হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না; তবে এই পুস্তকমধ্যে প্রদর্শিত প্রস্তাবগুলি সুশিক্ষিত পাঠকদিগের অনুমোদিত হইলে সময়ে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হইতে পারে।

এই পুস্তকখানি কেবল এদেশীয় পুলিস অফিসরদিগের পাঠোপযোগী হইবে এমত নহে; কি গৃহস্থ, কি উদাসীন, কি ভূম্যাধিকারী, কি প্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বণিক, কি পথিক, সকলশ্রেণীর লোকের, বিশেষতঃ নব্যসম্প্রদায়দিগের এই পুস্তক পাঠে কোন না কোন ফল দর্শিবে, এরূপ আশা করা যায়।

পুস্তকমধ্যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনচ্ছলে যে সকল গল্পের অবাতরণা করা হইল, তাহার ঘটনাগুলি অমূলক নহে। কেবল স্থান ও ব্যক্তির নাম মাত্র কল্পিত, তবে স্থলবিশেষে গল্পের কোন কোন অংশ কিছু কিছু রূপান্তরিত হইয়াছে।

কলিকাতা।
"অক্ষয় কুটীর" ১০১ নং তালতলা লেন্।
১৫ই নবেম্বর, ১৮৯২।

শ্রীরামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়ঃ।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	২৩	বৈদেশিদিগের	বৈদেশিকদিগের
১৫	১৮	অপেক্ষো	অপেক্ষা
৩২	৬	অমনোনীত	মনোনীত
৪০	২৫	ঘাটে	ঘাটের
৫১	৫	বিরাজভাজন	বিরাগভাজন
৫৪	৭	সম্মিলনে	সম্মেলনে
৬৫	২২	থাকার	থাকায়
৬৮	২২	অস্ত্রাঘাত	আঘাত
৭০	২৩	ওবারত্	এবারত্
৭১	২০	স্বাক্ষীর	সাক্ষীর
৮৮	১১	পলায়ণ	পলায়ন
৯৪	২২	কথায়	কথার
৯৫	১৮	মানায়	মানার
১০৫	৬	ভাক্‌লে	ডাক্‌লে
১০৬	২৫	আমায়	আমার
১০৭	১১	ক্রনে	ক্রমে
ঐ	১৬	লাড্	লাভ
ঐ	১৮	হাড়ের	হাতের
১১৪	১	টেলে	ঠেলে
ঐ	১৭	রাণীকে	রামীকে
১১৮	২৫	উভয়	উত্তর
১৩৮	২৩	রথিয়া	রাখিয়া

পুলিস ও লোকরক্ষা।

প্রথম অধ্যায়।

সর্ব্বদেশে, সর্ব্বরাজ্যে চৌর্য্য, হত্যা, বলাৎকার প্রভৃতি অত্যাচার ঘটিয়া থাকে। এই মর্ত্ত্যলোকে কাম, ক্রোধ, লোভ, আদি দোষ-পরায়ণ লোকের সংখ্যাই অধিক। নিষ্পাপ লোক বিরল। সময়ে সময়ে কাম, ক্রোধ আদি দোষবশে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরও পদস্খলন ও অধঃপতন দেখা যায়। এই সকল রিপুর আবির্ভাবে বিজ্ঞ এবং অজ্ঞের মধ্যে কোনও বৈলক্ষণ্য থাকে না। তাহাদের কার্য্যাকার্য্য ও হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। মনুষ্যও পশুবৎ ব্যবহার করে। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ এবং উত্তম ও অধম পরস্পরের মুখাপেক্ষা রাখে না এবং পরস্পরকে ভয় করে না। পাপাচারী যমদণ্ড বা পরলোকের ভয় করে না। কেবল রাজ-দণ্ডকে ভয় করে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন রাজার ধর্ম্ম। স্বেচ্ছাচারী দুর্ব্বৃত্ত দণ্ডনীয়। তাহার নিগ্রহ করাই ধর্ম্ম। ইহাকেই রাজদণ্ড বলে। ইহাতেই শিষ্টের ও দুষ্টের মঙ্গল সম্পাদন হয়। এই দণ্ড ভয়ে সমস্ত লোক নত ও ভীত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে যথা নিয়মে ব্যবস্থিত রহিয়াছে এবং ইহাতেই গৃহস্থ ও ভিক্ষু প্রভৃতি সকল আশ্রমধারীর লোকযাত্রা সিদ্ধ হইতেছে। সকল লোকের নিদ্রাবস্থাতেও এই দণ্ড জাগরিত রহিয়াছে এবং সর্ব্বত্র সকলকে সদাই

রক্ষা করিতেছে। যে ন্যায়পরায়ণ রাজা লোক-রক্ষা স্বরূপ এই দণ্ডকে নিয়ত সমুদ্যত রাখিয়াছেন, তিনিই ধন্য এবং তাঁহার প্রজাই নিয়ত নির্বিঘ্ন। আর যে রাজা এই ধর্ম্মের সম্যক্ প্রতিপালনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, তাঁহার রাজ্য অচিরে বিনষ্ট হয়।

রাজ্য মধ্যে যত অত্যাচার ঘটিয়া থাকে, তৎসমুদায় রাজার গোচর হই-বার সম্ভাবনা নাই। যাহা গোচরে আইসে, তাহাতেও সকল অত্যাচারীর অনুসরণ হয় না। অপরাধীর অনুসন্ধান হইলেও সকল স্থলে তাহার দণ্ডবিধান হওয়ার সম্ভাবনা নাই। রাজার শাসনপ্রণালী যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, দণ্ড যতই কঠিন হউক না কেন, দুর্বৃত্তের অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত করিবার সম্ভাবনা নাই। তবে দুর্বৃত্তের উপরে রাজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহিয়াছে, এই জ্ঞানই তাহার পাপাচার-চেষ্টা সংযত করিয়া রাখে। কখন কখন রাজার দণ্ডবিধান প্রয়াস বিফল হয় এবং প্রকৃত দোষী এড়াইয়া যায়। ইহাতে তত দোষ হয় না, কিন্তু রাজার ঔদাসীন্য, অনবধানতা, অসীম অনর্থের মূল।

এই বিষয়ে ভারতের ভূতপূর্ব্ব আর্য্য রাজগণের ভূরি ভূরি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে কিন্তু সে সকল আজ কাল অনেকের নিকটে কেবল গল্প বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে।

প্রজানাং বিনয়াধানাদ্ রক্ষণাৎ ভরণাদপি
স পিতা পিতর স্তেষাং কেবলং জন্মহেতবঃ।

সে রাজা প্রজাদিগের ভরণ পোষণ, শিক্ষাদান এবং আপদ হইতে রক্ষা করিয়া নিয়ত পিতার কার্য্য করিতেন, তাহাদের পিতা মাতা কেবল জন্মদাতা মাত্র ছিল।

এক্ষণে ভারতের অপার পরিবর্ত্তন। কালক্রমে ভারত সম্রাট শূন্য হইল। বিভিন্ন প্রদেশে বহুতর রাজ্য সমুত্থিত হইল ও শত শত রাজা যথেচ্ছরূপে বিরাজ করিতে লাগিল।

ক্রমে ভারত ছিন্নভিন্ন কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্তঃসার-শূন্য ও দুর্ব্বল হইতে লাগিল, কিন্তু কোন বিজাতীয় রাজা ভারত অধিকার করিবে, ইহা কাহারও মনে উদয় হইল না। উত্তরে ও পূর্ব্বে সমুন্নত পর্ব্বত-প্রাকার এবং পশ্চিমে ও দক্ষিণে বিস্তীর্ণ মহার্ণব ভারতকে নিয়ত রক্ষা করিবে বলিয়া বলবতী ধারণা ছিল। কালক্রমে ইহার অন্যথাভাব দৃষ্ট হইতে লাগিল। খ্রীষ্টাব্দের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীকদেশাধিপতি বীরবর আলেক্‌জাণ্ডার হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গমালা অতিক্রম করিয়া সসৈন্যে ভারতের উত্তরাংশে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইলেন এবং উত্তর প্রদেশ অধিকার করিলেন। কিন্তু ইহাতে ভারতের তাদৃশ অনিষ্ট ঘটে নাই, বরং ভারতবাসীর সঙ্গে গ্রীকদিগের সম্মিলনে উভয় দেশের অনেক অংশে মঙ্গল সাধন হইয়াছিল। গ্রীকসেনাপতি সেল্‌কিউকসের প্রেরিত দূত-প্রবীণ মেগাস্থিনিস্ মহোদয় চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বহুদিবস অবস্থান করিয়া ভারতের তাৎকালিক অবস্থা সম্যক্‌রূপে পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা অন্য কোন সভ্যজাতি অপলাপ করিতে পারেন নাই। তখন তিনি ভারতবর্ষে ১১৮টি স্বাধীন রাজ্য দেখিয়াছিলেন। মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে সমস্ত রাজ্যের শাসন ব্যাপার ও লৌকিক ব্যবহার সম্পন্ন হইত। এক একটি জনপদ প্রজাপরতন্ত্র রাজ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত। গ্রামে কোন প্রকার অত্যাচার ঘটিলে গ্রামবাসীরাই তাহার প্রতিবিধান করিত। ভারত-বাসীদের সত্যপ্রিয়তা, স্ত্রীজাতির পতিপরায়ণতা, পুরুষের সাহসিকতা, মামলা মোকদ্দমার ন্যূনতা, দেশ মধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সমস্ত বস্তুর সদ্ভাব, দাসত্বের একান্ত অভাব, লোকদের অপার রাজভক্তি ও অদ্ভুত শিল্পশক্তি দেখিয়া মেগাস্থিনিস্ মহোদয় সাতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সকল অবস্থা দ্বারা ভারত মধ্যে যে রাজ্যশাসন প্রণালীর বিশুদ্ধ ভাব এবং চিরশান্তি সুখের সদ্ভাব ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে

প্রতীয়মান হয়। অনন্তর খ্রীষ্টাব্দের প্রায় ৮শত শতাব্দী হইতে ১৭শত শতাব্দী পর্য্যন্ত আরব, তুরস্ক, তাতার দেশীয় বিভিন্ন যবন সৈন্য দলে দলে হিমাচল অতিক্রম করিয়া ভারতের মস্তকে পদাঘাত করিতে এবং ইহাকে যথেচ্ছরূপে ভোগ করিতে লাগিল। এই দীর্ঘকাল ম্লেচ্ছগণের স্বেচ্ছাচারিতা নিবন্ধন ভারতের পূর্ব্বতন আচার ব্যবহার বিচলিত ও কলুষিত হইতে থাকিল। যবন রাজপ্রবর আকবর বাদসার সময়ে আবার রাজা মানসিংহ ও রাজা তোড়রমল্ল বহুতর বিষয়ে আর্য্য রাজ-গণের অনুষ্ঠিত নিয়ম সকল বহুমান পূর্ব্বক অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। কালক্রমে প্রায় চারিশত শতাব্দী পূর্ব্বে দ্বীপান্তরবর্ত্তী শ্বেতমূর্ত্তি কতিপয় বণিকদল বিস্তীর্ণ মহার্ণব উত্তীর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে ভারতের তীরে পণ্য-তরী লাগাইয়া উকিঝুকি মারিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ স্থান পাইলে পণ্যদ্রব্য মেলিয়া দেখাইবার ইচ্ছা। তন্মধ্যে ব্রিটিশ বণিকেরা ক্রমে ক্রমে কলে কৌশলে সৌরাষ্ট্র, বোম্বে, মান্দ্রাজ, মসলীপত্তন, কলিকাতা গোবিন্দপুর প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যকার্য্য খুলিয়া বসিলেন এবং স্বদেশীয় অন্যান্য বণিক সম্প্রদায়দিগকে পরাভূত ও দূরীভূত করিলেন। কিন্তু তখনও উহাদের রাজ্য লাভের লালসা জন্মে নাই এবং এই বণিকদল যে প্রবল রাঘব-দল হইয়া ভারতের পদদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া বসিবে, ইহা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। যবন-রাজগণ ক্রমে কামপরায়ণ ও ক্ষীণচেতন হইয়া পড়িল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাসির প্রান্তর কুরুক্ষেত্র হইয়া উঠিল। যবনজিত-ভারত পুনর্ব্বার বিজিত এবং ব্রিটেনিয়ার করতলগত হইল। কিন্তু ব্রিটিস বণিক সম্প্রদায় তখন রাজ্য শাসন কার্য্যে একান্ত অপ্রস্তুত। দেশের অবস্থা একবারে অপরিজ্ঞাত। ভারতবর্ষ ধন ও রত্ন বর্ষণ করিয়া থাকে, বৈদেশিদিগের এই বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইংরাজেরা প্রথম উদ্যমেই আপনাদের নির্ম্মিত নবাবের রুধির নিঃশেষে পান করিলেন। নবাব

নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন, কিন্তু বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রজাপুঞ্জের রুধির টানিতে লাগিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিস বণিক দল বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ পাইয়া সুবেদার হইলেন এবং কোম্পানী বাহাদুর এই নামে দেশমধ্যে পরিচিত হইলেন। কোম্পানি বাহাদুর তখন কেবল বাণিজ্য বিস্তার ও রাজস্ব সংগ্রহের উপায় অবলম্বন করিতে থাকিলেন। অসভ্য পরাজিত জাতি! ইহাদের সঙ্গে কাপড় তামাক ও লবণের টাকা এবং রাজস্ব আদায় করা মাত্র সম্পর্ক, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। যবন রাজগণের কল বিকল হইয়া পড়িল। ইংরাজ-দিগের নূতন কল কল্লান হইল না—উপযুক্ত পরিচালকের অভাব। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ কোম্পানি বাহাদুরের মনোনীত হইয়া তখন গবর্ণর জেনেরেলের পদে অধিষ্ঠিত। তিনিই প্রথমে ভারতে ব্রিটিস রাজ্যের দৃঢ় ভিত্তি সংস্থাপন করেন। কোন কোন বিষয়ে তাহার দক্ষতা ও দৃঢ়তা থাকিতে পারে, কিন্তু অসীম অর্থলালসা নিবন্ধন তাহাকে নিয়ত টলমল দেখা যাইত। প্রধান দেবতার যেরূপ প্রকৃতি, বাহনগণের প্রকৃতি প্রায় সেইরূপ হইয়া থাকে। এই নিয়ম অনুসারে গবর্ণর সাহেব মহাশয় কতকগুলি স্বদেশীয় এবং কতকগুলি এতদ্দেশীয় নর-পিশাচ মনোনীত করিয়া পারিষদবর্গ স্থির করিলেন। প্রধান পুরুষের মতই প্রবল ও সর্ব্বত্র তাহারই বেশী দল বল।

কলিকাতায় একটি কাউন্‌সিল সংস্থাপিত হইল, কিন্তু তাহা নাম মাত্রে থাকিল। কোম্পানির দাদন ও রাজস্ব আদায় সম্পর্কে নানা অত্যা-চার ঘটিতে লাগিল। বণিক দলের মধ্যে অনেকেই রাজস্বের কালে-ক্টর হইলেন এবং নিজ নিজ নামে নানা কারবার চালাইতে লাগিলেন। বুদ্ধি, বিদ্যা ও মর্য্যাদার তিরস্কার এবং চাতুরী ও শঠতার পুরস্কার হইতে লাগিল। এই সময়ে আবার দারুণ দুর্ভিক্ষ আসিয়া বঙ্গ মধ্যে দেখা দিল। দেশ কৃষকশূন্য উৎসন্ন প্রায় হইল। দস্যুদল সর্ব্বত্র প্রবল

হইয়া উঠিল। বিলাতের ডাইরেক্টর সমিতি অন্ধকারাচ্ছন্ন। তথায় এখানকার প্রকৃত অবস্থার গোচর হইল না। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সমিতি হইতে প্রভূত অর্থ রাশির নিমিত্ত তাগিদ হুকুম আসিতে লাগিল। এই হুকুম তামিল করিবার নিমিত্ত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরকে নানা ছলে ও কৌশলে অর্থরাশি সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অত্যাচার পরম্পরা চলিতে থাকিল। ইহার পর ভারতের ভাগ্যে শুভগ্রহের উদয়হইল। এই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন। ইহার পূর্ব্বে এইরূপ উন্নতবংশীয় ও উন্নতমনা ইংরাজ ভারতে পদার্পণ করেন নাই। সেইরূপ উন্নতাশয় মন্ত্রিদ্বয় স্যার্ জন সোর ও সার্ জর্জ্জ বার্লো সাহেব মহোদয় গবর্ণর জেনেরেলের ডাইনে ও বামে বিরাজ করিতে লাগিলেন। এই তিন মহাত্মার প্রযত্নে নূতন রাজ্য পরিপালনের নিয়মাবলী এবং কোম্পানি বাহাদুরের কার্য্যকারক-দিগের কর্ত্তব্য পদ্ধতি রীতিমতে বিধিবদ্ধ হইতে লাগিল। পণ্ডিত ও মৌলবীগণের সাহায্য সংগৃহীত হইতে লাগিল এবং লোকরক্ষা বিষয়ে ভারতের ভূতপূর্ব্ব আর্য্য ও যবন রাজন্যগণের অনুষ্ঠিত নিয়মাবলী সংশোধিত হইয়া আইন কানুনের সৃষ্টি হইতে লাগিল। কথিত মহাত্মা-দিগের অনুষ্ঠিত সুনিয়মের শুভ ফল ফলিবার আশা জন্মিতে লাগিল সত্য, কিন্তু রাষ্ট্র বিপ্লবের আনুষঙ্গিক বিবিধ অনিষ্টাপাতের নিবারণ হইল না। মোসলমানদিগের রাজত্বের শেষ ভাগে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে দস্যুভয় সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছিল। ব্রিটিস অধিকারের প্রারম্ভে কোম্পানি বাহাদুরের কার্য্যকারকদিগের স্বার্থপরতা ও লোকরক্ষা বিষয়ে ঔদাসীন্য দেখিয়া দস্যুদল একান্ত প্রবল হইয়া সর্ব্বত্র লোকের ধন প্রাণের উপরে অত্যাচার করিতে লাগিল। এই সময়ে উত্তরে হিমালয়ের কোটিদেশ হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ এবং

পশ্চিমে কচ্ছদেশ হইতে পূর্ব্বে আসাম পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ ঠগীর প্রাদুর্ভাবে সশঙ্কিত ও প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশের সহস্র সহস্র পথিক লোক দেশান্তরে কার্য্যোপলক্ষে অথবা তীর্থযাত্রার উদ্দেশে বহির্গত হইয়া আর গৃহে প্রত্যাগত হইত না। একাকী বা দলবদ্ধ হইয়া যাউক না কেন; পদব্রজে ঘোটকে বা যানে যাত্রা করুক না কেন; লোক সকল দলে দলে কোথায় কিরূপে যে অকস্মাৎ অনুদ্দেশ হইত তাহার ঠিকানা থাকিত না। বণিক, পথিক, সৈনিক প্রভৃতি সকলেরই সমান অবস্থা, কাহারও নিস্তার ছিল না। জমিদার, মস্তাজর, সহর কোতওয়াল, পাটেল, সীমানাদার, ফাঁড়িদার, চৌকিদার ও গৃহস্থ প্রভৃতি ঠগদিগের সহায় ও অপহৃত দ্রব্যের অংশ বা উপস্বত্ব ভোগী, এক এক প্রদেশের গ্রামকে গ্রাম ফাঁস্থড়ে মানুষমারা টগ! দোহাই দিবে কার্? শুনেই বা কে? টগের কার্য্য বোধ হয় অনেকে অবগত নহেন। এই কার্য্য প্রায় আড়ম্বর শূন্য। ইহাতে বড় গোলমাল হয় না। টগেরা পার্য্যমানে অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করে না। একখানি রূমাল, কোমর-বন্ধনী অথবা খানিকটা দড়ি দ্বারা অনায়াসে অল্প সময় মধ্যে হত্যাকার্য্য সম্পাদন করে। টগের কার্য্যে ব্রতী হইলে কিছুদিন রূমাল বা দড়ি ঘুরাইয়া ফাঁস দেওয়া শিখিতে হয়। ইহাতে সম্পূর্ণরূপে পরিপক্কতা লাভ না করিলে হত্যাকার্য্যের ভার গ্রহণে অধিকারী হয় না। ভারতবাসীদের সকল কার্য্যই ধর্ম্ম-মূলক। হিন্দু ও মোসলমান প্রভৃতি সর্ব্বজাতীয় টগেরা ভবানীদেবীর উপাসক। এই দেবতা প্রসাদে হত্যাকার্য্যে সফলতা লাভ করিয়া থাকে বলিয়া টগদিগের বিশ্বাস। এই দেবতার প্রীতি কামনায় ঠগেরা অক্ষুব্ধচিত্তে স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ সকলেরই প্রাণবিনাশ করিয়া থাকে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ঠগেরা দলে দলে নানা বেশে দেশে দেশে নিয়ত পরিভ্রমণ করিত। স্থানে স্থানে পথিকদিগের সঙ্গে মিলিত

হইয়া বহুদিনের পথ পর্য্যন্ত যাইত এবং বন্ধুতার ভাণ করিত। পথিমধ্যে নদী বন পর্ব্বত আদি সুবিধাজনক স্থান পাইলে স্নান আহার বা বিশ্রাম করিবার সময়ে এক এক জন পথিকের নিকটে এক এক টগ কার্য্যচ্ছলে দাঁড়াইত বা বসিত এবং দলপতির মুখ হইতে ঝির্‌নী অর্থাৎ সঙ্কেত সূচক বাক্য নির্গত হইবা মাত্র রুমাল বা দড়ি অতর্কিতরূপে গলায় দিয়া এরূপ হেঁচ্‌কা টান্ মারিত যে, আক্রান্ত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বিবশ বা বিগত প্রাণ হইত। পরে ঠগেরা দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া মৃত দেহ সকল অল্প সময় মধ্যে গাড়িয়া ফেলিত অথবা নদী বন বা গিরিগহ্বর মধ্যে নিক্ষেপ করিত। পথি মধ্যে ঠগে ঠগে সাক্ষাৎ হইলে সঙ্কেতসূচক বাক্য প্রয়োগের পর সমানধর্ম্মা জানিয়া পরস্পর পরিচিত ও মিলিত হইত।

উপরি কথিত শ্রেণীর ঠগদিগকে ফাঁসুড়ে ঠগ বলে। ইহা ব্যতীত ধুতূরিয়া, মেঘ পুন্যা, মঘীয়া, থেকারী, করুই, ঠগভাট প্রভৃতি বিবিধ নামধারী ঠগ আছে। ধুতূরিয়া ঠগেরা ধুতূরা ও কুচলিয়ার বাজ প্রভৃতি বিষাক্ত দ্রব্য চূর্ণ নিকটে রাখে। পথিকদিগের সঙ্গে যাইতে যাইতে সুযোগ বুঝিয়া খাদ্য সামগ্রীতে এই চূর্ণ মিশাইয়া দেয়। কখন কখন পথশ্রান্তি দূর হইবে বলিয়া আপনারা সরবত্ সঙ্গে একপ্রকার নির্দ্দোষ চূর্ণ দিয়া তাহা পান করে কিন্তু পথিকদিগের সরবতে বা দুগ্ধে বিষাক্ত চূর্ণ মিলাইয়া দেয়। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে পথিকেরা মাতা ঘুরিয়া পড়িয়া যায় এবং অচেতন হয়। এই অবকাশে ঠগেরা লুট তরাজ করিয়া চলিয়া যায়। যদি কোন পথিক সংজ্ঞালাভ করিয়া পুনর্জ্জীবিত হয় তবে তাহার বুদ্ধি শুদ্ধি জন্মের মত বিলুপ্ত বা বিকৃত হইয়া যায়।

অন্যান্য নামধারী ঠগেরাও কখন কখন রুমাল আদি কখন বিষাক্ত দ্রব্য দিয়া লোক জনকে মারিয়া ফেলে। মেঘ পুন্যা ঠগের দলভুক্ত সুনু-রিয়া ও ধনোজী ব্রাহ্মণেরা যোগী, বৈরাগী ও সন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া বিচরণ করে। ইহারা পথিক দলের মধ্যে পিতা মাতা প্রভৃতি বড় বড়

লোকদিগকে মারিয়া ছোট ছোট সন্তান সন্ততিগুলিকে লইয়া বিক্রয় করে। বালক অপেক্ষা বালিকাদিগকে অধিক মূল্যে নট জাতীয় ও অন্যান্য ঠগদিগের নিকটে বিক্রয় করা ইহাদের একটি বিশেষ কাজ। অদ্যাপি অনেক ঠগ ছদ্মবেশে স্ত্রী বিক্রয় কার্য্য অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ঠগ ভাটেরা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রে বিচরণ করিয়া থাকে। সিন্ধুনদের অপর পারে পদ্মা ও মেঘনার ধারে, সমুদ্রতীরে, রাজপুতানার প্রান্তরে, দ্বীপ ও উপদ্বীপে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা তত মারাত্মক নহে কিন্তু চুরি করাই ইহাদের কার্য্য। ইহারা দিবাভাগে লোকের চকের উপরেও চুরি করিতে সমর্থ। ইহাদের বালকেরা বড় চতুর ও চৌর্য্য কার্য্যে সুশিক্ষিত। বাজার হাট মেলা ও পথিক-দিগের বিশ্রাম স্থানে বালকেরা ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। ইহাদের সঙ্গী বড় বড় স্ত্রী পুরুষেরা কিয়দ্দূরে স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে এবং মাথা, নাক, কাণ আদিতে হাত দিয়া সঙ্কেত করে। এই সকল স্থান বিশেষে হাত দিবার অর্থ বালকেরা বিলক্ষণ অবগত। উহারা বেড়া-ইতে বেড়াইতে এরূপ চালাকি সহকারে জিনিষ পত্র তফায়ত করে যে, অনেকে তাহা তখন বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারিলেও বালক অথবা তাহার সঙ্গী বোধে বড় লোকদিগকে ধরিলেও কোন ফল হয় না। ইহারা অপহৃত জিনিষ অতি চতুরতা সহকারে অল্পক্ষণ মধ্যে হাতে হাতে বহুদূরে চালান করিয়া দেয়।

কখন কখন ঠগেরা পথিকদিগকে আকর্ষণ করিবার উদ্দেশে রূপবতী যুবতীদিগকে পথিমধ্যে স্থানে স্থানে বিচরণ করিতে দেয় এবং আপনারা অনতিদূরে অন্তরালে থাকে। যুবতীরা তেমন তেমন পথিক দেখিলে আলুলায়িত কেশে ও সজল নয়নে পথ-প্রান্তে বসিয়া কাঁদিতে অথবা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতে থাকে এবং কোন কাল্পনিক বিপদ ঘটনার

কথা প্রকাশিয়া আপনার সহায়হীনতা ব্যক্ত করে। কোন পথিক দয়ার্দ্রচিত্ত অথবা যুবতীর রূপলাবণ্যে প্রলোভিত হইয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলে স্ত্রীলোকটি পথিকের গলায় ফাঁস দেয় এবং ঠগেরা অন্তরাল হইতে অকস্মাৎ বহির্গত হইয়া অবশিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করে। কখন কখন কোন অশ্বারোহী পথিক এইরূপ যুবতীকে নিজ অশ্বপৃষ্ঠে চাপাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে বিপন্ন হইয়াছে।

বলশালী ও অস্ত্রধারী মোসলমান পথিক লোকালয় না পাইলে পথিমধ্যে অশ্ব হইতে প্রায় অবতরণ করে না। ঠগেরা বন্ধুভাবে বহুদূর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে যাইয়াও তাহাকে আয়ত্ত করিতে কৃতকার্য্য হয় না। এই নিমিত্ত দুই তিন জনা রোগা রোগা ঠগ অগ্রে চলিয়া যায়। তন্মধ্যে একজন সুবিধামত স্থান দেখিয়া নিঃশ্বাস বায়ু স্তম্ভন পূর্ব্বক মৃতকল্প হইয়া পথপ্রান্তে শুইয়া পড়ে। অপর ব্যক্তি তাহার উপরে একখান কাপড় ঢাকা দিয়া রাখে এবং মোসলমান পথিক নিকটবর্ত্তী হইলে অকস্মাৎ মৃত আত্মীয়ের অন্ত্যেষ্ঠি কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া সাহায্য প্রতীক্ষা করিতেছে বলিয়া ছলনা করে। এমত সময়ে সহায়তা না করিয়া চলিয়া গেলে ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য করা হয় বলিয়া ধার্ম্মিক মোসলমান পথিক অশ্ব হইতে যেমন অবতরণ করে, অমনি ঠগের ফাঁসে জড়িত ও বিনষ্ট হয়। ফলতঃ ঠগদিগের ফন্দী ও চাতুরীর ইয়ত্তা নাই। সময়ে সময়ে অবস্থা বিশেষে ইহারা লোকের ধন প্রাণ হরণ [illegible] উদ্দেশে যে কত প্রকার ছল ও কৌশল অবলম্বন করে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না এবং এই কার্য্যে ইহাদের যে কি পরিমাণ দক্ষতা ও সাহসিকতা তাহা শুনিলে লোম শিউরিয়া উঠে।

ব্রিটিস অধিকারের পর ক্রমে দশ, বিংশতি ও অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল অতীত হইয়া গেল তথাপি ঠগী অত্যাচার নিবারণের কোন বিশেষ

উপায় অবলম্বন করা হইল না। কোম্পানী বাহাদুরের নিযুক্ত সাহেবেরা কেবল এদেশের যাবতীয় বিষয়ের উপরিভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন কিন্তু সামাজিক ও লৌকিক অবস্থার অভ্যন্তর দর্শন ও অগাধ পাপাচার প্রথার ভিতরে অবগাহন করিতে সমর্থ হইলেন না। এই বিষয়ে সাহেবদিগের প্রতি তত দোষারোপ করিবার বিশিষ্ট কারণ নাই। বিলাতে সুশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত এই তিন শ্রেণীর লোক আছে সাহেবেরা অবগত। এদেশেও সেইরূপ ব্যবস্থা হইবে সকলের ধারণা ছিল। কিন্তু এই দেশে ঠগী, ডাকাইতি, চুরি আদি যে, পুরুষ-পরম্পরাগত ও ধর্ম্মানুমোদিত ব্যবসায়; ঠগ, ডাকাইত, চোর-আদি যে দিন দিন জন্ম গ্রহণ করিয়া পরিবর্দ্ধিত ও প্রতিপালিত হইতেছে; অরণ্যবাসী হিংস্র জন্তুর ন্যায় ভারতবাসী মানবজাতি স্বজাতির প্রতি যে, নিয়ত নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া থাকে, এই সমস্ত অবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া বৈদেশিকদিগের পক্ষে নিতান্ত• সহজ ব্যাপার নহে। কালক্রমে ঠগদিগের পাপাচারের প্রবাহ ভারতভূমি ছাপাইয়া উঠিল। ১৮১২ অব্দে লেপ্টেনেণ্ট মন্‌সেল সাহেব ঠগের হাতে পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন। ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন সৈন্য দলের কতকগুলি সেপাই অবকাশ লইয়া বাটী যাইবার সময়ে, কেহ কেহ বাটী হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়ে ঠগদিগের হাতে মারা পড়িয়াছিল প্রকাশ হইতে লাগিল। ১৮১৬ অব্দে ডাক্তর সের্‌উড্‌ সাহেব মহোদয় সর্ব্ব প্রথমে ঠগদিগের ভীষণ অত্যাচারের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া মাদ্রাজ লিটেররী জর্ণেল নামক সম্বাদ পত্রে প্রচারিত করিলেন। এই বিস্ময়াবহ বৃত্তান্ত ভারতবর্ষবাসী ও বিলাতের সাহেবগণ প্রথমতঃ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এইরূপ একান্ত অলৌকিক ও লোমহর্ষণ বৃত্তান্ত সহসা বিশ্বাস করার কথাও ছিল না। যাহা হউক এই সময় হইতে অনেকেরই চিত্ত এই বিষয়ে আকৃষ্ট হইল। চতুর্দ্দিগে এই বিষয়ের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। এই

ভীষণ অত্যাচার সম্যক্‌রূপে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তৎকালের গবর্ণর জেনেরেল লর্ড বেণ্টিক বাহাদুর সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদনুসারে উচ্চপদস্থ সাহেবগণ অনুসন্ধানের কার্য্য-ভার নিজ নিজ হস্তে লইলেন। কর্ণেল স্লীমান, মেজর বার্থউইক, কাপ্তেন্ রেণোল্ডস্ ও হেন্‌লী প্রভৃতি সাহেব মহোদয়দিগের যত্নে ও পরিশ্রমে শত শত ঠগ ধৃত ও দণ্ডিত হইতে লাগিল। কতকগুলি ঠগকে গোয়েন্দা করা হইল। গোয়েন্দারা হত্যা বিষয়ে অদ্ভুত বৃত্তান্ত বলিতে বলিতে বিভিন্ন স্থান হইতে শত শত নিহত ব্যক্তির শুষ্ক, গলিত এবং অভিনব দেহ সকল বাহির করিয়া দেখাইতে লাগিল। মাজিষ্ট্রে-টের তাম্বুর নিকটে, ফকীরের আস্তানায়, সন্ন্যাসীর আশ্রমে, দেবালয় ও পান্থশালার পার্শ্বে, নদীকূলে ও বৃক্ষমূলে যেখানে সেখানে মৃত দেহ সকল বাহির হইতে লাগিল। এই বীভৎস ব্যাপার সন্দর্শনে সাহেবদিগের ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা জন্মিল। সন্দিগ্ধ চিত্ত মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি যে যে সাহে-বেরা ঠগদিগের অদ্ভুত কার্য্যে বিশ্বাস করিতেন না তাঁহাদের চক্ষু স্থির হইল! এইরূপ বিস্ময়াবহ ব্যাপার জানিয়া শুনিয়া ও নেজামত্ আদা-লতের জজেরা প্রমাণের পারিপাট্য খুজিতে গিয়া কতকগুলি প্রকৃত ঠগকে ছাড়িয়া দিলেন। ইহাতে ঠগেরা উৎসাহিত হইয়া বেশী অত্যা-চার করিতে আরম্ভ করিল। বিচার বিষয়ে বিলাতি বিচিত্র সূক্ষ্মতার বিষময় ফল ফলিতে লাগিল। ইহার প্রতিবিধান নিমিত্ত ১৮৩৬ অব্দের ৩০ আইন এবং ১৮৩৭ অব্দের ১৮ আইন জারী করা হইল। স্থানে স্থানে পৃথক পুলিস এলেখা সকল সংস্থাপিত হইল। ঠগ বলিয়া অভি-যুক্ত ব্যক্তির বিচার কোম্পানি বাহাদুরের যে কোন ফৌজদারী আদা-লতে হইতে লাগিল এবং মৌলবীর ফতোয়া লওয়ার প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইল। উল্লিখিত মহাত্মা কর্ণেল স্লীমান, প্রভৃতির প্রযত্নে ঠগেরা আবার দলে দলে ধৃত ও দণ্ডিত হইতে লাগিল। শত শত

ঠগের দ্বীপান্তর নির্ব্বাসন ও দীর্ঘ কারাবাস দণ্ড হইতে থাকিল। মাচের তেলে মাচ ভাজাই যে উত্তম কল্প, ইহা সাহেবেরা বুঝিয়া লইলেন। গোয়েন্দা ঠগদিগের নিকটে অনেক নূতন নূতন বিষয় জানিয়া যে যে করদ রাজ্যের যে সকল স্থানে ঠগেরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তথায় তাহাদিগকে আক্রমণ করা হইল। তৎকালের নূতন গবর্ণর জেনেরেল লর্ড অক্‌লণ্ড বাহাদুরের আমলে চতুর্দ্দিগে ঠগদিগের বাসায় বাসায় আগুন লাগান হইল। সৌভাগ্যক্রমে মিত্ররাজগণ ঠগদিগের গ্রেপ্তার বিষয়ে সম্যক্‌রূপে সহায়তা করিতে লাগিলেন। ঠগদিগের পূর্ব্ব আশ্রয়দাতা জমিদার মুস্তাজর প্রভৃতি ভীত ও শঙ্কিত হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিগেই তাড়িত ও উপদ্রুত হইয়া ঠগের দল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। দেশে সর্ব্বপ্রকার ঠগী অত্যাচার একবারে উন্মূলিত না হউক, উহার মূলদেশে কঠিন কুঠারাঘাত পড়িল। ফাঁসুড়িয়া ঠগের বংশ বিলুপ্ত প্রায় হইল। হাইদ্রাবাদ, রাজপুতানা, বন্দেলখণ্ড, দুয়াব প্রভৃতি ভয়াবহ স্থান সকল নিরুপদ্রব হইল এবং সর্ব্বত্র পুনর্ব্বার শান্তি সংস্থাপিত হইল।

ধন্য ব্রিটিস পুরষকার! ধন্য কোম্পানি বাহাদুরের বিক্রম বিস্তার! ঝালনের রাজা দুইজন প্রসিদ্ধ ঠগকে হস্তীপদ দ্বারা নিহত করাইয়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছিল; সিন্ধিয়াধিপতি মাধোজী ৭০ জন ঠগের প্রাণ দণ্ড করিয়া রক্ত বমন করিতে করিতে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়াছিল; এবং অন্যান্য রাজারা দেবানুগৃহীত ঠগদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া নির্ব্বংশ হইয়াছিল বলিয়া দেশে দেশে মিথ্যা রটনা করিয়া ঠগেরা ভারতবাসীদিগকে ভয়-বিহ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু কোম্পানি বাহাদুরের হেকমতের সমক্ষে এইরূপ ছলনা ঠগদিগের কেবল বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইল। সিন্ধু, পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশে জয়পতাকা সমুত্থিত করিয়া ব্রিটিস রাজ্যের যত না গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, মহাশল্য স্বরূপ ঠগী

উৎপাত উদ্ধার পূর্ব্বক ভারতের বক্ষঃস্থল সুশীতল করিয়া ততোধিক যশোলাভ হইয়াছে সন্দেহ নাই। অন্য কোন মঙ্গলসাধন না করিয়া ব্রিটিস রাজপুরুষেরা যদি এখান হইতে জন্মের মত স্বদেশে যাত্রা করেন, তথাপি ভারতবর্ষ এই মহোপকারের নিমিত্ত চিরদিন তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতে থাকিবেঁ সন্দেহ নাই!

কর্ণেল স্লীমান প্রভৃতি সদাশয় সহেবেরা যে সময়ে ঠগী অত্যাচার নিবারণ নিমিত্ত ব্যস্ত ছিলেন এই সময়ে উত্তর পশ্চিম ও বঙ্গদেশ মধ্যে আর এক ভীষণ দস্যুদলের প্রাদুর্ভাব হইল। এই দস্যুদল "ডাকাইত" নামে পরিচিত। ডাকাইতেরা ঠগদিগের ন্যায় কালী ঠাকুরাণীর অনুচর ও ভক্ত। ইহারা কালীর পূজা করিয়া ডাকাইতি করিবার উদ্দেশে যাত্রা করে। পাঁচ কিম্বা ততোধিক মহা সাহসিক লোক একত্রে মিলিত হইয়া অকস্মাৎ বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক পরধন অপহরণ করিলে ডাকাইতি করা হয়। এই ডাকাইতি পথে ঘাটে লোকালয়ে দিনে ও রাত্রিতে হইয়া থাকে। রাত্রিকালে পরগৃহ আক্রমণ করিতে হইলে মশাল জ্বালিয়া থাকে। অবস্থা বিশেষে এই অপরাধের তারতম্য হয়। দেশে অভাব বা দুর্ভিক্ষবশতঃ কতকগুলি লোক দলবদ্ধ হইয়া বল প্রয়োগ পূর্ব্বক শস্য বা অন্য খাদ্য দ্রব্য অপহরণ করিলে, বৈরনির্যাতন অথবা কোন অত্যাচারকারীকে জব্দ করিবার উদ্দেশে উক্তরূপে অপ-হরণ করিলে, ডাকাইতি করা হয় কিন্তু এইরূপ ডাকাইতি অপেক্ষা পেশাদার দস্যুরা আপনাদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত বলপূর্ব্বক পরস্বাপহরণ কার্য্যে যে লিপ্ত হয় তাহাই অতি দূষণীয়। রাত্রিকালে সকলে নিদ্রা যাইতেছে, এমত্ সময়ে অস্ত্র শস্ত্র ও জ্বলন্ত মশাল আদি লইয়া দস্যুরা অকস্মাৎ গৃহস্থের বাটী আক্রমণ করে। উহাদের দাড়ি গাল ও মাতা কাপড়ে ঢাকা অথবা কালীমাথা। ভীষণ চীৎকার ধ্বনি ও কপাট সিন্ধুক, বাক্স, পেটারা আদি ভাঙ্গার শব্দে গৃহস্থ

ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত। পলায়নের উপায় থাকে না। দস্যুরা বাটী ঘেরিয়া ফেলে; অর্থসম্পত্তির নিমিত্ত বাটীর কর্ত্তা ও পরিজনদিগকে ধরিয়া অত্যাচার করে; জ্বলন্ত মশাল ও অস্ত্র দিয়া যাতনা দেয় এবং কখন কখন প্রাণ বধ করে। পরিশেষে টাকা, অলঙ্কার ও মূল্যবান জিনিষ পত্র লইয়া চলিয়া যায়। ডাকাইতেরা কেবল স্থলেই এইরূপ লুটতরাজ করে এমত্ নহে, জলেও ইহাদের বল ও কৌশলের পরিসীমা থাকেনা। রাত্রিকালে নৌকাযোগে বড় বড় কিস্তির উপরে চড়াও করিয়া মারিয়া লয়। মাঝিরা রাত্রিকালে বহর অর্থাৎ বহুতর কিস্তি একত্রিত দেখিলে তথায় আপনাদের নৌকা লাগাইয়া বিশ্রাম করে। ইহাতে ডাকাইতেরা আপনাদের লক্ষিত কিস্তির উপরে সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। এমত্ স্থলে ডাকাইত দলের দুই একজন গভীর রাত্রিতে কাল কাল ভাতের হাঁড়ির গায়ে ছিদ্র করিয়া ও তাহা মাতায় দিয়া জলে ভাসিয়া যাইতে যাইতে যে নৌকার উপরে আক্রমণ করিবে বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছে, তাহার কাচি কাটিয়া দেয় এবং নৌকাখানি ধীরে ধীরে ভাসাইয়া লইয়া যায়; বহর হইতে কিছু দূরবর্ত্তী হইলে ডাকাইতেরা ঐ নৌকার উপরে চড়াও করে, লুটতরাজ করে এবং অনেক সময়ে আরোহীদিগকে হত বা আহত করে।

পূর্ব্ব উল্লিখিত ঠগী অত্যাচার অপেক্ষা এই ডাকাইতি উৎপাত কম ভীষণ নহে। পথে ঘাটের কথা যাই হউক, লোকালয়েও নিস্তার নাই। আপন ভবন মনুষ্যের সুদৃঢ় শান্তি নিকেতন। পরিশ্রমের পর লোক দিনান্তে নিজগৃহে নিরাতঙ্কচিত্তে পরিবারবর্গ সহ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে, এমত্ সময়ে করালমূর্ত্তি দস্যুদল আততায়ীভাবে অকস্মাৎ সমাগত। তাহাদের সহিত যথোচিতরূপে সাক্ষাৎ করিতে গৃহস্থ অপ্রস্তুত। প্রস্তুত হউক বা না হউক গৃহস্থ সম্যকরূপে উপদ্রুত, ক্ষত বিক্ষত অথবা নিহত। ঘোর অত্যাচার! স্মরণ করিলে অন্তর গুর-

গুর্ করিয়া উঠে; লিখিতে হাত্ কাঁপিয়া যায়! গৃহস্থের দোষ নাই। ইহা রাজার অনবধানতা ও রাজশাসন প্রণালীর দোষ, এই কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবে। ব্রিটিস অধিকারের সময় হইতে সর্ব্বত্র ডাকাইতির বেশী প্রাদুর্ভাব হয়। এই উৎপাত নিবারণ নিমিত্ত যে কিছু নিয়ম হইতে থাকিল তাহাতেই ইহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে বিহুর, বুঙ্গার, বাগুরী, বিন্ধ্য, মঘীয়া, দোসাদ, চামার, কোল, কীচক, বাউরি, বাগ্দি, বেদে, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, গোয়াল, পান, কান্ড্রা প্রভৃতি জাতি হইতে ডাকাইত দলের সৃষ্টি, সেই সেই নীচ জাতীয় লোকেরাই আবার গ্রাম রক্ষক চৌকীদার হইয়া অনর্থ বাধাইতে লাগিল। অনেক থানাদার ডাকাইতদিগের পানাদার এবং অনেক জমিদার ও ইজারাদার থাঙ্গীদার হইয়া দাঁড়াইল। প্রচলিত আইন কানুন ও সংস্থাপিত মেজষ্টরী ও সেসন আদালত হইতে ডাকাইতি অত্যাচারের দমন হইল না। বিলাতি জজ, মাজিষ্ট্রেট মহোদয়েরা এখানকার ষড়যন্ত্রের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে চৌকীদারেরা গ্রামের মণ্ডল মুখ্যা প্রভৃতির কর্ত্তৃত্বাধীনে কার্য্য করিত। নিজ গ্রাম ও পড়শ গ্রাম সকলের চোর ডাকাইত প্রভৃতি বদ লোক চৌকীদারদিগের অবিদিত থাকিত না এবং কোন অত্যাচার ঘটিলে তাহাদের অনুসন্ধান প্রায় ব্যর্থ হইত না। গবর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে চৌকীদারেরা যেমন থানার কার্য্যকারকদিগের অধীনস্থ হইল, অমনি তাহারা অনুসন্ধানের ভার ও আপনাদের দায়িত্ব এড়াইতে লাগিল। কোম্পানির দারোগারা আপনাদের প্রভুত্ব ও রবরবা প্রচার করিবার উদ্দেশে ভাল মন্দ বিচার না করিয়া সকল লোকের সঙ্গে কর্কশ ব্যবহার করিতে লাগিল। অসীম অর্থ লালসা ও উহাদিগকে ঘৃণাস্পদ করিয়া তুলিল; অনুসন্ধান কার্য্যে গ্রাম্য সমাজের সহায়তা লাভে উহারা ক্রমে বঞ্চিত হইতে থাকিল। অসদ্ ব্যবহার নিবন্ধন গোয়েন্দারা ও পুলিসের ছায়া

হইতে তফায়ত হইল। মারিপীট ও সত্য মিথ্যা জড়িত দীর্ঘ রিপোর্টের আড়ম্বরই দারোগাদিগের শেষ অবলম্বন দাঁড়াইল। ইহাতে কিছুদিন সাহেবদিগকে ভুলাইতে সমর্থ হইল কিন্তু দস্যুদল সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ ভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। অত্যাচর ঘটনা যত অনায়াসাসাধ্য, অনুসন্ধানের পন্থা ততই গহন হইতে লাগিল।

অনন্তর ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সার্ চার্লস্ মেট্‌কাফ্ সাহেব বাহাদুর ডাকাইতদের দৌরাত্ম্যে দেশ ছারখার হইতেছে দেখিয়া অত্যাচার নিবারণ নিমিত্ত মাঃ হফ্ ফ্রেজর সাহেবকে কমিসনার নিযুক্ত করিলেন কিন্তু দুই বৎসর মধ্যে কোন বিশিষ্ট ফল দেখিতে পাওয়া গেলনা। অনন্তর ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড অকলাণ্ড গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর ঠগী ও ডাকাইতি এলেখা একত্রিত করিয়া কর্ণেল স্লীমান সাহেব মহোদয়কে প্রধান অধ্যক্ষ মনোনীত করিলেন। যথোপযুক্ত লোক যথাস্থানে নিযুক্ত না হইলে অঙ্গবৈকুল্য ঘটে এইটি গবর্ণমেণ্ট সকল সময়ে বুঝেন না এবং আশানুরূপ ফলও হয়না। স্লীমান সাহেব আপন দলবল লইয়া মহাসমারোহে ডাকাইতি শাসনের নিমিত্ত ব্রতী হইলেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও বঙ্গদেশে ডাকাইতের অনুসন্ধান ও শাসনের কার্য্য সমকালেই আরম্ভ হইল। স্থানে স্থানের জেলের কয়েদি-ডাকাইতদিগের সাহায্যে এই ভীষণ অত্যাচারের প্রকৃত বৃত্তান্ত ও প্রসিদ্ধ দলপতি প্রভৃতির সন্ধান জানা হইতে লাগিল। দলে দলে ডাকাইত ধরা ও অপহৃত মালেরও সন্ধান হইতে থাকিল কিন্তু বিচারকদিগের চুলচেরা বিচারের মার প্যাঁচে আবার দণ্ড বিষয়ে বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। বিংশতি দোষী এড়াইয়া যাউক, একজন নির্দ্দোষী দণ্ড না পাউক এই বিলাতি বিচিত্র সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষের ডাকাইতরূপ আততায়ী দলে কতদূর সঙ্গতরূপে লাগান যাইতে পারে তাহার মীমাংসা হইল না। পরিশেষে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে

২৪ আকট্ জারী করিতে হইল। এই আইন অনুসারে যে কোন ব্যক্তি এই আইন জারির পূর্ব্বে অথবা পরে কোম্পানী বাহাদুরের এলেখা মধ্যে অথবা তাহার বাহিরে দলবদ্ধ হইয়া ডাকাইতিতে লিপ্ত ছিল বলিয়া প্রমাণ হইবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর নির্ব্বাসন অথবা শক্ত কারা-দণ্ড হইবে স্থির হইল। এই আইনের বলে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বহুতর ডাকাইতের যথোচিত শাসন বিষয়ে কর্ণেল স্লীমান সাহেব বাহাদুর যতদূর কৃতকার্য্য হইলেন; বঙ্গদেশে সেরূপ ফল হইল না। বঙ্গদেশে প্রথমে পুলিসের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মাঃ ড্যাম্পীয়র সাহেব ঠগী এলেখার কয়েকজন আসিষ্টাণ্টের সহায়তায় অনেকগুলি ডাকাইতের শাসন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন সত্য কিন্তু ডাকাইতের দল সকল পূর্ব্ব-বৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। বঙ্গের ডাকাইত রঙ্গ-চাতুর্য্য পূর্ণ। ইহাদের বুদ্ধি কৌশল ও চাল্ চলন অনায়াসে বুঝিবার নহে। বিশেষতঃ হুগলী বর্দ্ধমান নদীয়া প্রভৃতি কয়েকটি জিলার কতকগুলি ডাকাইত দলে বাছা বাছা কয়েকটি চতুর ও বুদ্ধিমান লোক নেতা ছিল। স্লীমান্ সাহেবের আসিষ্টাণ্টগণ উহাদের দৌড় বুঝিতে পারিলেন না। পরি-শেষে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর মাজিষ্ট্রেট মাঃ ওয়াকফ্ সাহেব ডাকাইতি অত্যাচার নিবারণ নিমিত্ত কমিসনার নিযুক্ত হইলেন। কয়েক বৎসর হইতে অনেক ডাকাইতের কাহিনী জানিয়া শুনিয়া ডাকাইতি ঘটনা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ প্রাবীণ্য জন্মিয়াছিল। ৩৫।৩৬টি প্রসিদ্ধ ডাকাই-তের দল হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া, বীরভূম, বাকুঁড়া ও ২৪ পরগনা প্রভৃতি কয়েকটি জিলার মধ্যে ডাকাইতির উদ্দেশে ২০।২৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে ও ঘোরতর উপদ্রব করিতেছে ইহা তিনি বিশিষ্টরূপে জানিতে পারিলেন। তাঁহার গোয়েন্দারা বিভিন্ন দলের ১২।১৩ শত ডাকাইতের নাম উল্লেখ করিয়া তালিকা দিল। নানা স্থানে ডাকাইত সকল ধৃত হইতে থাকিল। নিজ কলিকাতা

সহরে ৪৭ জনা প্রসিদ্ধ ডাকাইত ধরা পড়িল। অনেক লোক ভাল মানুষের বেশে মফঃস্বলে বিলক্ষণ ঠাট্‌বাট্‌ চালাইতেছিল তাহারাও ডাকাইতের দলপতি অথবা সহায়তাকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে লাগিল। বহুতর ডাকাইত দ্বীপান্তরিত অথবা কারারুদ্ধ হইল। দেশ মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ডাকাইতদের পক্ষে কলিকাতা আর নিরাপদ স্থান বলিয়া বোধ হইল না। অনেক ডাকাইত সশঙ্কিত চিত্তে ফরাসিরাজ্য মধ্যে চন্দন-নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে লুটতরাজ করিয়া ডাকাইতেরা ফরেশডাঙ্গায় নিরুদ্-বেগে বিশ্রাম করিতে থাকিল। ডাকাইতি কমিসনারের দলবল তথায় ঘেঁসিতে পারিলেন না ও ব্রিটিস্ রাজপুরুষেরা কিছু করিতে পারিলেন না।

বঙ্গ মধ্যে ডাকাইতি নিবারণের দৌড় এই পর্য্যন্ত। অনেক ডাকাইতের দল ছিন্ন ভিন্ন হইল, সত্য কিন্তু দেশমধ্যে ডাকাইতি অত্যা-চারের সম্পূর্ণ শান্তি হইল না। সময়ে সময়ে ডাকাইতি হইতে থাকিল; কেবল কতক পরিমাণে উহার ভীষণতার হ্রাস হইল। ইতঃ-পর ডাকাইতেরা ক্রূর চেষ্টা ও হত্যাকাণ্ড হইতে প্রায় বিরত হইল। অনেক ডাকাইত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে পরিণত হইয়া সিঁধ চুরি আদিতে প্রবৃত্ত হইল। ডাকাইতি কমিসনারের ধূমধাম বিরত হইলে নানা প্রকারের পেশাদার বদমাস লোক নানা বেশে কলিকাতায় আসিয়া আস্তানা ও অত্যাচার আরম্ভ করিল। ঢাকা, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে পেশাদার ডাকাইতির অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইল।

ডাকাইতি ব্যতীত হুগলী, বর্দ্ধমান, বাকুঁড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি কয়েক জিলায় ঠ্যাঙ্গাড়ে অথবা লাটিয়ারা নামে আর এক দস্যুদল দেখা দিল। বাঁধা রাস্তা, সরান পথ অথবা মাঠের উপর দিয়া যে সকল প্রসিদ্ধ আইল পথ আছে, তাহার স্থানে স্থানে কোন পুল, বনালবৃক্ষ, পুকুরের উচ্চপাড় আদি অবলম্বন করিয়া ঠ্যাঙ্গাড়েরা গোপন ভাবে

থাকিত এবং পথিকদিগের উপরে লক্ষ্য রাখিত। পথিকেরা নিকটে আসিলে হুহুঙ্কার ছাড়িয়া আক্রমণ করিত, লাঠির আঘাতে মারিয়া ফেলিত এবং জিনিস পত্র লুটতরাজ করিত। অপহরণ করাই প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও ভাবী অনুসন্ধানের সুযোগ নষ্ট করিবার উদ্দেশে ঠ্যাঙ্গাড়েরা আক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রায় হত্যা না করিয়া ছাড়িত না। সুবিধা পাইলে মৃতদেহ নদী ও খালের স্রোতে ভাসাইয়া দিত অথবা পুকুরের জল ও দলের মধ্যে গোপন করিয়া ফেলিত। অসময়ে মারিলে অথবা কোন অসুবিধা হইলে লাশ পড়িয়া থাকিত। ইহাকে বৰ্দ্ধমান ও হুগলী জিলায় "কাত্‌লা পড়া" বলিয়া সঙ্কেত করিয়া থাকে। যে গ্রামের সীমানায় এইরূপ লাশ পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইত, সেই গ্রামের লোকদিগকেই দোষী উল্লেখে পূর্ব্বকার পুলিস কর্ম্মচারীরা বড় কষ্ট দিত এবং যথেচ্ছরূপে অর্থ শোষণ করিত। এই কারণে লোকেরা এইরূপ ঘটনা হইলে পুলিসে আর সমাচার দিত না। রাত্রিকালে চৌকীদারেরা কাত্‌লাটি অন্যগ্রামের সীমানায় ফেলিয়া দিয়া আসিত। তথাকার লোকে আবার গ্রামান্তরের সীমানায় ফেলিয়া দিয়া আসিত। পচিয়া উঠিলে লাশটি কোন নদী বা খালের গর্ভে গাড়িয়া ফেলিত। এই প্রকার কাত্‌লা চালান দিবার বিষয়ে চৌকীদারদিগকে একটি প্রচলিত সঙ্কেত প্রতিপালন করিতে হইত। যে দিকে কাত্‌লার মাতা থাকিত সেই দিকে তাহা চালান দিতে হইবে, বিপরীত দিকে কিম্বা ডাইনে ও বামে নহে, এই সঙ্কেত সকল গ্রামের চৌকীদার, সীমানাদার প্রভৃতি বিলক্ষণ অবগত আছে। এই প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া কেবল পুলিসের ভয়ে লাশ গোপনপূর্ব্বক দেশের লোকেরা ঠ্যাঙ্গাড়েদের সহায়তা করিত। কোথাকার লোক, কোথায়, কিরূপে, কাহা কর্ত্তৃক হত হইল, ইহার কোন সন্ধান হইতে পারিত না। এইরূপে প্রসিদ্ধ পথ সকলের মধ্যে এক এক স্থান ঠ্যাঙ্গাড়েদের প্রধান আস্তানা

বলিয়া পরিচিহ্নিত হইয়া পড়িল। সতর্ক ভাবে চলিলেও তথায় পথিক-দের নিস্তার ছিল না। বর্দ্ধমানের উত্তরে কর্জনা প্রভৃতি গ্রাম, পূর্ব্বে কদম্বার মাঠ, দক্ষিণে রাজার মায়ের ও উচানলের দিঘী; হুগলী জিলার মধ্যে চিতারমায়ের দিঘী ও কর্পূর তলা; মেদিনীপুরের পথে তারাজুলী ও কেটের খাল ও ঝাঁকরার মাঠ; বাঁকুড়া মধ্যে গঙ্গাজলঘাটির পূর্ব্বের বড় পুল প্রভৃতির স্থান সকল দেখিলে ও পূর্ব্বকার ভীষণ বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে পথিকের প্রাণ একবারে শিউরিয়া উঠে। এই সকল স্থান সম্বন্ধে অনেক প্রকার ভয়াবহ গল্প প্রচলিত আছে ও তাহার সমূলকতা বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

চোরের বিষয়, সকলে বিলক্ষণ অবগত আছেন। বেশী বলিবার আবশ্যক নাই। তন্মধ্যে সিঁধচোর, ছিচ্‌কে চোর, গাঁটকাটা ও পিক-পকেট প্রভৃতি চোরের শ্রেণীভেদ আছে। পেশাদার দস্যুরা দলচ্যুত হইয়া চৌর্য্যকার্য্যে ব্রতী হইলে নিতান্ত অদম্য হইয়া উঠে। ইহাদের গতি বিধি অনুসরণ করা সহজ সাধ্য নহে।

উপরি কথিত বিভিন্ন প্রকার দস্যুদল ব্যতীত বাট্‌পাড় ও থাঙ্গীদার নামে আর দুই প্রকার লোক সমাজের উৎপাত স্বরূপ। ইহারা না থাকিলে দেশে অত্যাচারের এত বৃদ্ধি হইত না। চোর ও ভাল মানুষের মধ্যবর্ত্তী দালালকে বাট্‌পাড় অথবা চোরের চোর বলা যায়। চোরা জিনিস হস্তান্তরিত করিয়া দেওয়ার বিষয়ে সহায়তা করা ইহার কার্য্য। এই কাজের প্রণালী অনুসারে ইহার বেশী চতুরতা, শঠতা ও কূট বুদ্ধি খরচ করিতে হয়। পরধন অপহরণে যেরূপ শঙ্কা, অপহৃত ধনের হস্তান্তর করণেও সেইরূপ আশঙ্কা। অপহর্ত্তা ও এইরূপ দালালের পক্ষে দণ্ড তুল্যরূপেই তীব্র। চোর এইরূপদালালের নাম পার্য্যমাণে প্রকাশ করে না, কিন্তু দালাল অপহৃত দ্রব্যের বিনিময় বিষয়ে চোরকে নানাপ্রকারে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করে।

যে ব্যক্তি অন্যায়-লব্ধ অর্থাৎ চোরা জিনিষ দুরভিসন্ধি সহকারে লইয়া রাখে তাহাকে থাঙ্গী অথবা থাঙ্গীদার বলে। থাঙ্গীদারকে সর্ব্বদা ভালমানুষের সাজ সাজিয়া থাকিতে ও বাহ্য আড়ম্বর করিতে হয়। ইহার আঁধারে সাজ ও আঁধারে জমা খরচের খাতা ভাল লোকে দেখিতে পায় না ও পুলিস উহার সন্ধান পায় না। থাঙ্গীদার দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠে। থাঙ্গীদারের থাক হইতে তিনি প্রথমে ভদ্র লোক, ক্রমে মহাজন, ধনী, তালুকদার, জমিদার প্রভৃতি নাম ধারণ করেন। আজকাল আবার উন্নতপদধারী ব্যক্তিদিগের ভাল নজরে পড়িলে নানা কমিটীর মেম্বর হয়েন। ইহার পরে দেউড়িতে দ্বারবান বসাইয়া দিয়া আঁধারে সাজ সেজে ডাকাইতগণ সঙ্গে রাত্রিকালে আর মুলাকাত্ করেন না। হয়ত যাহারা গভীর রাত্রিকালে মোট আনিয়া তাঁহার ঘর ভরাইয়া দিয়াছে, তাহাদের কতগুলিকে ছলে, কলে, কৌশলে ধরাইয়া দিয়া সরকারবাহাদুরের দরবারে খোস্নাম প্রাপ্ত হয়েন।

এতদ্দেশে আর্থিক, শারীরিক, সামাজিক ও লৌকিক ব্যবহার আদি সম্পর্কে যত প্রকার অবৈধকার্য্য ঘটিতে পারে তৎসমুদায় সম্যকরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া ব্রিটিস রাজপুরুষেরা ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন প্রচারিত করিলেন। এইটি বিচার-প্রবীণ ব্রিটিস্ রাজ-পুরুষদের বহু চিন্তার ফল এবং সমুন্নত কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহা দ্বারা অপরাধ নির্ণয় ও দণ্ড বিধান বিষয়ে যে কিছু অভাব ছিল, তাহা দূর হইয়াছে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ আইন অনুসারে নূতন বেঙ্গল পুলিসের সৃষ্টি হইলে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ২৪ পরগণা, হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি কয়েকটি জিলায় জারী হয়। পরে ১৮৬৩ অব্দে অন্যান্য জিলায় প্রচলিত হয়। কাল কোর্ত্তা গায়ে ও লাল পাগ্‌ড়ি মাথায় দিয়ে দলে দলে কনেষ্টেবল সকল থানায় ও গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সাধারণ লোকের চকে ইহা একটা নূতন চটক

লাগিল কিন্তু এই চটক অল্প দিন মধ্যে ভাঙ্গিয়া গেল। বর্দ্ধমান ও হুগলী প্রভৃতির ডাকাইতেরা কনেষ্টবলদিগকে অকর্ম্মণ্য মেড়ারদল অবধারণ করিল এবং ইহাদের হাতে কাঠের ছোট ছোট বেটন মাত্র অস্ত্র দেখিয়া উপহাস করিতে লাগিল। বর্দ্ধমানের ডাকাইতেরা আরও বেশীদূর দৌড়িল এবং স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক কয়েকটি শক্ত চাল্ চালিল। নূতন পুলিস কিছু করিতে পারিল না।

আইনের পারিপাট্য ও নূতন পুলিসের বাহ্য আড়ম্বর দেখিয়া বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মধ্যে শান্তি স্থাপন হইল বোধ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৩ অব্দে ঠগী ও ডাকাইতি এলেখা উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু এই জ্ঞান ভ্রমাত্মক বলিয়া অল্প দিন মধ্যেই প্রতিপন্ন হইল। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট মধ্যে বিভিন্ন জিলায় কতকগুলি গুরুতর ঘটনা ঘটিল। বিষাক্ত দ্রব্য দ্বারা অনেক লোক মারিয়া ফেলিল এবং লুট তরাজের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নূতন পুলিস এই সকল ঘটনার কোন সন্ধান করিতে সমর্থ হইল না। নূতন পুলিসের অকর্ম্মণ্যতা যতই প্রচার হইতে লাগিল ততই দস্যুদলের সাহস বৃদ্ধি হইতে থাকিল। পরিশেষে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল চার্লস্ হার্বি সাহেব মহোদয় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মধ্যে ঠগী ও ডাকাইতি নিবারণ নিমিত্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং মেঃ রাইলি সাহেব উঁহার সহকারী নিযুক্ত হইলেন। ইহাদের প্রযত্নে ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা মেদিনীপুর হুগলী, হাবড়া, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের অনেক গুপ্ত কাহিনী বাহির হইয়া পড়িল। এই সকল স্থানে কপট বেশধারী এত অত্যাচারী অকুতোভয়ে সমাজ মধ্যে যে বিচরণ করিতে ছিল তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের জ্ঞান ছিল না। ভাগলপুরের কালেক্টরীর জালীম নামক চাপরাসী একজন পাকা ঠগ ছিল এবং কলিকাতা পার্য্যন্ত তাহার দৌড় ছিল ইহা কে জানিতে পারিয়াছিল? ভাগলপুরের পাহুকা নামক জৈন মঠের মহন্ত ভূধর মল্ল অকস্মাৎ

একরাত্রিমধ্যে সমুদয় সম্পত্তিসহ কোথায় গেল ইহার রহস্য কে বুঝিয়াছিল? নীলকণ্ঠ দত্ত ও হরিশচন্দ্র দত্ত বাবুর বেশে কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানের বেশ্যাদলের মধ্যে যে ধূমকেতু স্বরূপ উদয় হইয়াছিল ইহা কে বুঝিয়াছিল? রাম মাইতি, নারায়ণ দাস, গোপাল দাস, গদাই বেহারা ও বিদা বেহারা প্রভৃতি একদল উড়িয়া কলিকাতা, ভবানীপুর, খিদির পুর, হাবড়া, দমদমা প্রভৃতি স্থানে যে ঠগরূপে বিচরণ করিত তাহা কে বুঝিতে পারিয়াছিল? স্থানে স্থানের বেশ্যা ও বাসাড়েদের মধ্যে কেহ মরিয়াছে, কেহ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছে, কেহ বমন করিতেছে, কেহ ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া বকিতেছে, গহনাপাতি, টাকা, কড়ি সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছে, এইত অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল স্থলে স্থানীয় পুলিসের অনুমান ও কল্পনাশক্তির দৌড় দেখে কে? ভূধরমল্লের মৃত দেহ একটি কূপ মধ্যে বাহির হইবার পরে স্থানীয় পুলিস আপনাদের কল্পনাশক্তির বলে কতকগুলি নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে চালান দেয় কিন্তু সেসনজজের সূক্ষ্ম বিচারে সৌভাগ্যক্রমে তাহারা খালাস পায়। পরে ডিক্টেটিভ্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হার্বি সাহেবের অনুচরদিগের প্রযত্নে যখন প্রকৃত অপরাধী কতকগুলি ঠগ ধৃত হইল; অনেক অপহৃত সম্পত্তি বাহির হইল ও ঠগেরা অপরাধ স্বীকার করিল তখন সকলের চক্ষু স্থির হইল এবং স্থানীয় পুলিসের যোগ্যতা সুচারুরূপে প্রতিপন্ন হইয়া পড়িল। অনন্তর ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান অপরাধী গোপাল ও ছত্রধারীর ফাঁসি হইল। কতকগুলি দ্বীপান্তরিত ও কতকগুলি কারারুদ্ধ হইল।

ভাগলপুরের যে জালীম চাপরাসী, লালজি, ও লছমন্, প্রভৃতি ঠগেরা কতকগুলি পথিকের অনুসরণ করিতে করিতে কালীঘাটে আসিয়া বিষাক্ত মিষ্টান্ন দিয়া হত্যা ও লুট তরাজ করিয়াছিল, যে রাম মাইতি প্রভৃতি উড়িয়া ঠগেরা কলিকাতা অঞ্চলে অত্যাচার করিতেছিল এবং

যে নীলকণ্ঠ দত্ত প্রভৃতি বেশ্যাবধে ও তাহাদের সম্পত্তি হরণে নিরত রত ছিল তাহাদের যথোচিত দণ্ড হইলে দেশে কতক পরিমাণে শান্তি স্থাপন হইল কিন্তু ডাকাইতি ঘটনার হ্রাস হইল না। তথাপি গবর্ণমেণ্ট তাড়াতাড়ি ডিটেকটিভ্ এলেখা উঠাইয়াদিলেন।

নূতন বেঙ্গল পুলিস জারী হইবার পরে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৬ বৎসর মধ্যে কেবল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মধ্যে ৪০২৯ টি ডাকাইতি ঘটনার রিপোর্ট হইল এবং প্রভূত অর্থ অপহৃত হইল। ইহার অধিকাংশ স্থলেই স্থানীয় পুলিসের যত্ন বিফল হইল। ১৮৬৫।৬৬ অব্দে দেশে অভাব হইয়াছিল সত্য, ইহার পরে দেশে প্রচুর শস্য হইলেও প্রতিবৎসর প্রায় সহস্র সহস্র ডাকাইতি ঘটনা ও তাহাতে বহুতর লোক হত, শত শত লোক আহত এবং লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি অপহৃত হইয়া আসিতেছে, গবর্ণমেণ্ট দেখিয়াও দেখিতেছেন না। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মধ্যে এক্ষণে আর ডিটেকটিভ্ এলেখা নাই, এখানে ডাকাইতি সম্বন্ধে অত্যাচারের ত কথাই নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে পৃথক ঠগী ও ডাকাইতি এলেখা আছে তাহারও কার্য্যে সাতিশয় শৈথিল্য দৃষ্ট হইতেছে। তথাকার প্রধান অধ্যক্ষ কর্ণেল হাণ্ডার্শন সাহেবের গত ১৮৯০ অব্দের রিপোর্ট পাঠ করিয়া ও মধ্য-ভারতে অরাজকতা স্মরণ করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হইয়াছে। তথায় ১৮৮৯ অব্দে ১৮৯টি ডাকাইতি হয় এবং প্রায় লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি অপহৃত হয়। কিন্তু ১১৮৯০ অব্দে তথায় ৩০০ শত ডাকাইতি এবং ন্যূনাধিক আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের বস্তু অপহৃত হইয়াছে। ডাকাইতগণ গভীর রাত্রিকালে পথিমধ্যে মেইল-ট্রেণ অবরুদ্ধ করিয়া লুট-তরাজ করিতে সাহসী হইয়াছে। কাতেওয়ারের ডাকাইতেরা রাইফেল্ গ্রহণ পূর্ব্বক জাম নগরের পুলিস সঙ্গে বার বার সম্মুখ যুদ্ধে সাহস প্রদর্শন করিয়াছে এবং কতকগুলি পেশাদার দস্যু বিগত ১৮৯১

অব্দের নবেম্বর মাসে সোণপুরের মেলায় বঙ্গের লাট বাহাদুরের তাম্বুতে প্রবেশ পূর্ব্বক ভীষণাকার একটি কুক্কুরকে বিষাক্ত দ্রব্য দ্বারা নীরব করাইয়া সহস্র সহস্র টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়াছে; ইহাতেও রাজপুরুষদের চৈতন্য হইতেছে না ইহাই বিস্ময়ের বিষয়!

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এই অধ্যায়ে গবর্ণমেণ্ট, ভূম্যধিকারী ও দেশীয় লোকসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি কথা বলিব; কতকগুলি প্রস্তাব করিব এবং কতকগুলি অনুরোধ জানাইব। প্রস্তাব যুক্তিগর্ভ ও অনুরোধ সঙ্গত হইলে গবর্ণমেণ্ট ও অপর সকলে দয়া করিয়া কর্ণপাত করিবেন বলিয়া সম্পূর্ণ আশা।

দেশ মধ্যে যখন অরাজকতা ছিল তখন ডাকাইতি দস্যুতা আদি প্রকাশ্যরূপে ঘটিত এবং দুর্ব্বৃত্তেরা লোকদিগকে সমধিক শাস্তি দিত সন্দেহ নাই। এক্ষণে ব্রিটিস রাজপুরুষদের মহিমায় দেশ মধ্যে অধিক পরিমাণে শান্তি সংস্থাপন হইয়াছে; লোকেরা শান্তির ফল অনুভব করিতেছে; আপন আপন বস্তু ও স্বত্ব রক্ষার্থে যত্ন করিতে শিখিয়াছে; সাধারণ শিক্ষার ফল ফলিতেছে, সকলের মুখ ফুটিতেছে; সমিতি সংঘটন কার্য্য আনায়াস-সাধ্য হইয়াছে। এখন অল্প অত্যাচারেই প্রজারা চতুর্দ্দিগ হইতে তুমুল কোলাহল তুলিয়া থাকে এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুযোগ প্রকাশ করিয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে এইগুলি সুশাসনেরই ফল। দেশে অরাজকতা থাকিলে এইরূপ হইত না। তখন স্বয়ং প্রজারাই আত্মরক্ষার্থে যতদূর পারিত করিত। অপারক হইলে নীরব থাকিত। ব্রিটিস অধিকারের বাহিরে অপর স্বাধীন বা করদ রাজ্যের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। তথায় দেখিবে রূপ, যৌবন, ধন, ধান্য, বিদ্যা বুদ্ধি

নিরাপদ নহে। অনেক বিষয়ে বহুতর বৈষম্য এবং অত্যাচারের পূর্ণ প্রকাশ ও স্বেচ্ছাচারিতার অসীম বিলাস বিদ্যমান। ইহা দ্বারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের লোক রক্ষার্থে বর্ত্তমান বন্দোবস্ত সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ এইরূপ বলা উদ্দেশ্য নহে। এরূপ বলিবার এখনও বিশিষ্ট কারণ জন্মে নাই। এখনও দেশ মধ্যে দস্যুতা, ডাকাইতি আদি সঞ্চিত রোগের ন্যায় বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। এখনকার দস্যুদল কুকি, লুসাই, সামতাল আদি পার্ব্বতীয় অসভ্য জাতির ন্যায় সময়ে সময়ে দেশ মধ্যে প্রাদুর্ভূত হয় না। ইহারা দেশ মধ্যে, গ্রাম মধ্যে, পল্লী মধ্যে, সমাজ মধ্যে যে নিরত প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে ও সময়ে সময়ে মস্তক উত্তোলন করিতেছে ইহা সকলেই অবগত। যে প্রবল দোষ সকলেই অবগত ও যাহার প্রতিবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া সকলেরই ধারণা, তাহার প্রতিবিধান কেন হয় না? প্রশ্নটি অতি সহজ কিন্তু উত্তরটি সেরূপ সোজা নহে। প্রকৃত পক্ষে উত্তরটি অতিব্যাপক। ইহাতে অনেকেই জড়িত; রাজা ও প্রজা সকলেই লিপ্ত।

প্রজার প্রকৃত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করা রাজার ত্রুটি। ঐ ত্রুটি নিবন্ধন মূলে ভুল থাকায় রাজপুরুষদের সকল প্রকার গণনায় ভুল থাকিয়া যাইতেছে। রাজপুরুষেরা এদেশের প্রজার দরিদ্র ভাব স্বীকার করিতেছেন না। সাধারণ লোকের সাংসারিক অবস্থা (মেটিরিয়েল কণ্ডিসন্) দিন দিন ভাল হইতেছে বলিয়া রাজপুরুষদের ধারণা। দরবার, কাছারী, মেলা, পাঠশালা, রেলওয়ে ষ্টেষণ প্রভৃতি স্থানে লোকের পরিচ্ছদ, ঘড়ি, ব্যাগ আদির আড়ম্বর দেখিয়া অনেক সাহেবের এইরূপ ধারণা। এই সকল স্থানে সম্পন্ন লোকেরই মেলা ও ম্যাঞ্চেষ্টার আদি বিলাতি বাজারের খেলা। এখানে কৃষক ও সাধারণ লোকের সমাগম কম। এই সকল লোকের প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে ইহাদের গ্রামে ও ঘরে গিয়া দেখিতে হইবে এবং দেখিতে পাইবে

ইহাদের কতই অভাব ও কতই কষ্ট! এইরূপ পরিদর্শক কোথায়? এইরূপ চিন্তা কাহার?

আজ্কাল উত্তর পশ্চিমদেশীয় লোকেরা পূর্ব্বের ন্যায় সেপাই শ্রেণীতে নাম লেখাইতেছে না। ইহাতে সাধারণ লোকের অবস্থার উন্নতি হইতেছে বলিয়া কতকগুলি রাজপুরুষ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন। ইহা ভ্রম বিলসিত। আজ্কাল ব্রিটিস সেনাপতিরা পশ্চিম দেশীয় সেপাই অপেক্ষা গুর্থাদলে অধিক সমাদর ও আস্থা প্রদর্শন করিতেছেন। অনেক স্থলের মিত্র ও করদ রাজগণ আপন আপন এলাকায় সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন। চারিদিগে রেলওয়ে বিস্তার ও তাহার সঙ্গে ব্যবসায়ের বিস্তার হওয়ায় রেলওয়ে কোম্পানি ও ব্যবসায়ীদিগের নিকটে অনেকে কর্ম্ম পাইতেছে। যদি প্রকৃতপক্ষে কোন শ্রেণীর লোকের অবস্থা কতক অংশে উন্নত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে স্থানে স্থানের কতকগুলি কৃষকের তাহা ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। শস্যের মূল্য বৃদ্ধিই তাহার কারণ। আপন আপন পরিবারবর্গের বর্ষভোগ্য শস্য রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ অক্লেশে বিক্রয় করিতে পারে এমত কৃষকের সংখ্যা অল্প। দেশে এক বৎসর প্রচুর পরিমাণে শস্য না জন্মিলে অনেকের দুই বেলার অন্ন সংস্থান থাকে না। উপর্য্যুপরি দুই বৎসর শস্য না হইলে চারিদিকে হাহাকার রব উঠিয়া যায়। দেশে শস্য ও অর্থ উভয়ের অভাব হইলে দুর্ভিক্ষের ভীষণ মূর্ত্তি দেখা যায়। ব্রিটিস অধিকারের পর এইরূপ দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া কতবার যে দেশ উৎসন্ন ও প্রজাবর্গকে পর্য্যাকুল করিয়াছে তাহা রাজপুরুষেরাই গণনা করিয়া দেখুন এবং এই সকল অবস্থা লোকের উন্নতির বা দরিদ্রতার চিহ্ন বিবেচনা করুন। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক নিয়ম। ইহাই যে দরিদ্রতার প্রধান কারণ তাহা স্বীকার করা সহজ নহে। প্রতি বৎসর প্রচুর শস্য জন্মিলে ভারত-

বাসীরা কিয়দংশ দিয়া বহুতর দেশের উপকার সাধন করিতে সমর্থ হয়।

দারিদ্র্য ও দুষ্কর্ম্ম নিত্য সহচর। যেখানে অভাব তথায় চৌর্য্য আদি দুষ্কর্ম্মের সদ্ভাব। এদেশে নীচ জাতীয় দরিদ্র লোকের সংখ্যা অধিক। সুতরাং চৌর্য্য আদি অত্যাচার ঘটনার সংখ্যাও বেশী। পূর্ব্ব প্রথানুসারে গভীর রাত্রিকালে নীচ জাতীয় দরিদ্র লোকের হাতেই ধন প্রাণ রক্ষার ভার কিন্তু তাহাদেরই বেতন নির্দ্ধারণ ও বিতরণ বিষয়ে যার পর নাই কারংকস্য ও অনিয়ম! পরের সঞ্চিত ধন অনায়াসে লইয়া আস্বাদ গ্রহণ করিলে দরিদ্র আর ভুলিতে পারে না। বার বার তাহাই করে। দস্যুদল দ্বারা যত অত্যাচার ঘটনা হইয়া থাকে, তৎসমুদায় রাজপুরুষদের গোচর হয় না। প্রতিকারের সম্ভাবনা কম জানিয়া এবং পুলিস ও আদালতে হয়রাণির ভয় করিয়া কতক অত্যাচার গোপন করা হয় ও কতক রূপান্তরিত করা হয়। যাহা রাজপুরুষদের গোচরে আইসে সে সকলগুলির সন্ধান ও কিনারা হয় না। কিনারা করিতে না পারিলেই ঘটনা মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা পুলিসের একটী রোগ জন্মিয়াছে এবং ইহাতেও লোকের বিস্তর অনিষ্ট ঘটিতেছে। গবর্ণমেণ্ট সমীপে অত্যাচার ঘটনার সংখ্যা কম করিয়া দেখাইবার উদ্দেশে অনেক পুলিস অফিসর নানাপ্রকারে বুদ্ধি কৌশল দেখাইবার বিস্তর প্রয়াস পাইয়া থাকেন; কিন্তু ইহাতে প্রজার মন মানে না। প্রজা কেবল নিরাতঙ্ক, নিরাপদ ও নির্ব্বিঘ্ন হইয়া থাকিতে চাহে।

ন্যূনাধিক ৩০ বৎসর গত হইল এই কনেষ্টেবলওয়ালা পুলিসের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দীর্ঘকাল মধ্যে এই পুলিসের কার্য্যদক্ষতার পরীক্ষা সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত সময় দেওয়া হইয়াছে। সকল অবস্থা যাচাই হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট, বিচারক, সম্বাদপত্র প্রচারক, সর্ব্বজাতীয় পরিদর্শক এবং জনসাধারণ এই পুলিসের সম্বন্ধে আপন আপন অভি-

প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। প্রায় সকলেই এই পুলিসের বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন। বর্ত্তমান পুলিস-এলেথা সংশোধন করা আবশ্যক বলিয়া স্বয়ং গবর্ণমেণ্টের ধারণা হইয়াছে। এই ধারণা দীর্ঘকাল হইতে রাজ-পুরুষদের অন্তরে জন্মিয়াছে, কিন্তু ধারণা অনুসারে কোন কার্য্য হইতেছে না। এই বিষয়ে কত কমিশনের যে অধিবেশন হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। ১৮৩৮ অব্দের ১৮ই আগষ্ট তারিখে সার্ ফ্রেড্রিক্ জেম্স হালিডে, ও ডব্লিউ ব্র্যাডন প্রভৃতি বিচক্ষণ কমিশনরগণ যে বিস্তীর্ণ ও পূর্ণ রিপোর্ট দেন, তদনুসারে সকল কার্য্য হইলে এতদিন অনেক উপকার সাধন হইত। সে দিন আবার যে কমিশন বসিয়াছিল তাহার ফল আশানু-রূপ হয় নাই। কমিশনরগণ অনেক গুরুতর বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই। যাহা হউক পুলিসের সংশোধন প্রয়োজনীয় বলিয়া স্থির হই-য়াছে। এই সংশোধনের কার্য্য আরম্ভ হইলে প্রথমেই গ্রাম্য পুলিসের সংশোধন নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ইহা না হইলে মূলেই দোষ থাকিয়া যাইবে। গ্রাম্য পুলিসের সংশোধন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে আবার চাকরান জমি সম্বর্কে গোলযোগের মীমাংসা করিতে হইবে। এই গোলযোগের ভয়েই বহুতর রাজপুরুষ গ্রাম্য-পুলিসের সংশোধন বিষয়ে হস্তার্পণ করেন নাই। এবারেও সেই গোলযোগ রাখিয়া দিলে চিরদিনের নিমিত্ত বিশৃঙ্খলা থাকিয়া যাইবে। চাকরান জমি সম্বন্ধে বক্তব্য পরে বলিব। আপাততঃ প্রস্তাবিত বেঙ্গল পুলিস ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য পুলিস সংশোধনের বিষয়ে কয়েক কথা বলা যাইতেছে। ২৮। ২৯ বৎসর ধরিয়া বেঙ্গল পুলিসের কার্য্য পরম্পরা দেখিয়া শুনিয়া যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি। কোন শ্রেণী বিশেষের অফিসরদিগের প্রতি কিছুমাত্র বিদ্বেষ বুদ্ধি নাই।

বেঙ্গল পুলিসের উপরিভাগ বিলক্ষণ চক্চকে হইয়াছে সত্য, কিন্তু

অভ্যন্তরে সংশোধনযোগ্য কতকগুলি দোষ রহিয়াছে। ইহার প্রথম সৃষ্টিতেই দোষ স্পর্শ করিয়াছে। প্রধান অধ্যক্ষ হইতে নিম্নস্থ কনেষ্টেবল পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর অফিসার নির্ব্বাচন ও মনোনীত করণ বিষয়ে দোষ ঘটিয়াছে। বিলাতের বড় বড় লোকদিগের যে যে আত্মীয়বর্গ লেখা পড়া শিক্ষা বিষয়ে বুদ্ধিচাতুর্য্য প্রকাশ করিতে অক্ষম, তাহাদিগকে এই পুলিস বিভাগের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও আসিষ্টাণ্টের পদে অমনোনীত করা হইতেছে। এদেশের আদালত্ ঘেঁসা সামান্য ইংরাজী ওয়ালা লোক ও গুরুমহাশয় এবং মোহরের দলের লোকদিগকে ইনস্‌পেক্টর সব্‌ইনস্‌পেক্টর ও হেডকনেষ্টবলের পদে নিযুক্ত করা হইতেছে। সর্ব্ব-জাতীয় সমাজের শঠ ঠেঁটা ও তুখর লোকদিগকে কনেষ্টবলের পদে ভর্ত্তি করা হইতেছে। এইরূপ লোক পূর্ণ এলেখা হইতে কিরূপ ফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে?

দণ্ডবিধি ও ব্যবহার শাস্ত্র অনুসারে অতন্ত্রিতরূপে প্রজার ধন প্রাণ রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য। ইহাই প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয়গণের ক্ষত্রিয়ত্ব ছিল। রাজবিধি রাজ-মাহাত্ম্যের প্রতিনিধি। রাজবিধি প্রচারক রাজশক্তি অথবা সত্যধর্ম্মের ঘোষণাকারক। প্রচারকের গুণে রাজ-শাসন প্রণালীর ঔৎকর্ষ সাধন হয়। ব্রিটিস অধিকারে দণ্ড বিধি ও ব্যবহার শাস্ত্র আদির অভাব নাই; সর্ব্ব বিষয়ে সদুদ্দেশের ও অভাব নাই; কেবল বিভিন্ন এলেখায় প্রচারকের নির্বাচন বিষয়ে তাদৃশ যত্ন ও মনোযোগ দেওয়া হয় না। গুণান্বিত প্রচারক প্রার্থনীয়। নচেৎ সকল বিধি ও কার্য্য পণ্ড হয়। এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অধীনে আদালত বিভাগ দেখুন। বিচার বিভাগের প্রচারক দল ব্রিটিস অধি-কারের গৌরব স্থল। অনেক উন্নতমনা, প্রতিভা-সম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি এই এলেখা বিভূষিত করিতেছেন। ধর্ম্মালয়ে অর্থী প্রত্যার্থীদের সম্বন্ধে সত্য ধর্ম্মের বিপর্য্যয় না হয় বলিয়া বিচারক মহোদয়েরা নিয়ত জাগ-

রূক রহিয়াছেন এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম তুলাদণ্ডে সমতুল করিয়া দিন দিন রাজ মাহাত্ম্যে বিস্তার করিতেছেন। কিন্তু বেঙ্গল পুলিসের বর্ত্তমান সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টগণ গত ৩০ বৎসর কাল যেরূপ দক্ষতা সহকারে অধ্যক্ষতা করিলেন, ইঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান, দৈশিকজ্ঞান, সামাজিক জ্ঞান ও লৌকিক জ্ঞান যেরূপ পরিমিত তাহাতে ইঁহারা যে কখন পুলিসের বিচক্ষণ নিয়ন্তা হইতে পারিবেন তদ্বিষয়ে বলবান সন্দেহ দাঁড়াইয়াছে। যে জ্ঞান, উদারতা ও উৎসাহ আদি গুণে কর্ণেল স্লীমান্ প্রভৃতি অদ্ভুত কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান পুলিস অধ্যক্ষদিগের নাই বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। ধনী, মধ্যবর্ত্তী, গরিব, শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও নীচ জাতীয় চোয়াড় প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক লইয়া কৌশলে কার্য্য সকল যে উদ্ধার করিতে হইবে এই জ্ঞান ইঁহাদের জন্মে নাই ও জন্মিবে এরূপ বোধ হয় না। এদেশীয় লোকমাত্রের প্রতি ইঁহাদের অপার ঘৃণা ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতি বিজাতীয় বিতৃষ্ণা। আপনাকে বিপন্ন ব্যক্তির অবস্থায় কল্পনা করিতে না পারিলে কাহারও অন্তরে সহানুভূতি জন্মে না। সহানুভূতি না হইলে হিতেচ্ছা জন্মে না। যাহার অন্তরে হিতেচ্ছা নাই তিনি উপযুক্ত নিয়ন্তা বা তত্ত্বাবধায়ক হইতে পারেন না।

নিম্ন পদস্থ কর্ম্মচারীরা উপরিস্থ অধ্যক্ষদিগের প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে। এই নিয়ম অনুসারে পুলিসের নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা ও এদেশীয়দিগের প্রতি সরল ও সদয় ব্যবহার করেন না। দেশে অরাজকতা থাকা সময়ে প্রথমে যখন থানাদারী পুলিসের সৃষ্টি হয় তখন কতকগুলি মুসলমান ও উত্তর পশ্চিমদেশীয় লোক দারোগা হইয়া জুতার চোটে দেশের বদমাস্ শাসন করিবেন বলিয়া অভিপ্রায় করেন। ইঁহারা কোন কার্য্যোপলক্ষে গ্রামে উপস্থিত হইয়া ভাল মন্দ বিচার না করিয়া প্রথমেই লোকদিগের উপরে এক চোট জুতা বর্ষণ

করিতেন এবং আসর গরম করিয়া লইতেন। ধরিবার ও মারিবার সুবিধা নিমিত্ত লম্বা রকমের জুতা প্রস্তুত করান হয় এবং তাহার "শ্যাম-চাঁদ" এই নামকরণ করা হয়। "জমাদার শ্যামচাঁদ মাঙ্গাও" এইরূপ হুকুম দারোগার মুখ হইতে নির্গত হইলেই সমবেত লোকেরা তটস্থ হইত। বেঙ্গল পুলিসের সৃষ্টির পরে সব-ইনেস্পেক্টার প্রভৃতি সাবেক পুলিসের দস্ফ অবলম্বনে লোকদিগকে কম্পান্বিত-কলেবর করিয়া রাখিবেন ভাবিয়া কয়েক বৎসর বড় জুলুম অত্যাচার করেন। পরে দণ্ডবিধির ৩৩০ ও ৩৩১ ধারার মাহাত্ম্যে কতকগুলি পুলিস আফিসরকে কারাবাস আদি দণ্ড ভোগ করিতে হয়। হাইকোর্টের বিচারে যাঁহারা সময়ে সময়ে অব্যাহতি পান তাঁহাদের মধ্যে অনেককে অকালে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইতে হয়। পদস্থ থাকিবার সময়ে ইঁহারা অনেক ব্যক্তিকে মারিপীট পূর্ব্বক একরার আদি করাইয়া জেলে পাঠাইয়াছিলেন। সেই কয়েদীরা জেলে আপনাদের মধ্যে পুলিস আফিসরকে আসিতে দেখিয়া "অরে! মামা আসিয়াছে রে!" "শ্বশুর যে রে!" ইত্যাদি বলিয়া মহা আহ্লাদ প্রকাশ করে এবং রাত্রিকালে সকলে মিলিয়া তাহাকে বিলক্ষণ প্রহার করে। মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের কয়েকজন সব্ ইন্‌স্পেক্টার জেলে ২।১ রাত্রি থাকিয়া খালাস হইয়াই রক্তমল পরিত্যাগ করিতে করিতে মরিয়া যায়। কয়েদীরা এক এক জন পেটে দাঁড়াইয়া গুল্‌ফ দিয়া নাভিস্থল দলিয়াছিল বলিয়া উহারা মরিবার পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিল এবং অপর পুলিস অফিসরদিগকে সাবধান করিয়াছিল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এখনকার পুলিস অফিসরদিগের কতক চৈতন্য জন্মিয়াছে সত্য কিন্তু ইঁহারা অত্যাচার ছাড়েন নাই। "শ্যাম-চাঁদের" পরিবর্ত্তে কলম ধরিয়াছেন। অনেকস্থলেই সত্যের নিরসন ও মিথ্যার সংঘটন ইহাদের নিত্য কার্য্য। ইহাতে চিত্তের সঙ্কোচ বা গ্লানি হয় না। অপরাধ ঘটনার সত্যাসত্য পুলিস অফিসরের কার্য্য

ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ঘটনার সময়ে গৃহস্থ অপরাধীকে ধরিয়াছে বা চিনিয়াছে, চিহ্ন প্রমাণ জাজ্জ্বল্যমান এবং অপহৃত দ্রব্যাদির সন্ধান সহজসাধ্য, এমন স্থলে ঘটনা সত্য বলিয়া পুলিস অবশ্য স্বীকার করিবেন। আর যে স্থলে অপহৃত দ্রব্যের সংখ্যা ও পরিমাণ বেশী, গৃহস্থ অপরাধীর কোন সন্ধান দিতে, অথবা নিজ বাটী, নিজ গ্রাম বা পড়শ গ্রামের কোন লোককে সন্দেহ করিতে অসমর্থ, সেই স্থলে পুলিস ফাঁপরে পড়েন ও পরিশেষে ঘটনা মিথ্যা সিদ্ধান্ত করিয়া গৃহস্থকে এক বাঁশ জলের নীচে ফেলেন। অনেকস্থলেই এইরূপ অথবা অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ সকলের সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা করা হয় না। ঘটনা সত্য কিন্তু অনুসন্ধান বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া গেল না এইরূপ বলিয়া পুলিস অফিসরের উদারতা ও সাহস প্রকাশ করা প্রায় দেখা যায় না। সকল স্থানের পুলিস অফিসরের এক রায় ও এক সুর। বেঙ্গল, বিহার ও উড়িষ্যা দেখ, সকল স্থানের পুলিস অফিসরের মতি, গতি, প্রকৃতি, ধরণ, করণ, লেখার প্রণালী ও রিপোর্টের ছাঁচ একই রকম দেখিতে পাইবে। বুদ্ধি-চাতুর্য্য প্রায় লক্ষিত হইবে না। অহ-ঙ্কার, কপটাচার ও কর্কশ ব্যবহার ইঁহাদের পদ-মাহাত্ম্য। লোককে হয়রাণ করা ইহাদের তৃপ্তিকর-কার্য্য। পুলিসের নিকটে ভদ্রাভদ্রের মান ইজ্যৎ রক্ষা হয় না। তদারক নিমিত্ত গ্রামে পুলিস আসিলে ভদ্রলোকেরা গোপনভাবে থাকেন। অনেক স্থলে তদারককালে পুলিস গ্রামের লোকের সাহায্য পায় না বলিয়া মাজিষ্ট্রেটেরা আক্ষেপ করিয়া থাকেন। গ্রামের লোকের উপরে পুলিসের "দখল নাই" বলিয়া হুগলীর এক মাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট করিয়াছেন কিন্তু কেহ কথন ইহার প্রকৃত কারণের অনুসন্ধান করেন নাই। গবর্ণমেণ্টের অধীনে যত প্রকার এলেখা আছে তাহার মধ্যে পুলিসেরই প্রজা সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। প্রজার সম্মুখে পুলিসই প্রথম রাজপ্রতিনিধি। যে পুলিসের

হাতে লোকরক্ষার ভার সমর্পিত ও বিপদ্ সময়ে সকলকেই যাহার শরণ লইতে হয়, সে পুলিসকে দেখিলে লোকে লুকায় কেন? দস্যু-দলের অত্যাচার সহ্য করিয়াও লোকে নীরব থাকে কেন? পুলিসের নিকটে প্রতিকার চেষ্টায় লোকে সঙ্কোচ ভাব প্রকাশ করে কেন? এই সকল বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে উত্তর করিতে বসিলে বোধ হয় সকলকে ইহাই বলিতে হইবে যে, লোকসঙ্গে নিয়ত কর্কশ ও অসরল ব্যবহার আদি নিজ দোষেই পুলিস আপন পদমর্য্যাদা হারাইতেছেন ও সাধারণের অশ্রদ্ধাভাজন হইতেছেন। পুলিসের বিষয়ে লিখিতে গেলে অনেক লিখিতে হয়। সকল কথাও মুক্তকণ্ঠে বলা যায় না। যাহা-হউক বর্ত্তমান পুলিস এলেখা সাতিশয় অপ্রীতি-কর ও ঘৃণা-কর হইয়া উঠিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের সদুদ্দেশ্য বিঘটিত হইতেছে ও ব্রিটিস শাসন অবসাদগ্রস্ত ও কলঙ্কিত হইতেছে। ইহার সংশোধন বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের অমনোযোগিতা চলিতে থাকিলে লোক বিরাগ বশতঃ বিষময় ফল ফলিবে এবং লোকের অপার সহিষ্ণুতা শক্তি ও রাজভক্তি নিয়মিত সীমার অতিক্রম করিবে।

পুলিস এলেখা সংশোধন উপলক্ষে ফৌজদারী আদালতের কার্য্য-প্রণালী-সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলিতে হইল। ফৌজদারী মোকদ্দমা রোক্ ও তড়িঘড়ির কার্য্য। রোকের হ্রাস হইলে এই সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্য শিথিল হইয়া পড়ে। অপরাধ ঘটনার বহুদিন বিলম্বে অপরাধীর দণ্ড বিধান হইলে দণ্ডের তীব্রতা থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে কৃতাপরাধ ব্যক্তির অনুসরণ না করিলে সে সমুৎসাহিত হইয়া অন্য অপরাধে লিপ্ত হয়। অপরাধী অক্ষুণ্ণভাবে বিচরণ করিতে থাকিলে লোক সশঙ্কিত ও অপর দুর্ব্বৃত্ত সমুত্তেজিত হয়। পাশ্চাত্য কার্য্য-প্রণালীর অবতারণায় আজ্ কাল এক একটি গুরুতর অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তির বিচার বহু মাস অন্তেও সম্পন্ন হয় না। "হচ্চে" "হবে" কোর্টের

এইরূপ ব্যবস্থা দাঁড়াইয়াছে। মাজিষ্ট্রেটদিগের ক্ষিপ্রকারিতা ও উদ্যমশীলতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাঁরা গাড়ির বলদ সদৃশ দাঁড়াইয়াছেন। ইঁহাদের মস্তকে গবর্ণমেণ্ট যত ভার চাপাইতেছেন ততই ইঁহাদের গতি মৃদু ও মন্দ হইতেছে। মাজিষ্ট্রেট আজ্‌কাল নানা এলেখার ভার পাইয়া নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। বিবিধ বিষয়ে ইঁহার মনোযোগ ও যত্ন বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। পুলিস ও লোকরক্ষা বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ পড়িতেছে না। এক ব্যক্তি বিভিন্ন এলেখার সমুদায় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন এরূপ প্রত্যাশা দুরাশা মাত্র। এই নিমিত্ত সুশাসিত রাজ্যের বিভিন্ন এলেখায় বিভিন্ন কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা আছে।

জিলার জজেরা প্রতি মাসে সেসন বিচার্য্য মোকদ্দমা সকল গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু একবার সেসন খুলিলে সমুদায় কার্য্য নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে প্রায় নিষ্পন্ন করিতে পারেন না। উকীল, ব্যারিষ্টার, কৌন্সলী ও জুরীদিগকে লইয়া ইহাঁদের অনেক সময় নষ্ট হয়। তাড়াতাড়িতে বিচারের বলিদান হওয়া অনুচিত এই পাশ্চাত্য ব্যবস্থার অনুবর্ত্তনে এদেশের ফৌজদারী মোকদ্দমার অনেক অনিষ্ট হয়, প্রমাণ রূপান্তরিত করা হয় ও ন্যায়-বিচারের ব্যাঘাত হয়। এদিকে উভয় পক্ষের লোকদিগের ও সাক্ষীগণের অসীম ক্লেশ, অর্থহানি, কার্য্যহানি এবং যৎপরোনাস্তি হয়রাণি। এই নিমিত্ত সেসন আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমায় ভদ্রলোকেরা পার্য্যমাণে সাক্ষী হইতে চাহেন না এবং পুলিসের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া অব্যাহতির চেষ্টা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সেসন বিচার্য্য মোকদ্দমায় প্রথমে পুলিসে, তৎপরে মাজিষ্ট্রেটের কোর্টে, পরে সেসন আদালতে বহুদিন ধরিয়া সকলকে সাতিশয় কষ্ট পাইতে হয়। জুরীর প্রথাটি উৎকৃষ্ট কিন্তু যে মফঃসল কোর্টে সহজে উপযুক্ত ও নিরপেক্ষ জুরী পাওয়া যায় না তথায় জুরীর বিচার বিড়ম্বনা হইয়া

উঠে। তথায় জুরীর বিচারে কেবল ডাকাইতগণের আহ্লাদ ও প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অন্যান্য অপরাধ শত অপেক্ষা ডাকাইতির উপদ্রবে প্রজারা নিয়ত পর্য্যাকুল। ইহার ভয়ে মফঃসলের সম্পন্ন প্রজারা রাত্রি-কালে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারে না। বিগত জুবিলী সময়ে কতক-গুলি ডাকাইতকে জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া সদ্‌বিবেচনার কার্য্য হয় নাই। ইহারা এক্ষণে সমাজমধ্যে বিষম উৎপাৎ করিতেছে। ডাকাইত-দলের অকস্মাৎ আক্রমণ কালে প্রজারা যে আত্মরক্ষার নিমিত্ত অগ্রসর হইবে তাহারও উপায় নাই। গবর্ণমেণ্ট অন্যরূপ আশঙ্কায় আকুল হইয়া লোকের অস্ত্র শস্ত্র গুলি কাড়িয়া লইয়াছেন। অস্ত্র শস্ত্র রাখিবার নিমিত্ত প্রতি বৎসর নূতন নূতন লাইসেন্স লওয়ার ব্যবস্থাটি মহা লট-খটের কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লাইসেন্স কি অতি সামান্য; ইহাতে লোকের বিশেষ কষ্ট হইবে না এইটী গবর্ণমেণ্টের ধারণা। কিন্তু কোর্ট হইতে দূরতর স্থানবাসী প্রজাদের প্রতি বৎসর নূতন লাইসেন্স থানি বাহির করাইতে যে কত খরচ হয় তাহার হিসাব কে রাখে? কোথায় একজন সাধুশীল প্রজা লাইসেন্স পায় না কিন্তু একজন দুর্বৃত্ত দস্যু বাহ্য আড়ম্বরে অফিসরদিগকে ভুলাইয়া লাইসেন্স পায় ও ডাকাইতি সময়ে আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার করে।

ডাকাইতি উপদ্রব নিবারণ নিমিত্ত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে অনেক উপায় কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই। প্রথমে ১৭৭৪ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস মহোদয় আপন গৃধ্র চক্ষু চারিদিকে নিক্ষেপ করিয়া একবারে সিদ্ধান্ত করেন যে,প্রকৃত ডাকাইতের ন্যায় এদেশের জমিদার ও মুস্তাজরদিগের গুরুতর দণ্ড বিধান না করিলে এবং ডাকাইতি অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তির পরিজনেরা সমাজবর্জ্জিত ও গ্রামস্থ লোকের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য হইতে বঞ্চিত না হইলে ডাকাইতির দমন হইবে না। এই অভিপ্রায় অনুসারে

তিনি নিয়ম সকল নির্দ্ধারণ করেন। পরে ১৭৯২ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার কতক সংশোধন পূর্ব্বক নিয়ম করেন যে, ডাকাইতি ঘটনায় কোন জমিদার সংস্থষ্ট বলিয়া সপ্রমাণ ও দণ্ডিত হইলে তাহাকে অপহৃত দ্রব্যের মূল্য দিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে এই সকল নিয়মের বিপরীত ফল দাঁড়াইয়াছিল। ঐ সময়ে যে যে ক্ষুদ্র জমিদার প্রভৃতি এইরূপ ঘৃণাকর কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মের পরে অপহৃত দ্রব্যের ভাগের সময়ে সর্ব্বোচ্চ ভাগ লইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং ভাবী দণ্ডের নিমিত্ত আপনারা প্রস্তুত থাকিবেন বলিয়া ডাকাইত-দিগকে সমুৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ডাকাইতিতে জমিদারের সংস্থষ্টভাব প্রমাণ করা সহজ কার্য্য ছিল না। ইহার ন্যূনাধিক ৮০ বৎসর পরে লর্ড ড্যালহাউসিরও এইরূপ ধারণা হইয়াছিল। ১৮৫২ অব্দে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, ভূম্যধিকারীদিগের যথোচিত দণ্ডবিধান না হওয়াতেই এদেশে ডাকাইতি চিরদিনের নিমিত্ত বদ্ধমূল হইয়া রহি-য়াছে। ভূতপূর্ব্ব চিফ্ জষ্টিস্ স্মরণীয় নরমান্ সাহেব মহোদয় আপন মৃত্যু ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে উপর্য্যুপরি কতকগুলি ডাকাইতি ঘটনার বিচার সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন, হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে যেরূপ সুন্দর প্রণালীতে নিয়ত ডাকাইতি হইতেছে এবং স্থানীয় পুলিসের অকর্ম্মণ্যতা-হেতু বিচারের যেরূপ ব্যাঘাত ঘটিতেছে তাহাতে এই প্রকার ভয়াবহ অত্যাচার নিবারণ নিমিত্ত বিশেষ একটি পুলিস এলেখা সংস্থাপিত করি-বার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ না জানাইয়া তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ অকস্মাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত না হইলে তিনি এই বিষয়ে বিশেষ কোন উপায় অবলম্বন করিতেন সন্দেহ নাই।

এই সকল বৃত্তান্ত উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বারম্বার এই ভীষণ অত্যাচার নিবারণ বিষয়ে জল্পনা মাত্র হইয়া আসিতেছে।

কার্য্যতঃ কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করা হইতেছে না। সম্প্রতি পুলিস এলেখা সংশোধনের সময় উপস্থিত, এবারেও যদি এই বিষয়টি "হতো গজঃ" করিয়া রাখা হয় তবে লোকের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। উপরিভাগে স্থানে স্থানে যে প্রস্তাবগুলির উল্লেখ হইয়াছে একত্রে সমাবিষ্ট হইলে সেগুলি এইরূপ দাঁড়াইতেছে।

(১) গ্রাম্য পুলিসের সংশোধন।

(২) বেঙ্গল পুলিসের সংশোধন।

(৩) মাজিষ্ট্রেট ও সেসন আদালতের কার্য্যপ্রণালীর সংশোধন।

(৪) বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অধীনে এক ডিটেকটিভ্ পুলিস এলেখার সংস্থাপন।

(৫) জমির পরিবর্ত্তে চৌকীদারদিগের নগদ বেতন দিবার নিয়ম নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক এক চৌকীদারী আইনের ব্যবস্থা।

উপরিলিখিত প্রস্তাব সকল কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ চিন্তাই এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টকে এই কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে ব্যাবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই অর্থ যোজনার দুইটি উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে। প্রথম—চাকরাণ জমির সমুচিত কর ধার্য্যপূর্ব্বক বন্দোবস্ত। দ্বিতীয়—একটি চৌকীদারী সেস্।

ফাঁড়িদারী ঘাটওয়ালি ও পাইকান প্রভৃতি অনেক প্রকার চাকরাণ জমি আছে। চাকরাণ জমি নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া এই জমি গুলি কার্য্যের সুবিধা নিমিত্ত (ক) (খ) ও (গ) এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতেছে।

যবনরাজগণের সময়ে রীতিমত থানাদারী পুলিস এলেখা ছিল না। কোন কোন ভূম্যধিকারীর হস্তে পুলিস এলেখার ভার দেওয়া হইয়াছিল এবং স্থানে স্থানে এক একজন ফৌজদার নিযুক্ত ছিল। ইহাদের মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ছিল। গ্রাম সকলের রক্ষার্থে ফাঁড়ি ও ঘাটে

বন্দোবস্ত ছিল। লোকালয়ের স্থানে স্থানে এক এক ফাঁড়ি ছিল এবং প্রত্যেক ফাঁড়িদারের অধীনে কতকগুলি গ্রাম নির্দ্দিষ্ট ছিল। পর্ব্বত ও জঙ্গলময় প্রদেশে বন্য চোয়াড় প্রভৃতির অকস্মাৎ আবির্ভাব নিবারণ উদ্দেশে ঘাটে ঘাটে অর্থাৎ সুড়ি পথে দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত যে এক এক দল পুলিস থাকিত, তাহারা ঘাটওয়াল নামে খ্যাত। ফাঁড়িদার ও ঘাটওয়ালদিগের অধীনে কতকগুলি পাইক থাকিত। এই কয়েক প্রকার চাকরদিগের বৃত্তি নিমিত্ত নগদ বেতনের পরিবর্ত্তে কতক কতক ভূমি চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট প্রথমাবধি এই বন্দোবস্তে হস্তার্পণ করেন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময়ে ১৭৯৩ অব্দের ৮ আইনের ৪১ ধারায় এই সকল জমিকে সরকারী (পব্‌লিক) চাকরের চাকরাণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল জমি রীতিমত পুলিস চাকরাণ। এই জমি গুলিকে (ক) শ্রেণীভুক্ত করা গেল। লোক-সাধারণের উপকারসাধনই এই বৃত্তি নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত ৩ প্রকার চাকরাণ ব্যতীত এই ভূমি সকলে চাকরদিগের কোন স্বত্ব বিশেষ ঘটিবার অবকাশ দেওয়া হয় নাই। পুরুষানুক্রমে ভোগদখলের নিয়ম কেবল একটি প্রথা মাত্র। কোন চাকরের উত্তরাধিকারীকে উপযুক্ত বোধ করিলে মাজিষ্ট্রেট মনোনীত করিতে পারেন। এইটী কেবল মাজিষ্ট্রেটের ইচ্ছায়ত্ত। কোন ঘাটওয়াল প্রভৃতি চাকর কর্ম্মচ্যুত হইলে চাকরাণ বৃত্তিতে তাহার দখল বিনষ্ট হয়। এইরূপ চাকরাণ বৃত্তি অংশীদার মধ্যে বিভক্ত, হস্তান্তরিত অথবা ডিক্রী জারীতে বিক্রীত হয় না। * এইরূপ চাকরাণ বৃত্তি ভোগের নিয়ম চির-

* (ই-ল রিপ-৫ কলিকাতা ৭৪০ পত্র; কস্তুরাকুমারী ও মনোহর দেও, উইক, রিপ-৩৯ (১৮৬৪) প, ৪২; বেঙ্গল টেনান্‌সি আইন ১৮১ ধারা; ই, ল, রিপ, ৯ কলিকাতা প,১৮৭,৬ মুর ই, আ ১৯১; ১৩ মুর ই-আ, ৪৩৫, ও বে, ল, রিপ,পং ৫৪৩, দেখ)

স্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে হইয়াছিল সুতরাং ইহাতে ভূম্যধিকারীদেরও কোন প্রকার স্বত্ব নাই। বর্দ্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর প্রভৃতি জিলায় এইরূপ অনেক জমি আছে। বাঁকুড়া প্রভৃতিতে ঘাটওয়ালি জমির আধিক্য দেখা যায়।

উপরি কথিত চাকরাণ ব্যতীত অন্যান্য প্রকারের কতক চাকরাণ জমি আছে। ভূম্যধিকারীরা পুলিসের কার্য্যভার পাইবার পরে ঐ কার্য্য সম্পাদন, মাল খাজানা আদায় ও অন্যান্য কার্য্যের সুবিধা নিমিত্ত কতকগুলি চাকর নিযুক্ত করেন। ইহাদের বৃত্তি নিমিত্ত নগদ বেতনের পরিবর্ত্তে কতক কতক ভূমি চাকরাণ বলিয়া চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হয়। এই সকল জমি ১৭৯৩ অব্দের ৮ আইনের ৪১ ধারায় "প্রাইবেট" অর্থাৎ জমিদারদিগের খাস চাকরের চাকরাণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে বন্য-জন্তুর উপদ্রব নিবারণ আদি কার্য্য সম্পাদন নিমিত্ত যে সকল ঘাটওয়াল ও প্রত্যেক গ্রামের মাল খাজনা আদায় বিষয়ে মালের গোমাস্তার সহায্য নিমিত্ত যে গ্রামসরঞ্জামী পাইক প্রভৃতি চাকর নিযুক্ত হয়, তাহারা উপরি কথিত "প্রাইবেট্" চাকরের শ্রেণীভুক্ত। এই সকল চাকরের দখলি চাকরাণ জমিকে (খ) শ্রেণীভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা গেল।

ইতি পূর্ব্বে জিলা বর্দ্ধমান প্রভৃতিতে গ্রামসরঞ্জামী পাইকেরা মাল খাজনা আদায় নিমিত্ত প্রজাবর্গকে তলব তাগাদা করিত; জমিদারের মাল কাছারীতে চৌকী পাহারা করিত এবং আদায়ী খাজনা জমিদারের বাটীতে পৌঁছাইয়া দিত। ব্রিটিস অধিকারের পরে ১৭৭৪ অব্দে যখন রীতিমত থানাদারী পুলিস এলেখা সংস্থাপিত হইল তখন দারোগারা প্রত্যেক গ্রামে প্রয়োজন মতে ফাঁড়িদার প্রভৃতির সহায়তার অভাবে গ্রাম সরঞ্জামী পাইকদিগের সহায়তা লইতে আরম্ভ করে। পুলিস কার্য্যে জমিদারেরা সহায়তা করিতে বাধ্য বলিয়া নিয়ম হওয়ায়

তাঁহারা আপন সরঞ্জামী পাইক প্রভৃতি দ্বারা এই সহায়তা দিবার চেষ্টা করেন। কাজেই এই পাইকদিগকে উভয় কার্য্য অর্থাৎ মাল ও পুলিস সম্পর্কীয় কার্য্য করিতে হইল। ক্রমে পাইকদিগকে অপরাধ ঘটনার এত্তেলা ও অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিবার ভার দেওয়া হইল। অতি-রিক্ত কার্য্য সম্পাদনের পুরস্কার নিমিত্ত স্থানে স্থানে পাইকদিগের "দুয়ার মোসাহেরা" নির্দ্ধারিত হইল। মাসে মাসে গ্রামস্থ ব্যক্তি-দিগকে কিছু কিছু দিবার নিয়ম হইল। ইহা ব্যতীত মাঠের জমির শস্য রক্ষা করিবে বলিয়া ২। ৪ আটি শস্য দিবার একটি আবুয়াব ধার্য্য হইল। ক্রমে ইহাদের পাইক নামের পরিবর্ত্তে চৌকীদার নাম হইল; ইহাদের দখলি চাকরাণ চৌকীদারী চাকরাণ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইল। এবং এই চাকরেরা দারোগাদিগের শাসনে ক্রমে পুলিসেরই চাকর হইয়া দাঁড়াইল। জমিদার মালের কার্য্য সম্পর্কে ইহাদের সাহায্য লাভে প্রায় বঞ্চিত হইলেন এবং মাল খাজনা আদায়ের সহায়তা নিমিত্ত বেতন-ভোগী পৃথক তৈনাতি নগদী নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। সম্প্রতি সর্ব্বত্র এইরূপ ব্যবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

ব্রিটিশ অধিকারের পরে জমিদারদিগের হস্তে শান্তিরক্ষা ও থানা-দারী এলেখার ভার দেওয়ার সময়ে যে ভূমি সকল জমিদারদিগের বৃত্তি (এলাওএন্‌স) স্বরূপে দেওয়া হয় এবং যাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময়ে মালগুজারী জমি হইতে পৃথক রাখা হয়, সেই সকল জমি (গ) শ্রেণী-ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা গেল।

উপরি কথিত (ক) ও (খ) শ্রেণীভুক্ত চাকরাণ ভূমিতে ভূম্যধি-কারীরা ইচ্ছানুসারে হস্তার্পণ করিতে পারেন না। এক্ষণে সর্ব্বত্র পুলিসের যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহাতে ঘাটওয়াল প্রভৃতি চাকর-গণের প্রয়োজন নাই; অথবা তাহারা আপন আপন কার্য্যে অবহেলা করিয়া থাকে; এবং চৌকীদারেরা মাল খাজানা আদায় করণ আদি

বিষয়ে পর্য্যাপ্তরূপে সাহায্য করে না ইত্যাদি কারণে ভূম্যধিকারীরা চাকরদিগকে বরখাস্ত এবং তাহাদের দখলি উক্ত (ক) ও (খ) শ্রেণীর চাকরাণ জমি সকল বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন না। এই বিষয়ে উচ্চ আদালত্ সকলের সিদ্ধান্ত হইয়াছে *। এই সকল চাকরাণ বৃত্তি বিষয়ে রাজা ও প্রজার স্বার্থ আছে। তাহাদের ইচ্ছার প্রতিঘাতে জমিদার এই চাকরাণ বৃত্তি বিনাশ করিতে পারিবেন না, কেবল চাকরদিগের কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে থাকিবেন, এই নিয়ম হইয়াছে।

কতকগুলি ঘাটয়াল আপন আপন পদের নিয়মিত কর্ম্ম করিয়া চাকরাণ বৃত্তি ভোগ করে ও সামান্য কর দিয়া থাকে (১)। খরকপুরের ঘাটওয়ালি জমি সকল জমিদারীর সামিলে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে এবং জমিনে চাকরদিগের এক প্রকার মৌরসী স্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছে (২)। বীরভূম জিলার অন্তর্গত কতক ঘাটওয়ালি জমি সম্পর্কে ১৮১৪ অব্দের ২৯ আইন অনুসারে পৃথক নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে (৩)। এই তিন প্রকার ঘটওয়ালি জমি ব্যতীত † অপর ঘাটওয়ালি, ফাঁড়িদারী ও চৌকীদারী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার চাকরাণ জমি, চাকরদিগের অনবধানতা আদি দোষ বশতঃ বাজেয়াপ্তের যোগ্য এবং চাকরগণ কর্ম্মচ্যুত হইবার যোগ্য। ১৭৯৩ অব্দের ১ আইনের ৮ ধারার ৪ প্রকরণ এবং ৮ আইনের ৪১

* (টিকায়েৎ জগমোহন সিংহ স, দা, আ, (১৮৫৭) ১৮১২; ১৪ উইক, রিপ, (পি, কা,) ২৮; ১৩ মুর ই, আ, ৪৩৮; ১৪ মুর ই, আ, ২৪৭;

বাদী জয়কৃষ্ণ মুখর্য্যে প্রতিবাদী বর্দ্ধমানের কালেক্টর ১০ মুর ই, আ; ৬; ১ উইক রিপ, (পি, কা,) ২৬;

বাদী কুলদীপ নারায়ণ সিংহ প্রতিবাদী মহাদেও সিংহ ৬ উইক, রিপ, প, ২৮৩)

† (বাদী রাজা লীলানন্দ সিংহ বাহাদুর প্রতিবাদী গবর্ণমেণ্ট ২, বে, ল, রিপ এ, ১১৪; বাদী মনোরঞ্জন সিংহ প্রতিবাদী রাজা লীলানন্দ সিংহ বাহাদুর ৩, উইক রিপ, ৮৪,)

ধারা অনুসারে এই সকল চাকরাণ জমি অথবা ইহার কিয়দংশ বাজেয়াপ্ত পূর্ব্বক বন্দোবস্ত করণ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অধিকার অব্যাহতরূপে রাখা হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময়ে যে সকল চাকরাণ জমি পৃথক রাখা হইয়াছিল, এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাহার বন্দোবস্ত করণে জমিদারের পক্ষ হইতে কোন ন্যায়ানুগত আপত্তি হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে আদালতের অনুকূল সিদ্ধান্ত সকল অপ্রতিহত রহিয়াছে *। তবে চাকরাণ জমির বন্দোবস্ত করিয়া যে উপসত্ব হইবে তাহা পুলিসের সংশোধন কার্য্যেই বিনিয়োজিত হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট ১৭৯৩ অব্দের ১ আইনে অঙ্গীকার করিয়াছেন ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

চাকরাণ জমির বন্দোবস্ত সম্পর্কে আইন ঘটিত বাধা দেখা যায় না বলিয়া প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে যে যে কারণে এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তার্পণ করা আবশ্যক দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখান যাইতেছে।

চাকরাণভোগী চাকর অপেক্ষা বেতনভোগী চাকরেরা ভালরূপে কর্ম্মের আঞ্জাম দিয়া থাকে বলিয়া অনেকে স্থির করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অন্যায্য ও অমূলক নহে। চাকরাণ জমির পরিমাণ ও গুণের তারতম্য অনুসারে স্থানে স্থানের চাকরদিগের আয়ের ও কার্য্যের অনেক বৈষম্য লক্ষিত হয়; কোন কোন স্থানে একজন চৌকীদার বস্তির মধ্যে ২। ৪ ঘরের তত্ত্বাবধান করিয়া যে পরিমাণ জমি ভোগ করে, তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক ঘরের চৌকী পাহারা করিয়া ও অনেকে কম পরিমিত জমি ভোগ করিতেছে। অনেক স্থলে জমিদারেরা উৎকৃষ্ট

---

* (বাদী টিকায়েৎ জগমোহন সিংহ প্রতিবাদী রাজা লীলানন্দ সিংহ স, দা, আ, (১৮৫৭) ১৮১২ রিভিউ (১৮৫৫)

বাদী রাজা লীলানন্দ সিংহ প্রতিবাদী মসিব সিংহ ৬ উইক, রিপ, ৮০ ;

বাদী রাজা লীলানন্দ সিংহ প্রতিবাদী কানাইয়ালাল ১৭ ঐ ৩১৫)

চাকরাণ জমি মাল সামীলে লইয়া অপকৃষ্ট জমি চাকরাণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সকল বৎসর ভাল ফসল জন্মে না। উদরান্নের নিমিত্ত চাকরকে নিয়ত ব্যস্ত থাকিতে হইলে সরকারী কার্য্যে শৈথিল্য ঘটে। যাহার চাসে মনোযোগ, তাহার সরকারী কার্য্যে গোলযোগ। ভাল চাসী কদাচিৎ ভাল চৌকীদার এবং ভাল গ্রামরক্ষক কদাচিৎ ভাল কৃষক হয়। যে চৌকীদারের ঘরে অনেক পরিজন এবং অন্নের বিলক্ষণ সচ্ছলতা, সে অহঙ্কৃত ও অদম্য। এইরূপ অবস্থায় অনেক স্থলে অসদুপায় দ্বারা এই চৌকীদারের ঘরে নিয়ত রস সঞ্চার হইতেছে বুঝিতে হইবে এবং দেখিতে পাওয়া যাইবে সে কিম্বা তাহার ঘরের কেহ না কেহ ডাকাইতি আদিতে লিপ্ত আছে। অনেক সময়ে বর্দ্ধমান, হুগলী ও চব্বিশ পরগণা প্রভৃতিতে ফাঁড়িদার ও চৌকীদারেরা ডাকাইতের দলপতি বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ ও পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে চাকরাণ ভোগী চাকরের সংখ্যা বেশী। ইহারা ক্রমে নিতান্ত অদম্য ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। থানার পুলিস আফিসরেরা ইহাদিগকে আঁটিতে পারিতেছে না। বিশেষতঃ মুর্শিদাবাদের চাকরাণভোগীরা সমাজের ভয়প্রদ উৎপাত স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে *। কার্য্যে অনবধানতা জন্য অর্থ দণ্ডে ইহাদের ভয়ও সংশোধন হইবার নহে। ফলে বৃত্তিভোগী ফাঁড়িদার, চৌকীদার আদির দলে নানা দোষ স্পর্শ করিয়াছে। এইরূপ বৃত্তি নির্দ্ধারণ প্রথাটি প্রাচীন। যবন রাজগণের সময়ে সহর হইতে দূরতর অঞ্চলে নগদ বেতন বিতরণ করিবার সহজ উপায় ছিল না। ব্রিটিশ অধিকারে সে অসুবিধা নাই। এক্ষণে থানায় থানায়, চৌকীতে চৌকীতে উচ্চ পদস্থ কার্য্যকারক রহিয়াছেন।

* ইনস্পেক্টর জেনেরেল মিং জে, সি, ভ্যাসি সাহেব মহোদয়ের ১৮৮৯ অব্দের পুলিস রিপোর্টের ১৪ হইতে ২২ প্যারা এবং মিং ই, আর হেন্‌রি মহোদয়ের ১৮৯৩ অব্দের রিপোর্টের ১৪ হইতে ২১ প্যারা দেখ।

মাসান্তে কার্য্য দেখিয়া নগদ বেতন বিতরণ রাজা ও ভৃত্যের পক্ষে মঙ্গলজনক। বিশেষতঃ চাকরাণ বৃত্তিভোগী মধ্যে অধিকাংশ নীচ-জাতীয় নীচ প্রকৃতির লোক। ইহারা অধিক পাইয়াও কখনও কৃতজ্ঞ হইবে না এবং অল্প পাইলেও অপহরণ করিতে ছাড়িবে না। তবে ইহাদের উদরান্নের অভাব না হয় এইটিতে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বৃত্তিভোগ সম্বন্ধে যে একটি প্রবল সর্ত্ত ছিল, তাহা চাকরেরা নিয়ত ভঙ্গ করিতেছে। কোন স্থানের ফাঁড়িদার প্রভৃতি দ্বারা রীতিমত কর্ম্ম আঞ্জাম হইতেছে না, এই কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। সকালে, বিকালে, সন্ধ্যা বা রাত্রিকালে যখন যাও ঘাট, ফাঁড়ি বা আড্ডাঘরে চাকরদিগকে প্রায় হাজীর পাইবে না। কোন বিপন্ন পথিক বা গ্রামবাসী মহা আর্ত্তরব করিয়াও কখন কোন স্থানে এই চাকরদিগের সাহায্য পাইয়াছে এরূপ শুনা যায় নাই। স্থানে স্থানের ফাঁড়িদার চৌকীদার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দস্যুদলের আঁধার-রাত্রির কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে বলিয়া প্রকাশ ও সকলের বিশ্বাস। চাকরাণ ভোগীরাই পেশাদার চোর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতি বৎসর শত শত চাকরেরা সামান্য চুরি অপরাধে যে দণ্ডিত হইয়া থাকে তাহা পুলিস রিপোর্টেই প্রকাশ। বিগত ১৮৭৯।৮০ অব্দে ঘাটাল সবডিবিজনের অন্তর্গত ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানার চাকরাণ জমির তদন্ত নিমিত্ত যে কমিশন বসিয়াছিল তাহাদের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যাইবে বহুতর ফাঁড়ি-দারী ও ঘাটয়ালি জমি নানা ছলে জমিদারেরা মাল সামীল করিয়া লইয়াছে ও চাকরাণ সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে।

চাকরাণ বৃত্তিভোগীদের কার্য্যে রাজা, ভূম্যধিকারী ও প্রজাবর্গ সকলেই স্বার্থ ছিল। সম্প্রতি চাকরগণের অবৈধ আচরণে ও গবর্ণ-মেণ্টের ঔদাসীন্য বশতঃ সকল পক্ষেরই স্বার্থের হানি হইতেছে এবং নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে।

পূর্ব্ব কথিত (ক) চিহ্নিত চাকরাণ জমির বন্দোবস্তে বিশেষ অসুবিধা নাই। এক্ষণে এই শ্রেণীভুক্ত জমি সকল ফাঁড়িদার প্রভৃতির মৃত্যুতে গবর্ণমেণ্টের গত ১৮৮১ অব্দের ৫ই সেপ্টেম্বরের ৩৬২৮ নং সারকিউলার অনুসারে বাজেয়াপ্ত ও করধার্য্য পূর্ব্বক বন্দোবস্ত করা হইতেছে। চাকরদিগের মৃত্যু ঘটনা না হইলেও জমির পরিবর্ত্তে নগদ বেতন দিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে এই শ্রেণীর অবশিষ্ট জমির বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কোন বাধা দেখা যায় না।

পূর্ব্ব উল্লিখিত (খ) চিহ্নিত চাকরাণ জমি সরসরী মতে বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে না। ইহাতে জমিদারদিগের আপত্তি হইতে পারে। তবে এই সম্বন্ধে জমিদারগণের সমীপে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অরণ্যে রোদনের ন্যায় বিফল হইবে বোধ হয় না।

গ্রাম সরঞ্জামী পাইক অথবা চৌকীদারদল জমিদারদিগের দত্ত বৃত্তি ভোগ করিতেছে কিন্তু ইহারা পুলিসের কার্য্যেই নিয়ত ব্যস্ত রহিয়াছে। জমিদারদিগের কার্য্য প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। চাকরের দোষ দেখাইয়া তাহার চাকরাণ বৃত্তিতে হস্তার্পণ করিতে অথবা তাহাকে বরখাস্ত করিতে জমিদার সক্ষম নহেন। আদালতেও ইহার কোন প্রতিবিধান হয় নাই। প্রিভিকাউন্সিল পর্য্যন্ত দৌড়িয়াও বিশেষ ফল হয় নাই, পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। এক চাকরের লোকান্তে অপর চাকর খাড়া হয়, এবং চাকরাণ জমি দখল করিয়া বইসে। নূতন চাকরের মনোনীত করণ কার্য্যটিও আজ্ কাল জমিদারের হাতে নাই। তাহাও প্রায় পুলিস ও মাজিষ্ট্রেটের হাতে পড়িয়াছে। এমত্ অবস্থায় পূর্ব্ব কথিত চৌকীদারী চাকরাণ জমির বন্দোবস্তে আপত্তি করিয়া জমিদার আর কি ফল পাইবেন? বরং চাকরের নিকটে অবাধে কাজ পাইবার একটি নূতন বিধি প্রচলিত হইলে বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা। ভূম্যধিকারী

মহোদয়গণ! আপনারা সরঞ্জামী পাইকদলের সাহায্য প্রাপ্তি বিষয়ে ক্রমে যে বঞ্চিত হইতেছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শুধু ইহাই নহে। ইহার উপর আবার আপনাদের নামে অসহ্য নিন্দাবাদের রটনা। আপনারা ডাকাইতদলের সহায়তা করিয়া থাকেন বলিয়া রাজপুরুষদিগের ধারণা। ইহা রাজদরবারের কাগজপত্রে লিখিত এবং ইতিহাসে নিবদ্ধ। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন জমিদার ও তালুকদার এই কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু এক্ষণে রাজপুরুষদিগের নিকটে আপনাদের শ্রেণীর সকলকেই এই অপবাদে কলঙ্কিত হইতে হইয়াছে। সম্প্রতি আপনাদের এই অপবাদের অপনোদন এবং এই সঙ্গে নিজের ও প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধন করা সমুচিত। আসুন! সকলে মিলিত হউন! পাইকান চাকরাণ জমিগুলি ("খ" চিহ্নিত) গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করুন। গবর্ণমেণ্ট ও ফাঁড়িদারী ও ঘাটওয়ালি ("ক" চিহ্নিত) জমি সকলের মায়া পরিত্যাগ করুন। এই উভয় প্রকার জমির বন্দোবস্তের পর বার্ষিক উপসত্ব পুলিসের সংশোধন ও সংরক্ষণ কার্য্যে বিনিয়োজিত হউক। এইরূপ কার্য্যের উদ্দেশেই যবনরাজগণের সময়ে যে চাকরাণ বৃত্তির অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল তাহা বজায় থাকুক। চাকরাণ জমির উপসত্ব পুলিসের কার্য্যেই ব্যয়িত হইবে বলিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টে ১৭৯৩ অব্দের ১ আইনে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা কার্য্যে পরিণত হউক। এই বিষয়ে নূতন বিধি প্রচলিত হউক এবং জিলা বিশেষের নূতন চৌকীদারগণ পূর্ব্ব প্রথানুসারে পুলিস ও জমিদারী সম্পর্কীয় উভয় প্রকার কার্য্য করিবে বলিয়া নববিধান স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হউক। এই সকল বিষয়ে আপনাদের অভিপ্রায় গবর্ণমেণ্ট সমীপে সত্বরে জানান হউক। এইটি ত্বরার কার্য্য দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট পুলিস সংশোধন বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন ও আইন সংশোধন করিতেছেন। এই অবকাশে পুলিস এলেখা রক্ষা নিমিত্ত জমিদারদিগকে যে বৃত্তি

দেওয়া হইয়াছিল তাহা অর্থাৎ পূর্ব্ব কথিত “গ” চিহ্নিত জমি সকল জমিদারদিগকে একবারে ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং উত্তর কালে কখন এই জমি সকল বাজেয়াপ্ত করিবার দাবি করিবেন না বলিয়া গবর্ণমেণ্টে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন। ফাঁড়িদার প্রভৃতির মৃত্যুতে বিভিন্ন জিলার “ক” চিহ্নিত পুলিস চাকরাণ জমির কতক কতক অংশ বাজেয়াপ্ত হওয়ায় এ পর্য্যন্ত যে কিছু উপসত্ব রাজকোষে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা পৃথক করিয়া পুলিস ফণ্ডে জমা দেওয়া হউক। উপরি কথিত “ক” ও “খ” শ্রেণীভুক্ত চাকরাণ জমি সকলের বন্দোবস্ত কার্য্য সমকালে আরম্ভ হইলে জমি চিহ্নিতকরণ বিষয়ে কোন প্রকার গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। উপরি কথিত কতক সিকমি ঘাটওয়ালি জমি, খরকপুরের কতক ঘাটওয়ালি জমি এবং ১৮১৪ অব্দের ২৯ আইনের অন্তর্গত বীরভূম জিলার কতক ঘাটওয়ালি জমি ব্যতীত অবশিষ্ট “ক” ও “খ” শ্রেণীভুক্ত চাকরাণ জমি সকলের কর ধার্য্য পূর্ব্বক বন্দোবস্ত করিলে ন্যূনাধিক ৬৭ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইতে পারিবে। এক্ষণে ঘাটওয়াল, ফাঁড়িদার ও চৌকীদার আদি সকল প্রকার চাকরের সংখ্যা প্রায় ১৭০,০০০ হইবে। নূতন বন্দোবস্ত সময়ে এত চাকরের প্রয়োজন হইবে না। ন্যূনাধিক এক লক্ষ লোক হইলেই গ্রাম রক্ষা আদির কার্য্য চলিতে পারিবে।

চাকরাণ জমির বন্দোবস্ত ও অর্থ সংগ্রহ সম্বন্ধে বক্তব্য বলা হইল। এক্ষণে উপরি কথিত পাঁচটি প্রধান প্রস্তাবের অবান্তর বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে বাকি আছে।

(১মপ্র) দেখিতে দেখিতে ব্রিটিস অধিকারের ১৩৫।৩৬ বৎসর কাল অতীত হইয়া গেল। এই দীর্ঘকাল মধ্যে গ্রাম্য পুলিস সম্বন্ধে কোন সুনিয়মের ব্যবস্থা করা হইল না। এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিজের তাদৃশ স্বার্থ নাই। গবর্ণমেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রাম্য পুলিসের

সংশোধন করিতে গেলে ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত এক প্রকার ট্যাক্স ধার্য্য করিবেন। এদেশে ক্রমে ক্রমে কয়েক প্রকার ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছে। ইহার উপরে আবার নূতন ট্যাক্স ধার্য্য হইলে প্রজাবর্গ সমধিক উত্তেজিত হইবে। এই আশঙ্কাও গবর্ণমেণ্টের অন্তরে জাগরূক। একবারে নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া লোকের নিকটে বিরাজভাজন হওয়া অপেক্ষা উপায়ান্তর উদ্‌ভাবিত করা সমুচিত বলিয়া গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত হইল এবং ১৮৭০ অব্দের ৬ আইন, ১৮৭১ অব্দের ১ আইন প্রভৃতি জারী করা হইল। পূর্ব্বকালে গ্রাম্য পুলিস গ্রামবাসীদের অধীনে ছিল। এই প্রাচীন প্রথা অবলম্বনে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎগণ গ্রামরক্ষকদিগের তত্ত্বাবধান করিবেন এবং বেতন আদি সংগ্রহ করিয়া দিবেন এই নিয়ম হইল। নূতন কর্ত্তৃত্বভার পাইয়া কতক লোক বড় সন্তুষ্ট হইলেন। প্রকারান্তরে প্রজার উপরে এক প্রকার ট্যাক্স ধার্য্য হইতে লাগিল কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ফাঁকে ফাঁকে থাকিলেন। ক্রমে এই ট্যাক্সের অবধারণ ও আদায়করণ এবং চৌকীদারদিগের বেতন বিতরণ বিষয়ে নানা অত্যাচার ঘটিতে লাগিল। এক্ষণে পঞ্চায়েৎগণের কার্য্য সর্ব্বত্র সমভাবে দূষণীয় হইয়া উঠিয়াছে এবং এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তার্পণ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি আবার একটি সংশোধিত চৌকীদারী আইনের পাণ্ডুলিপি বাহির হইয়াছে। এইটি কেবল তালিমারার কার্য্য ও নিতান্ত অসম্পূর্ণ। এক্ষণে আর পুরাতন গোলযোগে তালি দেওয়ার কার্য্য করিলে চলিবে না। এক্ষণে যে নূনন চৌকীদারী আইন জারী করিতে হইবে তাহাতেও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিধান মধ্যে পঞ্চায়েৎ প্রথার পরিবর্জ্জনের বিধি স্পষ্টরূপে নিবদ্ধ করিতে হইবে। উপরিভাগে অর্থাগমের যে পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক যদি গবর্ণমেণ্ট ও ভূম্যধিকারীগণ একমত হইয়া কার্য্য করেন তবে নূতন ট্যাক্সের দায় হইতে প্রজারা একবারে অব্যাহতি পাইতে পারে। যদি একান্ত

পক্ষে সামান্য ট্যাক্স ধার্য্য করার প্রয়োজন হয়, তবে এই ট্যাক্সের অবধারণ ও আদায়করণ কার্য্য জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্তে থাকা আবশ্যক হইবে। আদায় তহসীলের কার্য্যে বেতনভোগী লোক নিযুক্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত। চৌকীদার মনোনীত-করণ, তাহাদেয় বেতন ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্ধারণ ও দণ্ডবিধান আদি কার্য্যগুলি ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে রাখিতে হইবে। বর্ত্তমান চাকরদলের মধ্যে দোষী বা সন্দিগ্ধ চরিত্র লোকগুলিকে বাছিয়া ফেলিতে হইবে। বিশ্বস্ত উপযুক্ত লোক মনোনীত করা একটি গুরুতর কার্য্য। এই বিষয়ে গ্রামের ও পল্লীর লোকের অভিপ্রায় গ্রহণ করা আবশ্যক। সকলের চরিত্র গ্রামবাসী ও পড়শীর অবিদিত থাকে না।

এইরূপ প্রস্তাবকারী নিতান্ত অবিমৃষ্যকারী অথবা বিধি-বিপ্লবকারী মহা সাহসিক বলিয়া নির্ণীত হইতে পারেন। পঞ্চায়েৎ প্রথাটি প্রাচীন এবং বর্ত্তমানকালের আত্মশাসন প্রণালীর প্রধান অঙ্গ; ইহা বজায় রাখা সমুচিত বলিয়া যাঁহারা অভিমান করিয়া থাকেন এবং ইহার সংশোধন সম্পর্কে পঞ্চায়েতের ইলেক্‌সন (মনোনীতকরণ) প্রণালীর অবতারণা লইয়া যাঁহারা বাদানুবাদ করিয়া থাকেন তাঁহারা পল্লীগ্রামের লোকের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অবগত নহেন। প্রস্তাবকারীর কোন প্রকার অভিমান নাই কিন্তু নিজে পল্লীগ্রামবাসী এবং বহু বৎসর ধরিয়া পঞ্চায়েৎগণের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। পঞ্চায়েৎগণ মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর লোক। অন্ন সংস্থান বিষয়ে ইহাদের তাদৃশ সচ্ছলতা নাই। "ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ান" ইহাদের কার্য্য দাঁড়াইয়াছে। ব্যাগারে ভাল কাজ হয় না। কিছু কিছু কমিশন্ পাওয়ার ব্যবস্থায় লোকের তাদৃশ আস্থা নাই। প্রাচীনকালের পঞ্চায়েতের ন্যায় বর্ত্তমান সময়ের পঞ্চায়েৎদলের সর্ব্বতোমুখী স্বাধীনতা নাই। ইহাদের হস্ত পদাদি দৃঢ়তররূপে বদ্ধ এবং ইহারা পদে পদে

জিলার হাকিমদিগের নিকটে কৈফীয়ৎ দিতে বাধ্য। ইহাদের শিক্ষা জ্ঞান ও ধর্ম্মজ্ঞানের নিতান্ত অভাব কিন্তু অনেকেরই পাড়াগেঁয়ে চতুরতা ও শঠতার অভাব নাই। চৌকীদারগণের নিকটে পঞ্চায়েৎ মধ্যে আদায়কারী মেম্বরের সমধিক প্রভুত্ব। চৌকীদারেরা অপর মেম্বর-দিগকে খাতির করে না। ইহাতে দলাদলি বাধিয়া থাকে। আদায়-কারী মেম্বর আদায় তহশীল সম্পর্কে বিদলের প্রজাদের উপরে বেশী অত্যাচার করিয়া থাকে। অপর মেম্বরগণ প্রজাদের সহায়তা করিতে এবং ট্যাক্স আদায় সম্পর্কে বাধা দিয়া আদায়কারী মেম্বরকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করে। ইহাতে কেবল সরকারী কাজের অসুবিধা ও ব্যাঘাত হয় এমত্ নহে—পরস্পরের বিদ্বেষবশতঃ সমাজ মধ্যে নানা অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। আদায়কারী মেম্বর অধীনস্থ চৌকীদারগণ এবং তাহাদের বশীভূত অপর ছোট লোক সকলকে লইয়া বিনা ব্যয়ে আপন বাগান ও ইক্ষুক্ষেত্র আদির কার্য্য করাইয়া লয়, কিন্তু অপর মেম্বরেরা রীতিমত বেতন দিয়াও একটি মজুর পায় না। ছোট লোকের একত্র সম্মিলনে এবং সরকারী পদের গন্ধ-বহনকারী কোন ব্যক্তি নেতা থাকিলে দেশমধ্যে নানা অত্যাচার ঘটিয়া থাকে। সম্প্রতি এইরূপ দূষিত পঞ্চায়েৎ প্রথার মাহাত্ম্যে দেশে চুরি ডাকাইতির বিলক্ষণ প্রাদু-র্ভাব এবং মামলা মোকদ্দমার বৃদ্ধি হইয়াছে। চৌকীদার অথবা তাহার পরিচিত ও সংশ্লিষ্ট লোক চোর এবং পঞ্চায়েতের মেম্বর থাঙ্গী-দার হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সময়ে সময়ে এইরূপ অপরাধে চৌকীদার ও পঞ্চায়েতের মেম্বর ধৃত ও দণ্ডিত হইতেছে; সকল সময়ে ইহাদিগকে ফাঁদে ফেলা সহজ ব্যাপার নহে। যে গ্রামে পঞ্চায়েৎ প্রথা প্রচলিত আছে তথায় চুরি আদি কোন ঘটনা হইলে থানার পুলিস অফিসর গিয়া হয় প্রতারিত অথবা প্রলোভিত হইয়া পড়ে এবং সত্যের অনুসরণ করিতে অসমর্থ হয়।

উপরিভাগে যে পঞ্চায়েতের পালা বর্ণিত হইল ইহাতে অণুমাত্র অত্যুক্তি নাই বরং ভদ্রতার খাতিরে অনেক গুহ্য বিষয় বলিতে বিরত থাকিতে হইল। যাহা হউক মফঃসলে স্থানে স্থানে যেরূপ অপকৃষ্ট উপকরণ সামগ্রী পাওয়া যায় তাহা লইয়া পঞ্চায়েৎ প্রথার সংশোধন চেষ্টা কেবল বিড়ম্বনা দাঁড়াইবে। ব্যয়ের লাঘব ও কিয়দংশে লোকের মনোরঞ্জন করার উদ্দেশে যদি পঞ্চায়েৎ প্রথা বজায় রাখাই স্থির হয়, তবে প্রত্যেক গ্রামে সমস্ত গ্রামবাসীর সম্মিলনে সর্ব্ববাদীর সম্মতিক্রমে পঞ্চায়েৎ বাছিয়া লওয়া হউক এবং মেম্বর বিশেষের উপরে কার্য্য-বিশেষের ভার না দিয়া সমস্ত মেম্বরের প্রতি সমস্ত কার্য্যের ভার সম-ভাবে অর্পিত হউক। এইরূপ পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন কার্য্য বিচক্ষণ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর দ্বারা সম্পাদন করান হয়। মফঃসলের লোক পাশ্চাত্য ইলেক্‌সন্ প্রণালীর মারপ্যাঁচ বুঝিতে অসমর্থ। ইহাতে আসল কার্য্যের ব্যাঘাত্ হইবে, ইহা সকলের জানা আবশ্যক।

আজ কাল দিনপাত করার উপযোগী সমস্ত বস্তু দুর্ম্মূল্য। মাসে ৫।৬ টাকার কমে একজন চৌকীদারের গুজরাণ হওয়া সম্ভব নহে। বেতন নির্দ্ধারণ সময়ে এই বিষয়টি স্মরণ রাখিতে হইবে। এক্ষণে চৌকীদারেরা রাত্রি কালে লোকের শস্য রক্ষার চ্ছলে প্রত্যেক ভূমি খণ্ড হইতে কতক শস্য লইয়া থাকে। ইহার প্রতিবিধান নাই ভাবিয়া কৃষকেরা হতাশ হইয়াছে। নূতন চৌকীদারেরা এইরূপ আবুয়াব আর আদায় করিতে না পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়। ভাল কাজের পুরস্কার হইলে চৌকীদারদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আবকারী ও নিমকি আইনের নিয়ম ভঙ্গের সম্বাদ দিলে সম্বাদদাতা প্রভৃতি পুরস্কার পাইয়া থাকে। অনেক স্থলে এই নিয়মের সফলতা দেখা যায়। চুরি ডাকাইতি আদি ঘটনা সম্বন্ধে এবং তাহার তদন্ত বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে সন্ধান আদি দিয়া সম্যক্‌রূপে সহায়তা করিলে

চৌকীদার পুরস্কার পাইবার যোগ্য। এইরূপ পুরস্কার দিবার নিয়ম নির্দ্ধারিত করা হয়। অল্প কাল মধ্যে এই নিয়মের উৎকৃষ্ট ফল জানা যাইবে এবং অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

বর্দ্ধমান আদি জেলা বিশেষের চৌকীদারেরা পূর্ব্বরীতি অনুসারে জমিদারের কতক কার্য্য করিতে বাধ্য বলিয়া নিয়মটি স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে এবং থানা পুলিস এই বিষয়ে অন্যায্য বাধা না দেয় বলিয়া বিশেষ বিধি সন্নিবেশিত করিতে হইবে। এইরূপ চৌকীদারদিগের কিছু বেশী বেতন দিলেও ক্ষতি নাই।

(২য়প্র) বেঙ্গল পুলিস এলেখা সংশোধন সময়ে যে উপায়ে ইহাতে সম্পূর্ণরূপে নূতন জীবনের আধান হয়, তাহা করিতে হইবে। সবলকায় এই দেশীয় সুশিক্ষিত, চতুর ব্যক্তিদিগকে উচ্চ-পদ সকলে মনোনীত করিতে হইবে। সুশিক্ষিত ব্যক্তি শব্দে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাধারী মাত্র লক্ষ্য নহে। শাস্ত্র সঙ্গে যাঁহারা মানবজীবন অধ্যয়ন এবং লৌকিক ও বৈষয়িক জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন এইরূপ লোকের কথা বলা উদ্দেশ্য। এরূপ লোক বিরল নহে। মাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের অধ্যক্ষগণ সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সঙ্গে সাধু ব্যবহার করিলেই ভদ্রবংশীয় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি পুলিসে প্রবিষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। কিছু দিন এই নূতন ব্রতীগণ লইয়া কার্য্যের কতক বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে। তেমন ইহাদের দ্বারা লোকের কোন অনিষ্ট ঘটিবে না এবং প্রকৃত বিষয়ে কোন ব্যক্তি বঞ্চিত হইবে না ইহা স্থির বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে প্রায় রাইটার কনেষ্টেবল হইতে হেড-কনেষ্টেবল, হেডকনেষ্টেবল হইতে সব্‌ ইনস্পেক্টর এবং সব্‌ ইনস্পেক্টরের দল হইতে ইনস্পেক্টর মনোনীত ও নিযুক্ত হইয়া থাকে। সকল সময়ে এই নিয়ম অবলম্বনে উৎকৃষ্ট ফল দর্শে না। অর্দ্ধ শিক্ষিত অথবা অল্প শিক্ষিত প্রাচীনদলের লোকদিগকে উন্নত পদে মনোনীত করিবার পূর্ব্বে কোন

এক প্রকার পরীক্ষার নিয়ম নির্দ্ধারিত করা অন্যায্য হইবে না। উপরিস্থ পুলিস আফিসরেরা কার্য্যবিধি ও প্রমাণ বিষয়ক আইনে পরিপক্কতা লাভ করেন এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

পুলিস অফিসরদিগের নিয়ত পরিবর্ত্তনের নিয়মটি দূষণীয়। এক্ষণে কি নিয়মে যে সব. ইনস্পেক্টর প্রভৃতি একস্থান হইতে অপর স্থানে অকস্মাৎ পরিবর্ত্তিত হয় তাহা বুঝা যায় না। একজন সব্ ইনস্পেক্টর এক থানায় আসিয়া তদন্তর্গত স্থান সকল, ভাল মন্দ লোক সকল, অধীনস্থ কর্ম্মচারী ও আফিস সম্পর্কীয় কার্য্যজাত যেমন অবগত হইল অমনি তাহাকে অকস্মাৎ অন্য থানায় পাঠান হইল এবং তাহার স্থানে একটি নূতন মূর্ত্তি খাড়া করা হইল। সামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন এক পুলিস অফিসর এক স্থানে কিছুকাল থাকিয়া স্থানীয় ও লৌকিকজ্ঞান অর্জ্জন পূর্ব্বক যেরূপ দক্ষতা সহকারে কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হইবে; সেই স্থানে ঘন ঘন পরিবর্ত্তিত, নবাগত পাঁচ জন অফিসরের নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা সেরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মন্দ কার্য্যের তিরস্কার ও সৎকার্য্যের পুরস্কার নিবন্ধন পরিবর্ত্তনের বিষয়ে কোন কথা বলা উদ্দেশ্য নহে।

মাজিষ্টরীতে পুলিস চালানি মোকদ্দমা সকল ভালরূপে চালান হয় না। এক্ষণকার তদারককারী আফিসরদিগের প্রমাণ নির্ব্বাচন বিষয়ে বিবেচনা শক্তির অভাব। খড়ে বড়ে জড়াইয়া কতকগুলি অনাবশ্যক সাক্ষীসহ অকর্ম্মণ্য কাগজ পত্র পাঠায়। পঁচিশ তক্তা পুলিস কাগজ ঘাঁটিলে পঁচিশটি সার কথা পাওয়া যায় না। অনেক স্থলে আসল প্রমাণ পাঠাইতে প্রায় ত্রুটি থাকে। কোন্ কোন্ বিষয়ে কোন্ কথাটি প্রমাণ তাহা অনেক আফিসর বুঝেন না। কোর্ট সব্-ইন্স্পেক্টরেরা প্রয়োজনীয় প্রমাণ প্রদর্শন ও মোকদ্দমা চালাইবার প্রণালী অবগত নহেন। এই বিষয়ে উপরিস্থ আফিসরদিগের মনোযোগ কম। এদিগে পুলিস

এলেখার অনেক সত্য মোকদ্দমা মাজিষ্টরীতে নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক জিলা ও সবডিবিজনের পুলিস সদর আফিসে এক একটী ফৌজদারী আইনজ্ঞ লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক। ইঁহারা তদারককারীদিগের কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া সময়ে সময়ে প্রমাণ সংগ্রহ বিষয়ে উপদেশ দিবেন এবং আদালতে প্রয়োজনীয় প্রমাণ প্রদর্শনের তত্ত্বাবধান করিবেন। এই লোকগুলি বি, এল, উপাধিধারী উকীল দল হইতে সংগৃহীত হইলে ভাল হয়। উকীলদলের মধ্যে যাঁহাদের ফৌজদারী আদালতে কতক পসার হইয়াছে তাঁহাদিগকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের বেতন দিয়া নিযুক্ত করিলে সকল দিকে সুবিধা হইতে পারে।

এক্ষণে মফঃসল পুলিস আফিসের কার্য্যপ্রণালী অতিশয় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কোন অপরাধ ঘটনার তদারক কালে লম্বা চৌড়া ডায়ারির আড়ম্বরও কম হয় না। এই সকল বিষয়ে কার্য্যের সংক্ষেপ হওয়া আবশ্যক এবং এই বন্দোবস্ত অনায়াস-সাধ্য। ঘটনাসম্পর্কে কাহারও জ্ঞান থাকুক,বা না থাকুক,তদারককারী অফিসর বহুতর বাজে লোকের নাম ধাম ও জবানবন্দী লিখিয়া অকারণে ডায়ারি লম্বা করিয়া ফেলে। এইরূপ অকর্ম্মণ্য ডায়ারি লিখিতে ও পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহা প্রকৃত অনুসন্ধানের কার্য্যে লাগাইলে ফল লাভ হয়। বাচনিক পরীক্ষা করিবার সময়ে যাহারা ঘটনা বিষয়ে কোন প্রকার সন্ধান দিতে সমর্থ, তাহাদেরই জবানবন্দীর সারাংশ সহ ডায়ারি পাঠাইবার নিয়ম করিলে ভাল হয়।

আজ্ কাল্কার পুলিসের তদারক প্রণালীতেও অনেক দোষ ও ত্রুটি থাকে। কোন ঘটনা হইলে গ্রামে গিয়া পুলিস একজনের বাটীতে বাসা করে, ভাল মন্দ লোকদিগকে তথায় ডাকাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং যে যাহা বলে তাহাই কলম বদ্ধ করিয়া বাক্সজাত করে।

যদি আহূত লোকেরা প্রকৃত কথা বলিতে বিরত রহিল, অমনি পুলিসের তদারক ফুরাইল এবং "অশেষ বিশেষমতে গোপন অনুসন্ধান করা হইল" ইত্যাদি বাঁধিগতে রিপোর্ট দাখিল করিয়া তদারককারী নিশ্চিন্ত হইল। ইহা ভাসা বা মামুলি তদারক। ইহাতে আভ্যন্তরিক পর্য্যবেক্ষণ ও প্রকৃত গোপন অনুসন্ধান নাই। তৃতীয় অধ্যায়ে এই বিষয় বিশদ করিয়া বলা যাইবে।

আবিষ্করণ অপেক্ষা সময়ে অপরাধ ঘটনার নিবারণ বিষয়ে যত্ন, বেশী ফলদায়ক। যে স্থানে যে সময়ে যে শ্রেণীর দুর্ব্বৃত্তেরা লোকের ধন-প্রাণের উপরে অত্যাচার করিয়া থাকে, তৎতদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান থাকিলে ও সতর্কভাবে চলিলে দুর্ব্বৃত্তের কল্পনা যথাকালে বিঘটিত করিয়া অত্যাচার নিবারণে পুলিস সমর্থ হইতে পারে। এইটি প্রজাবর্গের প্রার্থনীয়। কিন্তু দুর্ব্বৃত্তের সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইলে তাহার অনু-সন্ধান প্রায় সহজ-সাধ্য হয় না। তখন পুলিস ও অপর লোকদিগকে বেশী বেগ পাইতে হয়। এদেশের নীচ জাতীয় লোকসংখ্যা স্মরণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি থানা বিশেষে পুলিস বলের যথোচিত সম্বল করিয়া রাখেন তবে অত্যাচার ঘটনার সংখ্যা কম হয়। সম্প্রতি থানা-পুলিস অফি-সরের সংখ্যা কম করিবার বিষয়ে যে প্রস্তাব হইতেছে, তাহা লোকরক্ষা সম্বন্ধে কতদূর সঙ্গত হইবে গবর্ণমেণ্ট এই বেলা বিবেচনা করিবেন।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টদিগের রীতিমত মফঃসল গস্তের অনেক ফল। গস্ত-কালে কেবল থানা আদি দেখার কথা বলা উদ্দেশ্য নহে। থানার অন্তর্গত যে যে স্থানে যে শ্রেণীর লোকেরা যে প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকে, সেই স্থানে অকস্মাৎ উপস্থিত এবং দুর্ব্বৃত্তগণের গতিবিধি অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বিহারের মাঘীয়া ডোমদিগের রঙ্গলীলা বুঝিতে বহু কাল অতিবাহিত হইয়াছে এবং ইহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটি-য়াছে। গুরুতর ঘটনার অনুসন্ধান কার্য্যে অধীনস্থ অফিসরদিগকে

যথোচিত পরামর্শ দিয়া তত্ত্বাবধান করিলে বিশেষ ফল দর্শে। এক্ষণে এই বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ দেওয়া হয় না। যে জিলার যে বিভাগে ঘটনা ঘটিয়াছে তথাকার লোক যদি জেলে আবদ্ধ থাকে, তবে তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মফঃসলে গমন করিলে সন্ধান কার্য্যের সুযোগ ঘটিয়া থাকে। কয়েদিরা আপন আপন অঞ্চলের হাট হদ্দ বলিতে পারে। ইহারা সরকারের পোষা পাখী। শ্রোতার কৌশল থাকিলে এবং ইহারা ইচ্ছা করিলে অনেক বুলি বলিতে পারে। পূর্ব্বে যে সকল সাহেবেরা গুরুতর ঘটনার অনুসন্ধান বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, কয়েদি গোয়েন্দাগণের সাহায্যই তাঁহাদিগের প্রধান অবলম্বন ছিল। গ্রামে গিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বয়ং সন্দিগ্ধচরিত্র লোকদিগের সহিত কথা বার্ত্তা করিলে তাহাদের অন্তরে ভয় সঞ্চার হয় এবং প্রতিবেশীরা উৎ-সাহিত হয়। গ্রামে যাইবার সময়ে থানার কোন পুলিস আফিসর সঙ্গে না যায় এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই সকল কার্য্যে স্থানীয় চৌকীদারদিগের সাহায্যই পর্য্যাপ্ত।

মফঃসলে পথ ঘাটের অসুবিধা বশতঃ পুলিস অফিসরদিগের গস্ত বিষয়ে অনিচ্ছা ও অসুবিধা হইয়া থাকে। ভাল রাস্তা না হউক ক্ষতি নাই কিন্তু গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার নিমিত্ত যে প্রসিদ্ধ আইল পথ গুলি আছে, সেগুলি অন্ততঃ তিন ফিট চৌড়া হইলে এবং স্থানে স্থানে এক একটি ছোট পুল করিয়া দিলে ঘোড়া ও পাল্কি যাতায়াতের সুবিধা হইতে পারে। জিলার মাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর মহোদয়েরা এই বিষয়ে মনোযোগ দিলে এবং রোড ফণ্ড হইতে সামান্য টাকা বিতরণ করিলে গ্রামের লোকেরাই এই মরম্মতের কার্য্য করিতে পারে। ইহাতে জমি গ্রহণ করিবার আবশ্যক হইবে না এবং প্রজারা রোডসেস্ দিবার সার্থকতা জ্ঞান করিতে থাকিবে।

অস্ত্র শস্ত্র সম্পর্কে প্রতি বৎসর লাইসেন্স্ বাহির করিতে লোকের

অনেক ক্লেশ ও বাজে খরচ হইয়া থাকে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর লাইসেন্স্ লওয়ার নিয়ম হইলে অনর্থক খরচের দায় হইতে সকলে অব্যাহতি পাইতে পারে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি স্বীকারের আশঙ্কা নাই। বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে পাঁচ বৎসরের ফিসের টাকা গবর্ণমেণ্ট এককালে লইতে পারেন। ইহাতে কাহারও অসম্মতি হইবে না।

(৩য়প্র) ডাকাইতি অত্যাচার সম্বন্ধে কার্য্যবিধি আইনে পৃথক নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়।

মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ণিয়া, ঢাকা ও বাখরগঞ্জ, এই কয়েকটি জিলায় অন্ততঃ তিন জন সেপ্সেল্ সেসন্ জজ নিযুক্ত করা হয়।

প্রকৃত ডাকাইতি ঘটনার পরে পুলিস তদন্ত শেষে কাগজপত্র একবারে সেসন্ আদালতে পাঠান হয়। পূর্ব্ব-কথিত আইনজ্ঞ পুলিস অফিসর অথবা কোন বিচক্ষণ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মফঃসলে গিয়া প্রমাণ বিষয়ে এক ষ্টেটমেণ্ট এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গুছাইয়া দেন। মাজিষ্ট্রেটের সমীপে ডাকাইতির প্রথম অনুসন্ধান ও প্রমাণ গ্রহণের প্রথা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া যায়। কেবল আসামীদের হালতের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটের আদেশ লওয়া হয়।

এই সকল ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে এই প্রকারের মোকদ্দমার বিচারকাল সংক্ষিপ্ত হইবে। উভয় পক্ষের খরচের এবং সাক্ষীদিগের ক্লেশের লাঘব হইবে। অত্যাচারের অল্প দিন মধ্যেই অপরাধী দণ্ডিত হইবে। দস্যু দলের অন্তরে ভয় সঞ্চার হইবে এবং অচিরকাল মধ্যে দেশে শান্তি স্থাপন হইবে।

(৪র্থপ্র) কোন ঘটনার পরে স্থানীয় পুলিস উপস্থিত হইয়া তদন্ত বিষয়ে ধূমধাম করিয়া থাকে। না করিলেও লোক ত্রস্ত ও ব্যস্ত হয়। অত্যাচার-গ্রস্ত গৃহস্থ কোন সন্ধান দিতে পারিলে পুলিসের কার্য্য সহজ ও

সফল হয়। নচেৎ তাহাদের ধূমধাম অল্প দিন মধ্যে নিবিয়া যায়। একবার রোক কমিয়া গেলে মোকদ্দমার কিনার হওয়া পক্ষে নানা ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। সহিষ্ণুতা সহকারে অপরাধীর অনুসরণ কার্য্যে স্থানীয় পুলিস সক্ষম নহে। পুলিসের প্রথম আড়ম্বর সময়ে দস্যুদল সতর্কভাবে বিচরণ করিতে থাকে। স্থানীয় পুলিস পেশাদার দস্যুদলের প্রায় পরিচিত এবং তাহাদের গতিবিধি দস্যুদিগের অবিদিত থাকে না। স্থানীয় পুলিসের অন্তর্ধানে ছদ্মবেশী ডিটেক্‌টিভ্ পুলিস অফিসরগণ কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলে হাটহদ্দ বুঝিতে পারে এবং এক একটি সামান্য সূত্র অবলম্বনে প্রকৃত বৃত্তান্ত আবিষ্কৃত করিতে পারে। এইরূপ সূত্র বাহির করা ডিটেক্‌টিভ্ পুলিসেরই কার্য্য। এ পর্য্যন্ত অনেক গুরুতর ঘটনা ডিটেক্‌টিভ্ পুলিস দ্বারাই আবিষ্কৃত হইয়াছে। বঙ্গের দস্যুদল স্থানীয় পুলিসের বল কৌশল জানিয়া লইয়াছে কিন্তু ডিটেক্‌টিভ এলেখা উহাদের পক্ষে এখনও অগাধ ও অপরিজ্ঞাত-বিষয়। ডিটেক্‌টিভ্ পুলিস লোক নিয়ত বিচরণ করিতেছে এই জ্ঞানই অনেক সময়ে দস্যুদলকে দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত রাখিবে।

(৫মপ্র) উপরিভাগে অর্থাগমের যেরূপ পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে তদপেক্ষা বেশী অর্থের আবশ্যক হইলে বর্ত্তমান চৌকীদারী সম্পর্কীয় আইন সকলের পরিবর্ত্তে একটি সামান্য ট্যাক্স নির্দ্ধারণের বিধি প্রচলিত হয়। প্রজারা মাসে এক পয়সা হইতে এক আনা ট্যাক্স দিতে অনিচ্ছুক ও অপারক হইবে না। নিতান্ত দরিদ্র প্রজাকে ট্যাক্সের দায় হইতে অব্যাহতি দিতে হয়। যে গ্রামে চাকরাণ জমি নাই এবং যথায় বাজেয়াপ্ত করিবার যোগ্য চাকরাণ জমি আছে তৎসমুদায় গ্রামেরই প্রজাবর্গ সমভাবে নূতন চৌকীদারী বিধির ফল ভোগ করিতে থাকে। চাকরাণ জমি নাই বলিয়া কোন গ্রামের প্রজাদের উপরে অধিক ট্যাক্সের ভার চাপান না হয়। গ্রাম সকল বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক

এলেখায় বেতনভোগী তহশীলদার নিযুক্ত করা হয় এবং তাহারা আদায় তহশীলের বিষয়ে জিলার মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাবহ হয়।

গ্রাম্য পুলিসের সংশোধন কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট ব্রতী হইলে এই বিষয়ে গ্রামবাসী ও নগরবাসী সকলেরই সহায়তা করা আবশ্যক। এই সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন।

গ্রামবাসীগণ! আপনারা সকলে আপন আপন গ্রামটিকে বড় ভাল বাসেন। জন্মভূমিতে বড় মায়া! বড় অনুরাগ! দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইয়াও পৈতৃক ভূমি সম্পত্তি বহু ভাগে বিভক্ত করিয়াও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোগ করিয়াই তৃপ্তি বোধ করিয়া থাকেন। অন্য স্থানে পার্য্যমাণে যাইতে চাহেন না। নিজ নিজ গ্রামটিকে যেমন ভাল বাসেন, তেমন তাহার উন্নতিসাধনে আপনারা কেন যত্নবান্ নহেন? নগরবাসীদের সঙ্গে মিলিয়া আপনারা সমাজসংস্কার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া থাকেন; সমিতি সংঘটন ও মহামণ্ডল সংস্থাপন আদি কার্য্যে মহানিনাদে সিদ্ধান্ত পরম্পরা (রেজোলিউসন্) প্রচার করিয়া থাকেন কিন্তু নিজ গ্রামের ও নিজ পল্লীর সংস্কারকার্য্যে এত উদাসীন কেন? দলাদলি বিদ্বেষবুদ্ধি ও বৃথাভিমানবশতঃ মোকদ্দমা মামলার মহাঘটায় দেশ উৎসন্ন হইতেছে, সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতেছে এবং এক এক মহাকুল নির্ম্মূল হইতেছে দেখিয়াও কেন দেখিতেছেন না? কোন কোন বিষয়ে রাজার শাসনপ্রণালীর দোষ দেখিয়া আপনারা যেমন তুমুল কোলাহলে গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুযোগ প্রকাশ করেন; গবর্ণমেণ্ট তেমন অনেক বিষয়ে আপনাদের অবৈধ ঔদাসীন্য ও বিরোধিতার নিমিত্ত আক্ষেপ করিয়া থাকেন। বিদেশীয় রাজার নিকটে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাতেই বৈদেশিকের গন্ধ থাকে এবং তাহা যে সর্ব্বাঙ্গে এদেশীয়-দিগের অবস্থার অনুরূপ হইবে এরূপ সম্ভাবনা কম। যাহা হউক অনুষ্ঠান বিষয়ে রাজার সদুদ্দেশ্য বুঝিলে অনুকূলতাচরণ প্রজার কর্ত্তব্য।

একাকী অগ্রসর হইতে সাহস না হইলে সমবেত হইয়া চেষ্টা করিবার সমধিক ফল। দেশে অত্যাচার ঘটনা না হউক, অথবা অত্যাচারী দণ্ডিত হউক, এই কামনা সর্ব্বজনীন হইলে প্রতিবিধান চেষ্টা সম্যক্ ফলবতী হয়। ইহার অভাবে অন্ততঃ সাধুশীল ভদ্রের সহায়তা ব্যতীত রাজপুরুষদিগের যত্ন সম্পূর্ণরূপে সফল হয় না। এই উভয় দলের মধ্যে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়ম থাকা আবশ্যক। গ্রাম মধ্যে ও পল্লীমধ্যে কোন্ ব্যক্তি দুর্ব্বৃত্ত ইহা গ্রামস্থ ও পল্লীস্থ লোক অবশ্য অবগত থাকেন। দুর্ব্বৃত্তের ভাবী অত্যাচার হইতে সম্যক্রূপে সংরক্ষিত, ইহা জানিতে পারিলে ভদ্র লোকেরা দুর্ব্বৃত্তের বৃত্তান্ত বলিতে সঙ্কুচিত হয়েন না। কিন্তু এই বিশ্বাস কোথায়? লোক হিতেচ্ছায় যাঁহারা দুর্ব্বৃত্তের বিষয় প্রকাশ করিতে অগ্রসর হয়েন তাঁহাদিগকে নিরর্থক উদ্বেগ পাইতে না হয়. এই নিয়মটি সমস্ত রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত ও কার্য্যে পরিণত করিলে বহুতর মঙ্গলসাধন হয়। ভারতবাসী বহুকাল বিদেশীয় রাজার অধীনে রহিয়াছে; ইহার অভিমান দূরীভূত হইয়াছে; পুলিস অকারণে ইহাকে উদ্বেজিত ও অবমানিত করিয়াছে; উচ্চপদস্থ রাজপুরুষেরা ভ্রূভঙ্গী দেখাইতে ত্রুটি করেন না; কাজেই ভারতবাসী সকল প্রকার সরকারী বিষয়ে উদাসীন ও হতাদর হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবাসী একান্ত স্বার্থপর ও অকৃতজ্ঞ নহে। সদাই প্রভুভক্ত ও অনুরক্ত। সাধু ব্যবহার করিলে রাজপুরুষেরা ইহার নিকটে সর্ব্ব বিষয়ে সহায়তা পাইতেপারেন। গ্রামবাসীর সহায়তা ব্যতীত দেশ হইতে দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার দূরীভূত হইবে না এবং ব্রিটিশ শাসনের অসম্পূর্ণতাদোষ অপনোদিত হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়।

পুলিসের কাজ বড় শক্ত। অনেক স্থলে আঁধারের কাজ, নির্জ্জনের কাজ, গুপ্ত কাজ আবিষ্কৃত করিতে হয়। অপরাধ ঘটনা হইয়াছে, জাজ্জ্বল্যমান চিহ্ন রহিয়াছে; গৃহস্থ ও সমীপস্থ লোক তটস্থ হইয়া রহিয়াছে; কৃতাপরাধ ব্যক্তি আঁধারে সাজ পরিত্যাগ করিয়া ভাল মানুষের দলে মিলিয়া গিয়াছে; পদ চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখিয়া যায় নাই। তাহার অনুসরণ কার্য্যে বাহ্যেন্দ্রিয় সকলের কোন অবকাশ নাই। অবলম্বন বিশেষের অভাবে বুদ্ধি-বৃত্তির তাদৃশ দৌড় নাই। পুলিস অফিসরের সর্ব্বজ্ঞতা নাই। অথচ অপরাধীকে বাহির করা চাই। বড় শক্ত সমস্যা! কেবল অনুমানের উপর নির্ভর। সকল স্থলে আবার অনুমান করিবার কারণ কলাপ পাওয়া যায় না। কার্য্যপ্রণালী দৃষ্টে উদ্দেশ্য বিশেষ এবং ব্যক্তিবিশেষের অনুমান করা হইল, তাহাতেই বা কি? "তুমি এই কাজ করিয়াছ; তুমিই অপরাধী" এই কথা ব্যক্তি-বিশেষকে অকস্মাৎ বলা সোজা নহে; বলা অযুক্ত; বলিলে কখন কখন বিপরীত ফল ঘটে। কাজেই অনুমানের সমর্থন হয় এরূপ আনুষঙ্গিক প্রমাণ চাই। এই ব্যক্তি বিশেষের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কি প্রকার? ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা তাহার পরিবারবর্গ সঙ্গে কথিত ব্যক্তি বিশেষের কিম্বা তাহার কোন উত্তর-সাধকের কিরূপ সম্বন্ধ, ও কিরূপ মনোবাদ ছিল ইত্যাদি বিষয় জানিবার ইচ্ছা হয়। এই সকল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে সন্ধান দিতে পারে এমৎ লোকের প্রয়োজন হয়। এই পর্য্যাকুলতার সময়ে এইরূপ সন্ধানদাতাকে পাইলে বড় আনন্দ

ও উৎসাহ জন্মে। এইরূপ সন্ধানদাতা "গোয়েন্দা" নামে পরিচিত। আজ্‌কাল "গোয়েন্দা" নাম শুনিলেই লোকটি হেয়, ঘৃণাস্পদ ও অবিশ্বাসভাজন বলিয়া পরিগৃহীত হয়। গোয়েন্দার সম্বাদ মূলে পুলিস ঘটনার কিনারা করিয়াছে শুনিলেই বিচারক অমনি মাতা নাড়িয়া ও মুখভঙ্গী করিয়া অটল হইয়া বসেন এবং প্রথমাবধি নানা বিকল্পজালে চিত্তকে জড়িত ও কলুষিত করিয়া তুলেন। ইহাতে ভীত হইয়া গোয়েন্দাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিলে পুলিসের কাজ চলে না। গোয়েন্দার নাম বলিতে ও তাহাকে বিচারক্ষেত্রে প্রকাশ্যরূপে খাড়া করিতে পুলিস অফিসরকে বিলক্ষণ বিবেচনা ও চাতুর্য্য খাটাইতে হয়। গোয়েন্দার উদ্দেশ্য বিশেষ বুঝিয়া তাহার প্রকাশিত সূত্র-বিশেষ অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হয় এবং গোয়েন্দা প্রতারণা পূর্ব্বক বিপথে লইয়া না যায় ও কোন নির্দ্দোষীকে না মজায় তদ্বিষয়ে সম্যক্‌রূপে সতর্ক থাকিতে হয়।

উদ্দেশ্যভেদে সচরাচর চারি প্রকার গোয়েন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। অপরাধ ঘটনা ও কৃতাপরাধ ব্যক্তির সম্বন্ধে যে পরিমাণে জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান যে ব্যক্তি জনসমাজের হিতকামনায় সরলভাবে প্রকৃতরূপে প্রকাশ করে, সে অতি প্রশংসনীয় ও উচ্চদরের লোক। এইরূপ সন্ধানদাতার সাহায্য বহুমূল্য এবং তাহার সঙ্গে পুলিস আফিসরের সাধু-ব্যবহার করা সমুচিত।

যে ব্যক্তি কোন দুরভিসন্ধি সাধনের নিমিত্ত ধর্ম্মের দোহাই দিতে দিতে ঘটনার সন্ধান বলিতে অগ্রসর হয় এবং প্রকৃত কথা প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রেণীর গোয়েন্দা। অন্তরে অনিষ্ট কামনা থাকার উদ্দেশ্য মন্দ হইলেও প্রকৃত কথা প্রকাশ করে বলিয়া তাহার সন্ধানে অনেক ফল লাভ হইয়া থাকে।

ভয়াতুর গোয়েন্দাকে তৃতীয় শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে। এই-

রূপ গোয়েন্দা এক অদ্ভুত পদার্থ। এই ব্যক্তি ঘটনার প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত অথবা তাহাতে কিয়দংশে অথবা সম্পূর্ণরূপে লিপ্ত। প্রকৃত কথা বলিবার নিমিত্ত তাহার অন্তর ধড় ফড় করে কিন্তু পাছে আপনি বা আপনার কোন আত্মীয় এই ঘটনায় জড়িত ও লিপ্ত হয় এই ভয়ে কতক অংশ গোপন করিবার চেষ্টা করে! এইরূপ সন্ধানদাতা সঙ্গে বড় সাবধানতা সহকারে পুলিসের সদয় ব্যবহার করা আবশ্যক। ব্যস্ত হইলে ইহার নিকটে কাজ পাওয়া যায় না। আস্তে আস্তে গল্পচ্ছলে আসল কথা বাহির করিয়া লইতে হয়। অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘটনা সম্পর্কে কথা বার্ত্তা করিতে করিতে হয়ত সে আপনাকেও লিপ্ত করিয়া ফেলে।

এই সকল প্রকার গোয়েন্দা অপেক্ষা কুটিলমতি কপটাচার গোয়েন্দা অতি ভয়ঙ্কর জিনিস। লোকের অনিষ্ট চেষ্টাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহার মুখ-মিষ্টতায় ও চতুরতায় অনেক পুলিস অফিসর বিপথে এবং বিপদে পড়েন। এইরূপ লোকই গোয়েন্দা নামের কলঙ্ক। যাহা হউক সন্দিগ্ধচরিত্র ও ঘৃণার পাত্র হইলেও গোয়েন্দা অনেক স্থলে ভূতানুসরণে প্রধান সহায় এবং ইহার সাহায্যে ধর্ম্মবিচার চেতনা পায়। তবে গোয়েন্দা চিনিয়া লওয়া এবং উহার সম্বাদ বিষয়ে বিবেচনা শক্তি খাটান চাই। মিঃ ডাম্পীয়র, মিঃ ওয়াকফ্ সাহেব এবং ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল মহোদয় বিশ্বস্ত গোয়েন্দাগণের সাহায্যে এদেশে দস্যুদলের অনেক গুহ্য বৃত্তান্ত জানিয়া লোকরক্ষা বিষয়ে বিস্তর উপকারসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঈশ্বর বাবুর অধীনে বেতনভোগী কয়েকজন গোয়েন্দা ছিল। তাহারা উঁহার সঙ্গে কখন প্রতারণা করিয়াছিল এরূপ জানা যায় নাই। বরং উহাদের কথার সত্যতা জানিতে গিয়া তিনি নিজে সময়ে সময়ে বিপদে পড়িয়াছিলেন।

জাহানাবাদ সব্ ডিবিজনে থাকা সময়ে কাছারীর অনতি-দূরে বালি দেওয়ানগঞ্জের পথের কয়েক স্থানে ঠ্যাঙ্গাড়ের বড় উপদ্রব হয়।

ঐ সকল স্থানের ফাঁড়িদার প্রভৃতিকে শাসন করিয়াও তিনি উপদ্রব নিবারণ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে আপন বিশ্বস্ত গোয়েন্দা দ্বারা কয়েকজন প্রসিদ্ধ ঠ্যাঙ্গাড়ের নাম ধাম জানিয়া গ্রীষ্মকালে এক দিবস বেলা অবসান সময়ে নিজে পথিকবেশে ঐ পথে চলিলেন। স্কন্ধস্থিত লাঠিতে রঙ্গ চঙ্গে ক্যারপেটের ব্যাগ, মাতায় ও গায়ে সাদা কাপড় দেখিয়া কয়েকজন ঠ্যাঙ্গাড়ে আকৃষ্ট হইল। ঠ্যাঙ্গাড়েরা নিকটে আসিয়া আস্ফালন পূর্ব্বক দাঁড়াইতে বলিল। তিনি উহাদের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া অক্ষুব্ধভাবে চলিতে থাকিলেন। ঠ্যাঙ্গাড়েরা উঁহাকে বধীর বিবেচনা করিয়া একবারে সম্মুখে ও পার্শ্বে আসিয়া প্রহার আরম্ভ করিল। তখন তিনি আর্ত্তস্বরে পলাইবার ভাণ করিলেন ও গাত্র বস্ত্রে যে শিঙ্গা ছিল তাহা বাজাইলেন। এই সঙ্কেত বুঝিয়া কয়েকটি জোয়ান আসিয়া উহাদিগকে ঘেরিল। এই অবকাশে দস্যুরা উঁহাকে কয়েকবার প্রহার করিল। তিনিও নিজের আদরের সামগ্রী তালকাঁড়ির লাঠি চালাইতে লাগিলেন। একজনের গলায় কাপড় দিয়া ধরিলেন। তাঁহার লোকেরা আর তিন ব্যক্তিকে ধরিল। পলাইবার সময়ে একজন নিকটবর্ত্তী এক অশ্বথ বৃক্ষে উঠিয়া লুকাইয়াছিল তাহাকেও ধরা হইল। সকলের যথোচিত দণ্ড হইলে ঐ পথ কিছু দিনের নিমিত্ত নিরুপদ্রব হইল। নিকটবর্ত্তী যে জরীপস্তম্ভ (সরভে পিলার) অবলম্বন করিয়া ঠ্যাঙ্গাড়েরা গোপনভাবে থাকিত, তাহার নীচে তলার দ্বারগুলি একবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

আর এক সময়ে এক গোয়েন্দার কথায় নির্ভর করিয়া ঘোষাল মহাশয় অকস্মাৎ এক ব্যক্তির বাটীতে উপস্থিত হয়েন এবং অবসর প্রতীক্ষা না করিয়া তাহাকে নির্জ্জন গৃহে ডাকিয়া বলেন "তুমি অনেক ডাকাইত পুষিয়া দেশ ছারখার করিতেছ, কেন তোমার যথোচিত দণ্ড বিধান হইবে না?" গৃহস্বামী ঘোষাল মহাশয়ের নাম ও সাহস জানিত

কিন্তু তাঁহাকে চিনিত না। প্রশ্ন ভঙ্গীতে তাঁহাকে চিনিয়া অকস্মাৎ দ্বার দেশে দাঁড়াইল ও বলিল "আপনার বাহিরে যাইবার অথবা সঙ্গী থাকিলে তাহাদের তথায় আসিবার সম্ভাবনা নাই ; বেশী বাড়াবাড়ীর প্রয়োজন নাই ; হাকিমি ফলাইলে তদ্দণ্ডে তাঁহার দেহ ও দর্প চূর্ণ হইবে।" ঘোষাল মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সে তাঁহার সম্বাদদাতার নাম জিজ্ঞাসিল। ঘোষাল মহাশয় অপ্রতিভ। অত্যাচার আশঙ্কায় গোয়েন্দার নাম বলিতে তিনি সাহস করিলেন না। গৃহস্বামী ঐ গোয়েন্দার নাম উল্লেখ করিয়া কহিল এই ব্যক্তি ব্যতীত বাহিরের অপর কোন লোক তাহার গুহ্য বিষয় জানে না। পরিশেষে উভয় মধ্যে রফা হইল। ঘোষাল মহাশয় গৃহস্বামীর কোন অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না স্বীকার করিলেন এবং গৃহস্বামী ঐ গোয়েন্দার প্রতি কোন অত্যাচার এবং সেই দিন অবধি কোন দুষ্কর্ম্মের সহায়তা করিবে না বলিয়া অঙ্গীকার করিল। গৃহস্বামী তখন কেবল ডাকাইতের দলপতি ছিল না, বড় লোকের শ্রেণীতে উঠিয়াছিল। তদবধি সে ব্যক্তি দুষ্ট দমন ও দস্যুতা নিবারণ বিষয়ে ঘোষাল মহাশয়ের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

প্রমাণ। গোয়েন্দার সন্ধান অভাবে পুলিস অফিসরকে ঘটনা বিশেষের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হয়। যাহা দ্বারা কোন বিষয় বিচার পূর্ব্বক নির্ণীত হয় তাহাকে প্রমাণ বলা যায়। কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় বিশেষের জ্ঞান জন্মিলে সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃকরণের প্রত্যয় জন্মিয়া থাকে। অপলাপ করিবার অবকাশ থাকে না। কাহার সমক্ষে এক ব্যক্তি অস্ত্র দ্বারা অপরকে অস্ত্রাঘাত করিল। দর্শক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিল, অমনি তাহার অন্তঃকরণ আঘাত বিষয়ে প্রত্যয়ান্বিত হইল। আঘাত করণ কার্য্যটী আমাদের সমক্ষে না ঘটিলে অন্তঃকরণের সিদ্ধান্ত তত সহজ হয় না। তখন অন্যের সম্বাদের উপরে নির্ভর করিতে হয়।

এই বৃত্তান্ত বর্ণনাকারী কিরূপ বিশ্বস্ত ব্যক্তি, তাহার বুদ্ধি বৃত্তির কতদূর সম্পূর্ণতা, ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার কিরূপ সুযোগ; আঘাত করণের আনুষঙ্গিক অবস্থা, এরূপ আঘাত-চিহ্ন প্রকারান্তরে হওয়ার সম্ভাবনা কি না ইত্যাদি বিষয় পর্য্যালোচনা না করিলে অন্তঃকরণের তৃপ্তি জন্মে না ও তত্তদ্‌বিষয়ে সিদ্ধান্ত খাড়া হয় না। সর্ব্বত্র নিশ্চিত ও অমোঘ সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়া তোলা দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান সম্বন্ধে মনুষ্যের বুদ্ধি বৃত্তি ও বিবেকশক্তির যেরূপ বিস্তীর্ণ অধিকার তাহাতে বিচার্য্য বিষয় বিশেষের প্রয়োজনীয় মীমাংসার প্রায় অভাব বা ত্রুটি হয় না। ইহাতে এই স্থির হইতেছে বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান, সকল প্রকার সিদ্ধান্তের মূল এবং যাহা অবলম্বন করিয়া চিত্ত মধ্যে বস্তু তত্ত্বের বিকাশ হয় তাহাই প্রমাণ। বস্তু তত্ত্বের বিকাশ সঙ্গে অন্তঃকরণে যে পরিমাণ প্রত্যয় জন্মে সেই পরিমাণে মোকদ্দমার প্রমাণের বলাবল নির্ণীত হয়। প্রমাণের পর্য্যাপ্ততায় অন্তরের সংশয় সকল যেমন বিদূরিত হয় অমনি সিদ্ধান্ত খাড়া হয়। এই প্রমাণ লিখিত, ভুক্তি অর্থাৎ ভোগ দখল এবং সাক্ষী এই তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আনুষঙ্গিক এবং আনুমানিক প্রমাণ আদি প্রমাণের অনেক প্রকার ভেদ আছে।

সকল প্রকার ফৌজদারী মোকদ্দমায় লিখিত ও ভোগসূচক প্রমাণের তাদৃশ সংযোগ ঘটে না। ইহাতে সাক্ষী প্রমাণের উপর বিশেষরূপে নির্ভর করিতে হয়। সমক্ষে ঘটনা হওয়ায় যে ব্যক্তি তাহা দর্শন বা তদ্বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন করে তাহাকে সাক্ষী বলা যায়। ঘটনা সম্বন্ধে সাক্ষী আপন জ্ঞান যে বচন দ্বারা ব্যক্ত করে, তাহা উহার সাক্ষ্য। ইহা বাচনিক প্রমাণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। ইহাতে এই জানা যাইতেছে ঘটনা বিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধে সাক্ষীর মুখ হইতে যে বচনগুলি বিনির্গত হয়, তাহা অবিকৃতরূপে লিখিয়া লওয়াই প্রকৃত সাক্ষ্য অথবা বাচনিক প্রমাণ।

এই বাচনিক প্রমাণ সংগ্রহ বিষয়ে পুলিসের কার্য্যপ্রণালী অতিশয় অবিশুদ্ধ এবং অসম্পূর্ণ। সাক্ষী ও সাক্ষ্য এই দুইটি শব্দের অর্থের প্রতি পুলিস অফিসরদিগের দৃষ্টি থাকে না। কখন সাক্ষী স্থলে সাক্ষ্য এবং সাক্ষ্যের স্থলে সাক্ষী এই শব্দ যথেচ্ছরূপে ব্যবহার করা হয়। সাক্ষ্য গ্রহণ সময়ে সংবাদদাতা ও সাক্ষীগণের কথাগুলি অবিকল লিখিয়া লওয়া বিষয়ে পুলিসের অতিশয় ত্রুটি দৃষ্ট হয়। একটি দৃষ্টান্ত আবশ্যক। এক গ্রাম্য লোক কোন ব্যক্তির নামে রাত্রিকালে গৃহ প্রবেশের অভিযোগ করিতে আসিল। পুলিস অফিসরের প্রশ্ন মতে সে বলিল "আমার ছি নোক" কিম্বা "স্ত্রী" ঐ ঘরে শুইয়াছিল।" বাঙ্গালা দেশের পুলিস অফিসর হইলে অমনি লিখিয়া লইল "আমার বনিতা যে কি ১৬। ১৭ বৎসর বয়সের হইবে গৃহ মধ্যে শুতিয়াছিল তাহার সঙ্গে প্রসক্তি করিবার নিমিত্ত আসামী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।" বিহার বা উড়িষ্যার পুলিস অফিসর হইলে অবশ্য লিখিবেন "পাপ দোস্তি" করিবার মতলবে আসামী ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। গ্রাম্য লোক "বনিতা" "গৃহমধ্যে" "শুতিয়াছিল," "প্রসক্তি" "পাপদোস্তি" ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করে না, ইহার অর্থও ভালরূপে বুঝে না এবং গৃহ প্রবেশের উদ্দেশ্য ও হয়ত ব্যক্ত করিয়া বলে না, এমত্ স্থলে পুলিস অফিসরের এত টানিয়া বুনিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। আনুষঙ্গিক প্রমাণ দৃষ্টে আদালত্ অপরাধীর প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিয়া লইতে পারেন।

এইরূপে সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিয়া লওয়ার সময়ে ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষীর কথাগুলি উহার নিজের সরল ভাষায় লিখিয়া লওয়া হয় না। আপনাদের অভ্যস্ত থানার প্রচলিত ওবারত্ গুলি সাক্ষীর মুখে দিয়া ও লিখিয়া পুলিস এই জবানবন্দী একবারে দূষিত করিয়া তুলে। এই জবানবন্দী পাঠ করিলেই পুলিসের গন্ধ টের পাওয়া যায়। বিশেষতঃ

ঘটনা সম্পর্কে যে সাক্ষীর যে পরিমাণ জ্ঞান, তন্মাত্র লিখিয়া লইতে পুলিস বড় সঙ্কুচিত হয়। ঘটনা বিষয়ক সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সকল সাক্ষী দ্বারা না বলাইলে জবানবন্দীর মিলন হইবে না ভাবিয়া অনেক পুলিস অফিসর পর্য্যাকুল হইয়া পড়ে এবং মনোমত লিখিয়া লইয়া কোন কোন সাক্ষীকে আদালতে বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলে। অনেক স্থলে বেশী প্রমাণ করাইবার চেষ্টা করিয়া প্রকৃত মোকদ্দমা নষ্ট করা হয়। এক দুর্দ্দান্ত অত্যাচারীকে অনেক লোক মিলিয়া হত্যা করিয়াছিল, পুলিস এই মোকদ্দমায় ১৮ জন চাক্ষুষিক সাক্ষী সংগ্রহ করিয়াছিল। প্রত্যক্ষ সাক্ষীর সংখ্যা দেখিয়াই বিচারকেরা প্রমাণ অবিশ্বাস করিয়াছিলেন। প্রমাণের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সাক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রমাণের গুরুত্ব ঘটে না।

পুলিসে গোপনভাবে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। সাক্ষী মিথ্যাবাদী হইলে গোপনে বহু আস্ফালন পূর্ব্বক নানা কথা কহিয়া থাকে কিন্তু যখন তাহাকে আদালতে উপস্থিত হইতে হয়; প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি বিচারকের সমক্ষে প্রকাশ্য স্থানে দাঁড়াইতে হয়; ধর্ম্মালয়ের স্থির নিস্তব্ধ ভাব সন্দর্শনে চকিত হইতে হয়; শাস্ত্র-সম্মত শপথ পাঠ উচ্চারণ করিয়া অন্তরের বিশুদ্ধিতা সম্পাদন করিতে হইতেছে বলিয়া বুঝিতে হয়; উভয় পক্ষ, উকীল, মোক্তার ও সমবেত লোক সকল সতৃষ্ণ-নয়নে তাহার মুখ দেখিতেছে এবং উর্দ্ধকর্ণে তাহার প্রত্যেক বাক্য শুনিতেছে বলিয়া জানিতে পারে, তখন সেই স্বাক্ষার রূপান্তর ও চিত্তের ভাবান্তর উপস্থিত হয় এবং সে সতর্ক ভাবে ও স্থির ভাবে উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হয়। পুলিসের নিকট যাহা বলিয়াছিল তাহার বিপরীত কথা বলিতে অথবা তাহা একবারে অপলাপ করিতে সঙ্কুচিত হয় না। পুলিসের নিকটে এইরূপ কথা কখন বলে নাই, পুলিস মিথ্যা করিয়া লিখিয়াছে অম্লানবদনে কহিয়া থাকে। দিন দিন

এইরূপ ঘটনা হইতেছে এবং দিন দিন পুলিসের অযোগ্যতা প্রকাশ হইতেছে। সময়ে সময়ে দণ্ডবিধির ১৯৩ ধারা অনুসারে এইরূপ সাক্ষীর দণ্ডবিধান হইয়া থাকে সত্য কিন্তু পুলিসের বদনাম রটনা অপসারিত হয় না। প্রকৃত পক্ষে আপন অভিপ্রায় মত জবানবন্দী লিখিয়া লওয়া পুলিস অফিসরের একটি বিশেষ রোগ। পুলিস অফিসর এই রোগ বুঝিতে পারে না কিন্তু তাহার উপরিস্থ লোকের চক্ষুতে এই রোগ এড়ায় না। পুলিসের তালিমারা প্রায় চেনা যায়।

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্মালয় সকলের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী দর্শন করিয়া এদেশের ভদ্র লোকেরা পর্য্যমাণে বিবাদকারী ব্যক্তিদিগের পক্ষে সাক্ষীরূপে উপস্থিত হইতে চাহেন না। তবে পুলিসের গ্রহণযোগ্য মোকদ্দমায় অত্যাচারগ্রস্ত ব্যক্তির অবস্থা দেখিয়া অনেকেরই সহানুভূতি জন্মিয়া থাকে এবং সাধারণের মঙ্গল উদ্দেশে অনেকে অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক হয়েন না কিন্তু লোক চেনা চাই। লৌকিক জ্ঞান সম্বন্ধে এদেশের পুলিসের এখনও বিস্তর অভাব। লোক বাছিয়া লওয়া ও লৌকিক জ্ঞান অর্জ্জন করা পুলিসের প্রধান কার্য্য। কর্কশ ব্যবহারে শ্রদ্ধার হ্রাস ও বিরাগ জন্মে। লোক আকর্ষণ করার শক্তি কার্য্যসিদ্ধির মূল। ভয়াতুর লোককে ভয় দেখাইতে হয়; নির্ব্বোধ আহাম্মককে মিষ্ট ব্যবহারে হস্তগত করিতে হয়; চটা লোককে কিছু রাগাইয়া তুলিতে হয়; বৃথাভিমানী অহঙ্কারীকে বাড়াইতে হয়; স্থিরবুদ্ধি চতুর লোককে অল্পে অল্পে ছাড়িয়া দিতে হয়; কেবল শক্ত লোককে পীড়াপীড়ি ও হয়রাণ করিয়া তুলিতে হয় তবে কাজ পাওয়া যায়।

কৃতাপরাধ ব্যক্তিকে আয়ত্ত করিবারও এই পন্থা। কিছুকাল গোপনভাবে কার্য্যের অনুসরণ ও ছন্দানুবর্ত্তন করিলে তাহার ভিতরের কথা জানা যায়। মানব প্রকৃতি স্বভাবতঃ দুষ্ট নহে। লৌকিক চাতুর্য্যে

এই প্রকৃতির পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। পাপী ও দুষ্কর্ম্মকারী দুর্ব্বৃত্ত মনুষ্য-সমাজের শান্তি-বিঘাতক। পাপিষ্ঠ ধর্ম্মোপদেশকের শাসনাধীন এবং পরলোকে তাহার দণ্ডবিধান হওয়ার কথা। কিন্তু দুরাচার দুর্ব্বৃত্ত রাজপ্রতিনিধি পুলিসের পর্য্যবেক্ষণে সমর্পিত। ইহলোকেই দুষ্কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে উহার দণ্ডবিধানের অনুষ্ঠান না হইলে লোকরক্ষা ব্যবস্থার বিষম ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। ধর্ম্মোপদেশক প্রত্যেক পাপীর আভ্যন্তরিক সমাচার জানিতে না পারিয়া ও উপদেশ-বাক্যে অন্যান্য সঙ্গে তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারেন। কিন্তু প্রত্যেক অপরাধীর হাটহদ্দ সম্পূর্ণরূপে জানিতে না পারিলে পুলিস কখন কৃতকার্য্য হইতে পারে না। নিম্নলিখিত বৃত্তান্তে ইহা বিশদরূপে বুঝা যাইবে।

এক ধনীর কর্ম্মচারী কান্ত ঘোষ ন্যূনাধিক তিন হাজার টাকা সহ একটি গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা নিমিত্ত প্রেরিত হয়। সঙ্গে অস্ত্রধারী পশ্চিম দেশীয় দুই জন রক্ষক। রাত্রি নয়টার পরে কান্তঘোষ রক্ষক-সহ ব——ষ্টেসনে পৌছিল। রাত্রি অন্ধকার। ষ্টেসন হইতে সহরে যাইবার তিনটি প্রসিদ্ধ পথ। তন্মধ্যে পশ্চিমের পথে সকলে চলিল। পূর্ব্বদিকের ও মধ্যের পথে গেলে অনতিদূরে লোকালয় ও বাজার পাওয়া যাইত। পশ্চিমের পথ অতি নিভৃত এবং তত রাত্রিতে প্রায় জনসঞ্চার-শূন্য। মধ্যে কয়েকটি বড় বড় পুষ্করিণী ও বাগান আছে। এই পন্থা অবলম্বনের কারণ অপ্রকাশ। একটি দৃঢ় ক্যাস্‌-বাক্সে নোট ও টাকা ছিল এবং তাহা কান্তের হাতেই ছিল প্রকাশ। কিয়ৎক্ষণ পরে অকস্মাৎ আর্ত্তরব শুনিয়া প্রথমে নিকটবর্ত্তী জেলখানার কয়েক-জন সিপাই পরে অপর লোক সকল আসিয়া দেখিল কান্তঘোষ রাস্তার পার্শ্বে পতিত ও সংজ্ঞাশূন্য। তাহার গ্রীবা, স্কন্ধ, পৃষ্ঠ ও বাহুতে তরবারির আঘাত চিহ্ন। রক্ষক দুই জনের গাত্রের কয়েক স্থানে ঐরূপ আঘাত চিহ্ন। একজনের তরওয়ার কতক অংশে বাঁকা হইয়া

গিয়াছে। ক্যাস্ বাক্স নাই। কতকগুলি লোক বাগান হইতে অকস্মাৎ আসিয়া আঘাত ও লুঠতরাজ করিয়া চলিয়া গেল রক্ষকেরা বলিতে লাগিল। কান্ত নীরব—চৈতন্যশূন্য—মৃত। স্থানীয় পুলিস এবং স্বয়ং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বহু দিন ধরিয়া তদন্ত করিলেন। অপরাধী বা অপহৃত সম্পত্তির কোন সন্ধান পাইলেন না। পরিশেষে ডিটেক্‌টিভ্ পুলিস অফিসর আমীন্ উল্লার হস্তে তদন্তের ভার অর্পিত হইল। আমীন্ উল্লা দেখিলেন পূর্ব্ববর্ত্তী পুলিস অফিসরেরা মামুলি তদারক সম্পর্কে যতদূর করিতে হয়, করিয়াছেন। কোন ফল দর্শে নাই। তিনি উহাদের অবলম্বিত পন্থা পরিত্যাগ করিলেন। তখন পর্য্যন্ত নগ্দী দুইজনা চিকিৎসা নিমিত্ত হস্‌পিটালে ছিল। তথায় গিয়া তিনি নগ্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। উহাদের মুখ-ভঙ্গী ও ক্ষত স্থান সকল দেখিয়াই তিনি মনে মনে কি যেন একটি সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন। হস্‌পিটালের কর্ত্তৃপক্ষদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। তিনি যে পুলিসের লোক এই কথা গোপনে রাখা হইল। নগ্দী দুইজনকে পৃথক পৃথক ঘরে রাখার বন্দোবস্ত হইল। তখন নগ্দীদের গাত্রে ক্ষত স্থান সকল শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। সময়ে সময়ে এক জনের নিকটে বসিয়া তিনি গল্প করিতে লাগিলেন। কখন কখন নূতন কল্‌কায় গাঁজা সাজিয়া এক এক জনের খাটিয়ার নিকটে কল্‌কা হেলাইতে হেলাইতে বেড়াইতেন। ক্রমে উভয় ব্যক্তি গঞ্জিকার মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হইল এবং তাহার ধূমপানে অনুমত হইল। নগ্দীরা আমীন্ উল্লাকে হসপিটালের একজন তত্ত্বাবধায়ক বলিয়া অবধারণ করিয়াছিল। সময়ে সময়ে আপন হিন্দু চাকর দ্বারা মিছরী ও অন্যান্য মিষ্ট দ্রব্য আনাইয়া উহাদিগকে খাওয়াইয়া আমীন্ উল্লা বিশেষ আনুগত্য লাভ করিলেন এবং গল্পচ্ছলে একের নিকটে অপরের নাম ধাম ও ঘরের অবস্থা আদি সাংসারিক বৃত্তান্ত জানিতে লাগিলেন। ক্রমে

উভয়ের পিতৃকুল ও মাতৃকুলের অনেকের নাম, পদমর্য্যাদা আদি জানিলেন। গল্প শুনিতে শুনিতে অপর গৃহে গিয়া বৃত্তান্ত গুলি কাগজে লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন এবং তাহা বারবার পাঠ করিয়া মুখস্থ করিলেন। এক দিন অবসর বুঝিয়া এক ব্যক্তির নিকটে গিয়া তাহার নাম, পিতৃ মাতৃকুলের অনেকের নাম, পড়শীর নাম, বাটীর অবস্থা, মোকদ্দমা বিশেষে এক মাতুলের কারাদণ্ড আদি বিষয়ে প্রকৃত কথা সকল বলিতে বলিতে প্রকাশ করিলেন, কান্তঘোষের হত্যা সম্পর্কে আসল কথা নাকি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে এবং অপর নগ্দী নাকি পুলিসের সম্মুখে গোপনীয় স্থান হইতে ক্যাস্ বাক্স বাহির করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। প্রথম নগ্দী নিজ পারিবারিক সম্পর্কে এত প্রকৃত কথা প্রকাশ হওয়া এবং তাহার সঙ্গী নগ্দীর ক্যাস্ বাক্স বাহির করণ বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার কথা শুনিয়া একবারে বিস্মিত ও চকিত হইল। পরে বলিয়া উঠিল "সেও ক্যাস্ বাক্স রাখিবার স্থান অনবগত নহে, অবশ্য দেখাইয়া দিবে।" পরে আমীন উল্লা দ্বিতীয় নগ্দীর নিকটে তাহার পারিবারিক সম্পর্কে গুহ্য বিষয় সকল প্রকাশ করিতে করিতে অপর নগ্দী কান্তঘোষের ক্যাস্ বাক্স বাহির করিয়া দিবে এবং উহাকে (দ্বিতীয় নগ্দীকে) পুলিসের সঙ্গে যাইতে হইবে প্রকাশ করিলেন। দ্বিতীয় নগ্দী একবারে হতবুদ্ধি ও অবাক হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে লম্ফ দিয়া উঠিল এবং তবে সে কেন নীরব থাকিবে? ক্যাস্ বাক্স রাখিবার স্থান সেও কেন দেখাইয়া দিবে না? মাটি খুঁড়িবার নিমিত্ত অপরের তরওয়ারের অগ্রভাগ বাঁকা হইয়াছে এই সকল কথা কেন বলিবে না? বলিতে থাকিল। তখন আমীন উল্লা দেখিলেন তাহার ঔষধ নগ্দীদের উপরে বিলক্ষণ ধরিয়াছে। আর বিলম্ব না করিয়া কয়েকজন ভদ্র সাক্ষী সংগ্রহ করিলেন। উভয় নগ্দীকে পৃথক পৃথক ধরিয়া লইবার নিমিত্ত উপযুক্ত পুলিস লোক নিযুক্ত করিলেন। একজনকে অগ্রে লইতে

দেখিয়া অপর নগ্দী স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে লাগিল। উভয়েই আপন আপন সঙ্গী পুলিস অফিসরকে বেগে টানিয়া লইয়া ঘটনাস্থলের অনতিদূরে এক স্থান হইতে ক্যাস-বাক্স বাহির করিয়া দিল এবং পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল।

এই স্থলে আমীন্ উল্লার বুদ্ধি ও বাক্-চাতুর্য্যে নগ্দীরা অতিশয় মুগ্ধ ও প্রতারিত হইয়াছিল। তাহারা দেখিল দূরদেশবাসী হইলেও তাহাদের পারিবারিক বৃত্তান্ত যখন সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছে তখন কান্তঘোষ সম্পর্কে তাহাদের সংস্রবের কথা প্রকাশ হইতে আর বাকি নাই।

আমীন্ উল্লার উদ্দেশ্য প্রতারণামূলক অথবা উদ্দেশ্য সাধনের উপায় দূষিত বলিয়া ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ আক্ষেপ করিতে পারেন। কিন্তু উপায় প্রয়োগের পরিণাম দেখিলে উহাঁর কার্য্য দুষ্ট বা আইন বিরুদ্ধ বলা যায় না। দোষী ব্যক্তিও তুল্যরূপ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারিত। ইহা ইংরাজী আইনের অনুমোদিত। বিচারালয় রণস্থল সদৃশ। বিবাদকারীরা আপন আপন পক্ষসমর্থনের নিমিত্ত লড়িতে ও আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে থাকিবে। প্রকৃত দোষীর হস্ত স্বভাবতঃ দুর্ব্বল। লড়িবার অস্ত্র প্রায় স্খলিত হয় এবং পরিণামে সত্যের জয় হয়।

এই ঘটনাটি অবস্থা ঘটিত প্রমাণেরও দৃষ্টান্ত স্থল। কান্তঘোষের হত্যা-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণের একান্ত অভাব ছিল। ক্যাস্-বাক্সটি অক্ষুণ্ণভাবে প্রত্যর্পণ করায় নগ্দীদের প্রধান অপরাধ বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকিল না। মনুষ্যের কার্য্য সকল বহুতর বৃত্তান্ত-সংঘটিত। এক এক বৃত্তান্তের মূলে আবার অপর বৃত্তান্ত সংসৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রত্যেক অবান্তর বৃত্তান্ত, প্রধান বৃত্তান্তের সমকালীন অথবা অন্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইলে ঐ গুলি অবস্থা ঘটিত প্রমাণরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

এক বৃদ্ধা স্ত্রী আপন ঘরে গলাকাটা অবস্থায় দৃষ্ট হইল। সে একাকিনী থাকিত। তাহার অর্থ-সম্পত্তি ছিল লোকে জানিত। ঘরের কয়েক স্থান খোঁড়া তাড়া দেখা গিয়াছিল। টাকার হাঁড়ি ছিল না। হাঁড় থাকার চিহ্নটি বর্ত্তমান। এই সময়ে এক দিন অতি প্রাতে হরি রায় নির্জ্জনে এক পুকুরে স্নান করিয়াছিল এবং এক খানি অস্ত্র পরিষ্কার করিয়াছিল দেখা গিয়াছিল। দুই দিন পূর্ব্বে সে শ্যামের কোদাল চাহিয়া আনিয়াছিল। হরি রায় পূর্ব্বে বড় দুঃস্থ ছিল। এখন তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন—বেশ সচ্ছলতা। সে মদ্য মাংসে অর্থ ব্যয় করিতেছে দেখা গেল। তাহার ঘরে অনেক নগদ টাকা পাওয়া গেল। এই অর্থাগমের সন্তোষজনক কারণ বলিল না। এই স্থলে হরির প্রাতঃস্নান, অস্ত্র পরিষ্কার, কোদাল-সংগ্রহ, অর্থ প্রাপ্তি, অর্থ ব্যয় আদি বৃত্তান্তগুলি বৃদ্ধার প্রতি অত্যাচার ঘটনার সঙ্গে অত্যন্ত সংসৃষ্ট।

ইংরাজী আইনে অপরাধীর প্রতি অপার দয়া প্রদর্শনের অবকাশ দেওয়া হইয়াছে। কোন দেশের আইনে এইরূপ উন্নত অমায়িক ভাব এবং অসীম উদারতা দেখা যায় না। ইহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শপথ পাঠ করাইবার নিয়ম নাই। সত্য মিথ্যা যাহা কিছু হউক বলিয়া সে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিতে পারে। ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষাকালে ছলে কৌশলে এত কূট প্রশ্ন প্রযুক্ত হয় যে, তাহা দণ্ড অপেক্ষা কম যন্ত্রণাদায়ক বোধ হয় না। ব্রিটিস অধিকারে অভি-যোগের মর্ম্ম শুনাইয়া "দোষী কি নির্দ্দোষী" এই কথামাত্র অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসা করা হয়। তাহাকে অপরাধী বলিয়া মনে মনে স্থির জানিতে পারিলে ও বিচারক তাহার দণ্ডবিধান করিতে সক্ষম নহেন। আইন-সঙ্গত প্রমাণ দেখাইয়া তাহাকে নিরুত্তর করিতে না পারিলে দণ্ডাদেশ হয় না। এই নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ স্বীকার অথবা একরার গ্রহণ বিষয়ে বড় আঁটাআঁটি। ভয়, প্রলোভন, আশা,

ভরসা, উৎসাহ, উত্তেজনা আদি ব্যতীত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন ব্যক্তি সরলভাবে অপরাধ স্বীকার করিয়াছে কি না তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হয়। অভিযুক্তের দণ্ডবিধান-বাসনা স্বভাবতঃ বলবতী বলিয়া এদেশীয় পুলিস অফিসরের নিকটে একরার একবারে আইনবিরুদ্ধ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে অপরাধ স্বীকার করিয়াও যদি উপরি আদালতে তাহা অস্বীকার করে, তবে তাহা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রমাণরূপে ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে কি অবস্থায় এই একরার গ্রহণ করা হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সম্যক্ পর্য্যালোচনা করা হয় এবং কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহের কারণ পাইলে অভিযুক্তের অনুকূলেই তাহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ অপরিমিত দয়া প্রদর্শনে অনেক স্থলে ন্যায় বিচারের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। মফঃসল তদন্ত সময়ে পুলিস যখন অভিযুক্তের বিষয়ে ঘটনা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারে, তখন অভিযুক্ত ব্যক্তি পুরাতন পাপী না হইলে অন্যের উত্তেজনা ব্যতীত অপরাধ স্বীকার করিয়া ফেলে। আদালতে আসিয়া আবার অপরাধ অস্বীকার করা অথবা পুলিস মারপীঠ করিয়া মনোমত একরার লিখিয়া লইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা এইরূপ লোকের পক্ষে তত বিচিত্র নহে। এই সকল অবস্থায় অভিযুক্তের একরার গ্রহণ সম্বন্ধে পুলিসের বিশেষরূপে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং এই কার্য্যে কখন দণ্ডবিধির ৩৩০ ও ৩৩১ ধারার বিধান পরিচালনা করিবার অবকাশ দিতে না হয় তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। যখন কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে একরার করে, তখন একরারের পোষক প্রমাণ সংগ্রহ বিষয়ে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। একরার অনুসারে অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধার এবং শারীরিক অপরাধ ঘটনাস্থলে মৃতদেহ এবং অস্ত্রাদির সন্ধান সংগ্রহে ত্বরায় প্রয়োজন। তত্ত্বাবধানের ত্রুটিতে এবং কখন অন্যের ভ্রূক্ষেপমাত্রে একরারী অপরাধী এককারে বিকৃতমনা ও নীরব হইয়া পড়ে।

এই সময়ে স্থানীয় ভদ্র সাক্ষীর নিতান্ত প্রয়োজন। পুলিস অফিসরেরা প্রায় দূরদেশবাসী। এই সকল গুরুতর কার্য্যে স্থানীয় ভদ্রলোকের সহায়তা অভাবে পুলিসের সকল পরিশ্রম পন্ড হয়।

পুলিসের গ্রহণ-যোগ্য মোকদ্দমা মধ্যে অবৈধজনতা ও দাঙ্গায় মোকদ্দমা অতি কঠিন। ইহাতে উভয় পক্ষ আক্রোশ ও রোষ বশতঃ অনেক নির্দ্দোষীকে অকারণে লিপ্ত করিতে পারে ও করিয়া থাকে। যাহারা প্রকৃতরূপে ঘটনায় লিপ্ত, তাহাদিগকে বাছিয়া লওয়া সহজ কার্য্য হয় না। রাত্রিকালে পরগৃহ প্রবেশ ও চুরি মোকদ্দমা ডাকাইতি অপেক্ষা কঠিন। অত্যাচার গ্রস্ত গৃহস্থ কোন সন্ধান দিতে না পারিলে পুলিসের যত্ন প্রায় ব্যর্থ হয়। ডাকাইতিতে বহুলোক সংস্পৃষ্ট থাকে। প্রায় সকলে একস্থানবাসী হয় না। এক সময়ের পরামর্শে ডাকাইতি হয় না। অন্ততঃ দলপতিদিগের দুই তিন বৈঠক না হইলে কল্পনা স্থির হয় না। বহুলোকের সম্মেলনে মন্ত্রণাভেদের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সকলের সতর্কতা সমান নহে। অপহৃত সম্পত্তি বহুবিধ হইলে গোপন করা অনায়াস-সাধ্য হয় না। চোরা মাল হস্তান্তরিত করিতে না পারিলে দোষী সদা সশঙ্কিত চিত্ত ও ব্যস্ত হইয়া পড়ে। বিপক্ষের ব্যস্ততার সময় বড় অনুকূল এবং পুলিসের পক্ষে মূল্যবান্। প্রবল উত্তেজনা থাকিলে হত্যা করিবার পরেই হত্যাকারী আত্মসমর্পণ করিতে সঙ্কুচিত হয় না। ক্রোধাবেগের শান্তিতে আবার চিত্তের ভাবান্তর হয়। বহু ব্যক্তির সম্মেলনে অথবা লোভবশতঃ হত্যাকাণ্ড ঘটিলে অল্প আয়াসে রহস্য ভেদ হইতে পারে কিন্তু কোন কপটাচার ব্যক্তি কাহারও প্রাণ বিনাশের উদ্দেশে বহু কল্পনান্তে ও প্রযত্নে আট ঘাট বাঁধিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিলে পুলিস প্রায় অকৃতকার্য্য হয়। পরিশেষে দোষীর আবিষ্কার হইলেও দণ্ডবিধান চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বহু দিন ধরিয়া পাপ কল্পনার আন্দোলনে অন্তঃকরণ কঠিন হইয়া যায়। অনুষ্ঠানের পরে অনুতাপের উদয় হয় না।

নিম্ন লিখিত বাক্যগুলির সার মর্ম্ম স্মরণ রাখিলে সময়ে কাজ দেখিতে পারে।

১। লোকরক্ষা ব্রতে ব্রতী হইলে লৌকিক জ্ঞান অপরিহার্য্য।

২। সণার-বেণে নাম ধরিলে সণা চেনা চাই। তাঁবা কিনে বেড়াও যদি নাম বদলান আবশ্যক।

৩। নীতি তন্ত্রের পথ অতি কুটিল। এই পথে চলিলে কূট কৌশল অবলম্বন এবং শঠে শাঠ্যের আচরণ করিতে হয়।

৪। কেবল সাধুসমাজে বিচরণ করিলে পুলিসের উপযোগী লোকতত্ত্ব-জ্ঞান জন্মে না। ন্যাঙটা সন্যাসীর দেশে ধোপা কাজ পায় না।

৫। বেশ্যা পাড়া, ব্যাদের টোল, রাস্তার চটি, মদৎখটি, গাঙ্গের ঘাট, শুঁড়ির পাট, রাজ দরবার, পল্টন-বাজার, মেলাস্থান, দেবস্থান, আদি পুলিসের জ্ঞান লাভের উত্তম স্থান।

৬। সর্ব্বদলে সদাই মেলন, অথচ নির্লিপ্তভাব অবলম্বন করা চাই। নিজ উদ্দেশ্যে লক্ষ্য রাখিলে সঙ্গদোষে মজিবার ভয় নাই। নির্ম্মল বা পঙ্কিলজলে ডুব মারিলেও রাজহংসের শুভ্রতা বিকৃত হয় না।

৭। সূচীপত্রে পাঠ্য-পুস্তকের মর্ম্ম জানা যায়। মুখমণ্ডল মানব-চিত্তের নির্ম্মল সূচীপত্র। আকার, ইঙ্গিত, চলন, চেষ্টা, মুখভঙ্গী, চকের ভাব, স্বর-বিকার বুঝিলে লোকের মন বুঝা যায়।

৮। গিধের চক্ষু, গাধার কাণ, বক-ধার্ম্মিকতা, বায়সের সতর্কতা, কুক্কুরের জাগরণশীলতা অবলম্বন করিলে পুলিস লোকের আকার ইঙ্গিতের মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হয়।

৯। হাটের মাঝে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। জনাকীর্ণ স্থানেও পুলিসের দিব্যজ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

১০। যথাকালে বুদ্ধি যোগান, উপায় কৌশল অবলম্বন, এবং জ্ঞানোচিত অনুষ্ঠান করিলে সাধ্য-সিদ্ধির অভাব হয় না।

১১। দীপের নিম্নভাগেই অন্ধকার,বিচারালয়ের বাহিরেই অবিচার।

১২। অনেকস্থলে বদান্যতার অভ্যন্তরে বদমাসি বাস করে। ধনীর অতিথিশালা আঁধার রাতে চোরা মালের মেলা।

১৩। নগর প্রান্তে সন্ন্যাসীর আশ্রম, নিশীথে নানা বক-ধার্ম্মিকের সঙ্গম।

১৪। সকল কৌপীনধারী বিপিনবিহারী নহে। ভস্মের রহস্য বুঝা আবশ্যক।

১৬। বাদুড়ের গতিবিধি বুঝিতে হইলে অন্ধকার রাত্রিতে বাহির হইতে হয়।

১৬। নিবিড় অন্ধকারেও তস্করের তমোময় মূর্ত্তি ঢাকা পড়ে না।

১৭। সকল মলিন বাস, অসতের আবাস নহে। সকল শুক্ল বস্ত্র, ভোঁতা অস্ত্র নহে।

১৮। ধুকুড়ির মধ্যেও খাসা চাল, গ্ল্যাডষ্টোন-ব্যাগেও চোরা মাল মিলিয়া থাকে।

১৯। লোকের গুণ-সঙ্কীর্ত্তনে অরুচির প্রয়োজন নাই। গোপনে দোষানুসন্ধানেরও হানি নাই।

২০। সাধু করুক গুণ গান, কিন্তু দোষজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান; দোষানুসন্ধানেই পুলিসের মান।

২১। সাধু বেড়ায় গুণ খুজে, সাপের হাঁচি ব্যাদে বুঝে।

২২। ক্রূর সর্পের ন্যাজে পা দিলে সে ঘুরে আঘাত করে। মাতায় আঘাতে ব্যাঘাত নাই।

২৩। প্রবল আঘাতে লৌহ ভাঙ্গিয়া যায়। তপ্ত লৌহ পিটাই-লেই নরম হয়।

২৪। যতনেও দুর্জ্জন আয়ত্ত হয় না। স্বাভাবিক বাঁকা কুক্কুরের ন্যাজ্ তেল জল মাখাইলেও সোজা হয় না।

২৫। গরম কথায় মন নরম হয় না। নরম না হইলে মসলায় গাথনি হয় না। নরম গরমেই কাজ পাওয়া যায়।

২৬। চোরে চোরে মাশ্‌তুতো ভাই। পায়ের কাঁটা বাহির করিতে কাঁটাই চাই।

২৭। লুব্ধ ও প্রমাদযুক্ত লোক সঙ্গেই পুলিসের কারবার। ভেদ সঙ্ঘটন জ্ঞান থাকিলে ঘরের লোকের কাছেই সন্ধান পাওয়া যায়। বনের আগুনে বন পোড়া যায়।

২৮। একটি দুষ্কর্ম্ম ভালরূপে বুঝিতে পারিলে দশটি নীতিবিষয়ক উপদেশের ফল হয়।

২৯। ভিতরে প্রবেশ কর। বাহ্যরূপ জগতের প্রকৃত রূপ নহে।

৩০। সামান্য সূত্রেও বৃহৎ কাজ হয়। বালুকণা সদৃশ বীজে বৃহৎ বট ও অশ্বত্থের জন্ম।

চতুর্থ অধ্যায়

দুর্ব্বৃত্তের বৃত্তান্তে মানবপ্রকৃতির মলিনাংশের বিচিত্র চিত্র দেখা যায়। এখানে নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ক্রোধান্ধ, লোভাসক্ত ও কামোন্মত্ত-দিগের ভীষণ, মলিন মূর্ত্তি দেখিয়া যেমন বিস্মিত ও ভীত হইতে হয়, তেমন রাজ্যতন্ত্র ও রাজদণ্ডের মাহাত্ম্য দেখিয়া আশ্বসিত ও হৃষ্টচিত্ত হইতে হয়। রাজদণ্ড না থাকিলে এই সকল রিপুপরায়ণ পাপাচার-দিগের অত্যাচারে লোক পর্য্যাকুল হইত; বলবান্ দুর্ব্বলকে গ্রাস করিত এবং পৃথিবীতে শান্তিসুখের একান্ত অভাব হইত। এক সময়ে এদেশের এইরূপ অবস্থাই ছিল। ডাকাইতগণ নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে প্রার্থিত ধন অর্থ না দিলে লুট তরাজ করিবে বলিয়া প্রকাশ্যরূপে পত্র লিখিয়া গৃহস্থের নিকটে পাঠাইত এবং লেখনানুসারে কার্য্যও করিত। প্রতিবিধানের উপায় ছিল না। অসম্ভব সম্ভাবনার অসদ্ভাব ছিল না। দুষ্টের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া রাজাকে অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত যথোচিত অনুষ্ঠান করিতে হয়। মায়াবী দুর্ব্বৃত্ত আবার বিবিধ চাতুর্য্য অবলম্বন করে এবং তদনুসারে রাজাকেও কৌশল অবলম্বনে নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়। কালক্রমে বর্ত্তমান রাজনিয়মেরও পরি-বর্ত্তন এবং সংশোধন করিতে হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দুর্ব্বৃত্তের দমনে এবং সাধুবৃত্তের কল্যাণসাধনে সকলের অন্তরে উৎসাহের সঞ্চার ও সুখের বিস্তার হয়। রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে কামপরায়ণ রাবণ এবং দৃপ্ত দুর্য্যোধনের অবৈধাচরণ এবং ন্যায়পথাবলম্বী রাম যুধিষ্ঠিরাদির সত্যধর্ম্ম পালনের বৃত্তান্ত শুনিয়া

অন্তঃকরণে বিষাদ ও হর্ষের উদয় হয়। একমনে বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে করিতে তাদাত্ম্যজ্ঞান জন্মিলে শ্রোতাই যেন রাম-যুধিষ্ঠিরাদির স্থলাভিষিক্ত হইয়া বিপক্ষ রাবণ আদির বধে সমুদ্যত হইয়াছেন এবং আন্তরিক ক্রোধাবেগের বশবর্ত্তী হইয়া অঙ্গ-পরিচালন আদি করিতেছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এদিকে লোক-সমাজের নিয়ত অনিষ্টকারী দুর্ব্বৃত্তগণের দৈনন্দিন অবৈধকার্য্য দেখিয়া শুনিয়াও সকলেরই চিত্তের এইরূপ ভাব উদয় হইয়া থাকে এবং সকলেই যেন বিচারকের অধিকার পাইয়া উহাদের দণ্ডবিধানে সমুদ্যত হইয়াছেন বোধ করেন। সকলের মনে এই ভাব স্থায়ী হইলে দুষ্টের অনুসরণ তাদৃশ কঠিন কার্য্য হয় না। বস্তুতঃ এই বিষয়ে কৃতকার্য্য সুবুদ্ধির উপায় কৌশল পরিচালনা করিলে কি পুলিস অফিসর, কি গৃহস্থ, সকলেরই চক্ষু উন্মীলিত হয় এবং অন্তরে উৎসাহ জন্মিয়া থাকে। এই উদ্দেশে এই অধ্যায়ে দুষ্টের কতকগুলি কাহিনী সন্নিবেশিত করা গেল। রহস্য বুঝিলে ফল লাভের সম্ভাবনা।

(১) জিলা——র অন্তর্গত হরিহরপুর গ্রামের বসুদের বাটীতে ১২৪৯ সালের ভাদ্র মাসের এক রাত্রিতে ডাকাইতি হয়। বসুরা তখন এই প্রদেশের বড় লোক বলিয়া খ্যাত। পূর্ব্বে মোসলমানদিগের রাজত্বকালে এই বংশের কয়েকজন সরকারী চাকুরি করিত। পরে ব্রিটিস অধিকারের প্রথম অবধি ৫।৬ জন পুরুষ নিমকি ও অন্যান্য এলেথায় কাজ করিয়া আসিতেছিল। ইহাদের অনেক পরিবার। কাঁচা পাকা বাড়ী। বাটীটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা। দক্ষিণে একটি কাণা নদী। পশ্চিমে একটি বড় পুষ্করিণী। উত্তরে সদর। সদরের সম্মুখে প্রশস্ত ময়দান। তাহার উত্তরে গ্রামের অপরাপর লোকের বাস। রাত্রি গভীর ও ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। "ডাকাইত পড়িয়াছে সকলে আইস" বলিয়া একজন লোক কয়েকবার চীৎকার করিয়া নীরব হইল। সমাগত দর্শক মধ্যে নিধি সর্দ্দার নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে ঐ দিবস

এক বাগ্দির বাটীতে কুটুম্বরূপে আসিয়াছিল। সে সঙ্গীলোকদিগকে আর বেশী আগে যাইতে নিষেধ করিল এবং বলিল "দেখ্‌চ না? আঁধারে মারের বন্দোবস্ত আছে; ইহাতে পুরাণ ডাকাইত আছে সন্দেহ নাই।" সদর দ্বার হইতে আন্দাজ ১৫।২০ হাত তফাতে ময়দানের স্থানে স্থানে কয়েকটা জ্বলন্ত মসাল গাড়িয়া দিয়াছিল। সম্মুখে এক ডাকাইত ঢাল তলওয়ার লইয়া লম্ফ ঝম্ফ করিতেছিল। মসালের আলোক উত্তরের ময়দানের যতদূর পর্য্যন্ত বেশী পরিমাণে যাইতেছিল, তাহার বাহিরে একজন অস্ত্রধারী জোয়ান মুখে মাতায় কাপড় জড়াইয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে বেড়াইতেছিল। মসালের আলোতে ঘাটীর পাইকের নজর বেশী দূর যায় না। অপর লোক দলবদ্ধ হইয়া অকস্মাৎ উহার উপরে আক্রমণ করিতে পারে, এই নিমিত্ত ঐ অস্ত্রধারী লোকটি অন্ধকারে পাহারা দিতেছে এবং ইহাকেই "আঁধারে মার্" বলে এই কথা নিধি সকলকে বুঝাইয়া দিল। আর বলিল যদি তোমরা বেশী আগে যাই-বার চেষ্টা কর তবে ঐ জোয়ানটা বেগে আসিয়া তোমাদের কাহাকে না কাহাকেও আঘাত করিয়া যাইতে পারে এবং বেশী আড়ম্বর দেখিলে সঙ্কেত করিয়া ঘাটীর পাইককে সাবধান করিতে পারে। যাহা হউক এই বন্দোবস্ত পাকা বলিয়া বোধ হইতেছে না—বসুদের বাড়ী যেরূপ লম্বা, সম্মুখে যেরূপ বড় ময়দান দেখ্‌চি, তাহাতে অন্ততঃ দুই জন ঘাটীর পাইক এবং আঁধারে মারের পাইক দেওয়া উচিত ছিল, এক এক জন পশ্চিম মুখে এবং এক এক জন পূর্ব্ব মুখে যাতায়াত করিলে ভাল ছিল। এই সকল কথা নিধি সর্দার বলিতে বলিতে সঙ্গীদিগকে আস্তে আস্তে কহিল যদি তোমরা আমায় একটা কোন অস্ত্র বা লাঠি দাও এবং ৮।১০ জন লোক আমার সঙ্গে যাও তবে ডাকাইতদিগকে একবার দেখিতে পারি। দর্শক মধ্যে একজন শক্ত একটি বাঁশের দীর্ঘ লাঠি নিধির হাতে দিল। নিধি অপরের নিকটে একখান কাপড় লইয়া

মুখে ও মাতায় বাঁধিল। সঙ্গীদের নিকট বস্তুদের বাটীর অবস্থা ও যাতায়াতের অপর দুয়ার আছে কি না ইত্যাদি বিষয় জানিয়া লইল এবং সঙ্গীদিগকে বলিল—তোমাদের কোন ভয় নাই, কিছু করিতেও হইবে না, লাটি হাতে আমায় পিছে হামরাও থাকিবে। "বস্তুদের" "বস্তুদের" এই শব্দ মুখে বলিবে এবং গোল চীৎকার করিবে। যাহার মুখে ঐ শব্দ না হইবে হয়ত ডাকাইত-বোধে আমি তাহাকে মারিয়া ফেলিব, যদি আমি প্রথমে আঁধারে মারের পাইককে মারিতে পারি তবে কেহ কেহ তাহার হেফাজাৎ করিও, আর যদি আমি একবারে ঘাটীর পাইকের সঙ্গে লড়াই করি দেখ, তখন তোমরা আঁধারে পাইকের পাছু দিয়া দৌড়িয়া সদরে যাইও।" তাড়াতাড়ি কয়েক কথা বলিয়া ও শুনিয়া নিধি সর্দ্দার অন্ধকার মধ্যে একবারে উধাও হইয়া চলিয়া গেল।

নিধি একটি গুণ-নিধি। সামান্য লোক মনে করিও না। এখানে বেশী বলিবার আবশ্যক নাই। ময়দানের পশ্চিম অংশে কতক জমিতে পূর্ব্বে মাটি তুলিয়া ইট প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কাজেই ঐ স্থান ময়দান অপেক্ষা ২৷৩ ফিট নিম্ন ছিল। নিধি তথায় ক্ষণ কাল বসিয়াই আক্রমণের সুযোগ বুঝিয়া লইল। পরে শৃগালের মত ধীর ও স্থির পদে নিঃশব্দে আঁধারে মারের পাইকের অনুসরণ করিতে করিতে সিংহ বিক্রমে তাহার উপর আক্রমণ করিল। ঐ পাইক তখন পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব মুখে চলিতেছিল এবং বামভাগে গ্রামের লোক আসিয়া জমা হওয়ায় ঐদিকেই তাহার লক্ষ্য ছিল। নিধি তাহার দক্ষিণে গিয়া অকস্মাৎ আক্রমণ করিল এবং তাহার লাঠির প্রচণ্ড প্রহারে সে "আঁ" শব্দে একবারে ধরাশায়ী হইল। নিধি বিদ্যুত্ বেগে মৌমাছি, মৌমাছি এই শব্দ বলিতে বলিতে ঘাটীর পাইকের সম্মুখে উপস্থিত হইল। এই সঙ্কেত বাক্যে ঘাটীর পাইক উহাকে আপন দলের আঁধারে

পাইক মনে করিতেছিল। এই সময়ে নিধির বজ্র তুল্য বংশ লাঠি উহার সন্দেহ ভঞ্জন করিল। সে উড়ো পাক্ দিয়া সদরের দুয়ার দিকে যাইতে লাগিল। নিধির সঙ্গে যুদ্ধ করিল না। নিধি বেগে দৌড়িয়া উহার কোমরে আর এক প্রহার মারিল। ঐ ব্যক্তি ঢালসহ হুড়মুড় শব্দে সদর দুয়ারের নিকটে পড়িয়া গেল এবং ভিতরে প্রবেশ করিল। নিধি আপন সঙ্গী কয়েকজনকে সদরের বাহিরে লাঠির ঠকাঠক শব্দ ও গোলকরিতে বলিয়া নিজে পূর্ব্বদিকে দৌড়িল। সে ভাবিয়াছিল, ঘাটীর পাইক যেরূপ লাঠির চোট পাইয়াছিল, তাহাতে সে কিম্বা অপর কোন ডাকাইত সদর দুয়ার দিয়া বাহির হইবে না। নিধি গিয়া দেখিল বাটীর পূর্ব্ব-দক্ষিণের দুয়ার দিয়া ডাকাইতগণ ছড়ভঙ্গভাবে পলাই-তেছে। তথায় এক বৃক্ষের তলায় খানিক খাড়া হইয়া এক ব্যক্তির উপরে দুই লাঠি মারিল এবং কাবু করিয়া মাটিতে ফেলিল। এই সময়ে এক অস্ত্রধারী ডাকাইত ঈশান কোণে দৌড়িতেছিল। নিধি তাহাকে সেই ঘাটীর পাইক মনে করিয়া আবার আক্রমণ করিল। কয়েক লাঠি খাইয়া ঐ ব্যক্তি পড়িতে, উঠিতে, পলাইতে, পলাইতে— পরিশেষে পড়িয়া নিশ্চল হইল। নিধি দৌড়িয়া পূর্ব্ব দিকের দুয়ারের নিকটে আবার আসিল। তখন আর কোন ডাকাইতকে দেখিতে পাইল না। পরে আপন দলের লোকদিগকে ময়দান হইতে মসাল লইয়া আসিতে বলিল। বৃক্ষতলে যে ব্যক্তি পড়িয়াছিল তখন তাহার চৈতন্য হইয়াছিল এবং সে "ভাগু রে" "ভাগু রে" বলিয়া ডাকিতেছিল। কয়েকজন তাহাকে ধরিয়া সদরে আনিয়া ফেলিল। ক্রমে বসুদের বাটীর ও গ্রামের অনেক লোক আসিয়া জমা হইল। ঈশান কোণ দিকে কিয়দ্দূরে যে ব্যক্তি পড়িয়াছিল তাহার নিকটে মসালসহ কয়েক-জন গিয়া দেখিল, তাহার গলা কাটা; মাতা নাই; অস্ত্র মধ্যে ডাইন হাতের মুষ্টিতে একটি বাঁশের হল্‌কা ধরা আছে; তাহার অগ্রভাগের

কতক অংশ সম্মুখের উচ্চ আইলের মাটিতে প্রবেশ করিয়াছে; বাম হাতে এক বালিসের ওয়াড়ে কতক রূপা সোণার কুচা গহনা ও টাকা আছে, কতক টাকা ও গহনা পশ্চাতে স্থানে স্থানে ছড়ান আছে। এই সকল দেখিয়া উহাকে ঘাটীর পাইক বলিয়া নিধির যে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহা দূর হইল। নিধি বলিল, ঐ ব্যক্তিকে তুলিয়া লইতে না পারিয়া ও মুমূর্ষু দেখিয়া ডাকাইতেরা তাহার মাতা কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। তথায় লোক হেফাজাতে রাখা হইল। আঁধারে মারের পাইক কি হইল বলিয়া নিধি জিজ্ঞাসিলে কয়েকজন বলিল তাহাকে গ্রামের এক গৃহস্থের বাহিরের ঘরে রাখিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া আসিয়াছে। তথায় মসালসহ কয়েকজনে গিয়া দেখিল দুয়ার খোলা, বদ্ধ ব্যক্তি পলায়ণ করিয়াছে। তদারকে জানা গেল—বাহিরের শিকলটি অধিক লম্বা। ভিতর হইতে কপাট ঠেলিলে যে ফাঁক হয় তাহার ভিতর দিয়া খানিক হাত গলাইয়া কপাটের বেনি বাতার উপরিভাগের কিয়দংশ মোচ্‌ড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং শিকল ও কপাট খুলিয়া বদ্ধ ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে।

নিধি বলিল বোধ হয় তাহার সকল যত্ন বিফল হইল। যে লোক যে কাজের উপযুক্ত নহে, তাহাদিগকে লইয়া কোন উদ্‌যোগ করিলে এই রূপ ফল হইয়া থাকে। আর একজন উপযুক্ত সঙ্গী পাইলে অথবা বসুদের বাড়ীর পূর্ব্বধারের জায়গা জমি তাহার ভালরূপে জানা থাকিলে এবং ঘাটীর পাইককে লাঠি মারিবার পরেই ঐ দুয়ারের নিকটে পৌঁছিতে পারিলে সে সকল কে না হউক আর কতক গুলি ডাকাইতকে মারিতে ও ধরিতে পারিত। বড় সুযোগ গেল। ঢাল তলওয়ার থাকিলে এবং বসুদের বাড়ীর ভিতরের অবস্থা জানা থাকিলে, সে ঘাটীর পাইকের সঙ্গে সঙ্গে ঢুকিয়া সকলকে থোড় কাটা করিতে পারিত। এই রূপ আক্ষেপ করিতে করিতে নিধি বলিল যাহারা আঁধারে পাইককে

ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের কয়েক জনের ঐ ঘরে কি দুয়ারে থাকা উচিত ছিল। ঐ লোক টা লাঠির চোটে প্রথমে বেহুঁস হইয়াছিল পরে চেতনা পাইয়া কপাট ভাঙ্গিয়া পলাইয়াছে।

ভিতর দেউড়ির মধ্যে বসুদের একজন পাইক কে রসি দ্বারা বাঁধা দেখা গিয়াছিল। সে ব্যক্তি বলিল ঘুমাইবার সময় কয়েকজনে অকস্মাৎ গলার লাঠি দিয়া তাহার হাত বাঁধিয়াছিল এবং ঐ সময়ে ভিতর হইতে কে যেন সদর দুয়ার খুলিয়া দিয়াছিল বলিয়া বোধ হইয়া-ছিল। বাঁধিবার সময়ে সে একজন ডাকাইতের হাতে ও পায়ের গোচে কামড়াইয়া মাংস ছিঁড়িয়া লইয়াছিল। ঐ পাইকের কথায় ডাকাইতেরা কেহ কেহ "নিতে" ও "ভাগু" নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিয়াছিল। বাঁধিবার স্থানে রক্তযুক্ত খানিক মাংস ও রক্তের কয়েকটা পাঁজানি দেখা গিয়াছিল।

এক্ষণে এই ঘটনাসম্পর্কে আসল রহস্য ভেদের কথা বলিতে হইবে। ঘটনার পর দিন অপরাহ্নে দারোগা রহিম বক্স তদারকে আসিল। বড় লোকের বাটীতে ডাকাইতি। তদারকের আড়ম্বর বড়। দিনের বেলায় আবশ্যকীয় স্থান সকল মায়না করা হইল। সন্ধ্যার সময়ে আহত ডাকাইতটির মৃত্যু হইল। সে যতক্ষণ জীবিত ছিল, তখন "ভাগু" এই শব্দ ব্যতীত আর কোন কথা বলিতে পারে নাই। রাত্রি ৩। ৪ দণ্ডের সময়ে দারোগা কাছারীতে বসিলেন। বসুদের বাটীর ও গ্রামের অনেক লোক সঙ্গে নিধি সর্দ্দারকে ডাকান হইল। বসুদের বাটীর যে চৌকীদারকে ডাকাইতেরা বাঁধিয়া ছিল তাহার সঙ্গে কয়েক কথার পরে দারোগা নিধি সর্দ্দারকে লইয়া পড়িলেন; বলিলেন—নিধি! তোমার কেরামতের কথা শুনা হইয়াছে—আসল কথা কি? বল দেখি। নিধি যে সময় হইতে আসিয়া ঘটনার যাহা দেখিয়াছিল তাহাই বলিতেছিল। দারোগা ধমকাইয়া উঠিলেন ও বলিলেন—

সওয়ালের জবাব চাহেন, বাজে কথা শুনিতে চাহেন না।

সওয়াল কি ? বুঝিতেছি না বলিয়া নিধি বলিল।

দারোগা। এখন ন্যাকা সাজ্‌লে চল্‌বে না ; ডাকাইতদের নাম, ধাম ও তোমার সঙ্গে কেন কাজিয়া হইয়াছিল, সব খুলিয়া বল ; বেশী চালাকি করো না।

নিধি। হুজুর ! আমাকে কি ডাকাইত মধ্যে একজন বুঝিতেছেন ? তবে ত আমি বেশ বাহাদুরি দেখাতে এসেছিলাম ! কোথা খোস্‌নাম পাব, না জেলখানা যাব !

দারোগা। মুখ সাম্‌লে কথা কও। যে দিন তুমি কুটুম্ববাড়ী আস্‌লে, সেই রাত্রিতেই ডাকাইতি। তোমায় ত্যাগ করে নূতন ঘাটীর পাইক করায় তাহার উপর তোমার বড় রাগ ও তাহাকেই মার্‌বার্ চেষ্টাও করেছিলে—এই সকল কথা কি আর বুঝ্‌তে বাকি আছে ? এই কাজ করে আমার গোঁপ দাড়ি পেকে গেল, আজ্ কি না তুমি আমায় ন্যাকা ভুলাতে এলে।

নিধি। হুজুর ! আপনার বুদ্ধি বড় ! তা না হলে কি এমন্ পায়া ? আমি গরিব ছোট লোক। মুখ ত সামলানই আছে, তবে হাত সামলাইতে পারি নাই বলে এই ত নাকাল দেখ্‌চি।

দারোগা। জমাদার ! নিধে বেটা সোজা লোক নহে। সোজা আঙ্গুলে ঘি বাহির হয় না। এর কাছেই আসল কথা জান্‌বে। ইহাকে ভাল করে দেখ, তফায়তে লয়ে যাও। তা না হলে কি এমন ডাকাইতিটার কিনারা হবে না ?

নিধি। হুজুর ! ভাল বিচার দেখ্‌চি। দুটো লাশ পড়ে, একটার যেন মাতা নাই। আর একটা ত গোটা লাশ। নিতে ও ভাগু নামে আর দুই জনের নাম প্রকাশ হয়েছে। বাবুদের চৌকীদার এক কি দুই ডাকাতের হাতে পায়ে কামড়াইয়া ছিঁড়ে দিয়েছে। যার মাতা

কাটা হয়েছে, তাহার কোন ওয়ারিস থাক্‌লে তার মুখ বন্ধ কর্‌তে ডাকাইতদিগকে ব্যস্ত হতে হবে। এতেও যদি ডাকাইতির কিনারা না হয়, তবে আর কিসে হবে? আমি মহাশয়! নির্দ্দোষী বল্‌চি। পরে টের পাবেন।

এই সকল কথা সময়ে গ্রামের কয়েকজন লোক উঠিয়া বলিল মহাশয়! আমরা নিধের পক্ষে সাক্ষ্য দিব। তার কোন দোষ নাই। সে ভাল মানুষ।

দারোগা বলিলেন এ সব যোগ-সাজসের কথা দেখ্‌ছি। গ্রামভেদী না হইলে ডাকাইতি হয় না, জানা আছে। যাহাহউক পরদিন হইতে লাশ দেখাইবার নিমিত্ত পড়শগ্রামের লোকজনকে আনা হইতে লাগিল। তৃতীয় দিবসে আর একজন হিন্দু দারোগা আসিলেন। তিনি লাশ দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া তখনি চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়ে রহিমবক্স দারোগার ঘোঁড়াটি চাহিয়া লইয়া সত্বরে গেলেন। দুই তিন ঘণ্টা বাদে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। এইবারে সঙ্গে একটি দীর্ঘাকার পুরুষ, ১২। ১৩ বৎসরের এক বালক, ১৪। ১৫ বৎসরের একটি স্ত্রীলোক এবং একটি প্রাচীনা স্ত্রীলোক ছিল। প্রথমবারে এই হিন্দু দারোগা যখন আসিতেছিলেন, তখন ঘটনাস্থলের আন্দাজ দুই ক্রোশ দূরে একটি বড় পুকুরের পাড়ে বৃক্ষতলায় বসিয়া তিনি খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে পূর্ব্ব কথিত দুইটি স্ত্রীলোক ও বালকটি ঐ পুকুরে জল খাইয়া ম্লানবদনে পথে চলিতে লাগিল। দারোগাকে উহাদের পাছে পাছে কতকদূর আসিতে হইয়াছিল। ঐ সময়ে প্রাচীনা স্ত্রীলোকটি আপনা আপনি আক্ষেপ করিতে করিতে বলিয়াছিল—আজ এমন্ করে কি তোকে আস্‌তে হয়? তা যেমন তোর কপাল; যখন সে গেল, তখন ছাই টাকা কড়িতে আর কি কাজ; হা পরমেশ্বর! ফুকরবার যো নাই, পেটভরে কাঁদবারও যো নাই। এই কথাগুলি

দারোগার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু তখন তিনি ইহাতে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। ঘটনাস্থলে গিয়া যাহা কিছু দেখিলেন তখনি ঐ সকল কথার অর্থ তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল এবং তিনি ঐ লোকগুলির সন্ধানে দৌড়িলেন। কতকদূর যাইবার পরে অপর একজন জোয়ানসহ কথিত তিনটি লোক সঙ্গে উহাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি উহাদের সকলকে ফিরাইয়া আনেন। উহারা অন্যান্য লোক সঙ্গে আসিয়া লাশ দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল প্রকাশ পাইল। পরিশেষে এই সামান্য-সূত্র হইতে হিন্দু দারোগার প্রযত্নে প্রকৃত রহস্য প্রকাশ পাইল। মাতা-কাটা লাশটির নাম নিতাই; যুবতী স্ত্রীলোকটি নিতাইর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী; বালকটি ঐ স্ত্রীলোকের ভাই; প্রাচীনা স্ত্রীলোকটি নিতাইর দূরসম্পর্কে পিশি; সে নিতাইয়ের স্ত্রীকে পিত্রালয় হইতে আনিতে গিয়াছিল। বড় জোয়ানটির নাম ভাগবৎ বা ভাগু এবং সে অপর মৃত ডাকাইতের জামাতা, এই সকল কথা প্রকাশ হইলে অপর ডাকাইত-দিগের সন্ধান হইল। যুবতী স্ত্রীলোক এবং ভাগুর মৃত শ্বশুরের পরিবারকে যাহা যাহা দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িল। নিধির পক্ষে বিধি সদয় হইলেন। রহিমবক্স দারোগা আপন অনুমান শক্তির মাহাত্ম্য বুঝিলেন কি না জানা গেল না।

জিলা——সব ডিবিজন——র মধ্যে রত্নেশ্বরবাটী গ্রামের নবীন মানার বাটীতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে একরাত্রিতে ডাকাইতি হয়। ডাকাইতেরা লোহার সিন্দুকের চাবির নিমিত্ত নবীন ও তাহার পরিজনের উপরে বড় অত্যাচার করে। অস্ত্র ও জ্বলন্ত মসাল দিয়া যাতনা দেয় এবং অনেক বন্দকী গহনা পাতি, নগদ টাকা এবং অনেক পয়সা লুট তরাজ করে। নবীন মানার গোলদারী দোকান ও লবণের ব্যবসার আছে। তাহার ঘরের পশ্চিম উত্তরে আন্দাজ ৭।৮ রসি তফায়তে গঞ্জের মধ্যে দোকান। মূল্যবান সামগ্রী দোকানে রাখিত না। নিজ

বাটীতেই রাখিত। কাঁচা ঘর কিন্তু বিলক্ষণ শক্ত ও ঘেরা ঘোরা বটে। বাটীর দক্ষিণেই একটি নূতন পুষ্করিণী। তাহার পাড়ে নূতন বাব্‌লা গাছের বন। গরু মনুষ্য যাইবার যো নাই। পশ্চিমে অনেকের বাস। চালে চালে বসতি। পূর্ব্বে এবং উত্তরে খানিক দূর পর্য্যন্ত কতকগুলা শিমুলের ছোট বড় গাছের জঙ্গল। লতা সকল শিমুল গাছের ডালে উঠিয়া ঐ স্থানে একবারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। নবীনের সদরের সম্মুখে উত্তর দিগে দশ বার কাঠা খালি জায়গা আছে। এই খালি জায়গায় উত্তরে ও পূর্ব্বমুখে একটি রাস্তা গিয়াছে এবং ঐ রাস্তার কিয়দংশ উত্তর মুখে গিয়া গঞ্জে মিলিয়াছে। রাস্তার উত্তর পূর্ব্বে এক বৃহৎ খাঁত্তড়। বর্ষাকালে অজয় নদের জল উঠিয়া খাঁত্তড়ে প্রবেশ করে। উত্তরে রাস্তার কোণে দক্ষিণদ্বারী একটি নূতন মুদিখানার দোকান হইয়াছে। দোকান ভাল রূপে সাজান হয় নাই। ঘরের মধ্যে বাঁশের মাচা বাঁধা হইয়াছে। নবীনের সদর ও নূতন দোকানের দুয়ার প্রায় রুজু রুজু। ডাকাইতির তদারক নিমিত্ত প্রথমে সব্‌ইন্‌সপেক্টর, হেড কনেষ্টেবল প্রভৃতি গিয়াছিল পরে ইন্‌স-পেক্টর ও যুটিয়াছিল, ষোল দিবস অতীত হইয়া গেল কোন সন্ধান পাওয়ার কথা জানা গেল না। সতের দিনের দিন সবডিবিজনের ডেপুটী বাবু ঘটনাস্থান এবং পুলিসের কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে দেখিতে আসিলেম। অপরাহ্ণে তিনি গ্রামে পৌছিলেন। কথিত নূতন দোকানের পূর্ব্ব দিগে পাল্কি রাখিয়া নবীন মানার বাড়ী ঘর এবং যেখানে লোহার সিন্ধুক মাটিতে গাড়া ছিল তাহা দেখিতে লাগিলেন এবং পুলিস অফিসর দিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাহারা তখন গ্রামের মধ্যে ও পড়শ গ্রামে সন্ধান নিমিত্ত গিয়াছিল। ডেপুটী বাবু নবীনের বাড়ী এবং তাহার দক্ষিণের খিড়কী পুষ্করিণী, পশ্চিমে পড়শী-দের সদর বাড়ী সকল দেখিয়া এবং নূতন দোকানদার সঙ্গে দুই চারি-

কথা কহিয়া পাল্কির নিকটে আসিলেন। রাস্তার উত্তরাংশে বাঁওড়ের ধারের কতক মাটি কাটিয়া নূতন দোকানদার আপন ঘর ভরাট করাইয়াছিল এবং যে স্থান হইতে মাটি কাটান হইয়াছিল তাহা বেশ পরিচ্ছন্ন দেখাইতেছিল। সূর্য্য নামিয়া পড়ায় কথিত শিমুলগাছ সকলের বিস্তীর্ণ ছায়া ঐ মাটিকাটার জায়গায় পড়িয়াছিল। তথায় পাল্কি নামাইয়া ডেপুটীবাবু দক্ষিণমুখে বসিলেন। দেখিলেন সম্মুখে দক্ষিণে একটি ভগ্ন দেবালয়। দেবালয়ের সম্মুখে এক ভগ্ন নাট-মন্দির। তাহাতে অনেক অশ্বত্থ গাছ বাহির হইয়াছে এবং কথিত জঙ্গলের লতা সকল দেবমন্দির আচ্ছন্ন করিয়াছে। ডেপুটী বাবু পুলিস অফিসরদিগের প্রতীক্ষায় পাল্কিতে বসিয়া পড়িতে লাগিলেন। বেহারা প্রভৃতি সকলে নূতন দোকানদারের নিকটে গিয়া গুড়ুক টানিতে লাগিল। ডেপুটী বাবুর নিকটে জনপ্রাণী ছিল না। তিনি একবার দেখিলেন একটি পয়সা ভগ্ন নাটমন্দিরের দিক হইতে গড়াইয়া আসিয়া রাস্তার নীচে ঘাসবনে পড়িল। কিয়ৎক্ষণ বাদে আবার একটি পয়সা গড়াইয়া সমধিক নিকটে আসিল। তিনি পাল্কি হইতে বাহির হইয়া ভগ্ন দেবালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে বেড়াইতে বেড়াইতে অনেকগুলি পয়সা এখানে সেখানে ছড়ান আছে দেখিতে পাইলেন। ইতিপূর্ব্বে ২। ৪ পসলা বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তার ধারে ধারে ঘাস জন্মিয়াছিল। পাল্কিতে আসিয়া এই ডাকাইতির প্রথম এতেলা সঙ্গে যে মাল তালিকা ছিল, তাহাতে ৩৯ টাকার পয়সা লুঠ হওয়ার কথা জানিলেন। বেলা শেষে ইনস্পেক্টর প্রভৃতি আসিলেন। ইনস্পেক্টর ইংরাজী ওয়ালা। তাঁহার সঙ্গে ইংরাজীতে দুই চারি কথায় পরে সে পর্য্যন্ত ডাকাইতির কোন সন্ধান হয় নাই শুনিয়া ডেপুটী বাবু বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। অনেক টাকার পয়সা চুরি যাওয়ার সম্পর্কে কথা কহিতে কহিতে ডেপুটী বাবু দুই একটা বাঁশের সিঁড়ির যোগাড় করিতে পুলিসকে আদেশ করিলেন এবং

ইনস্পেক্টরকে সঙ্গে লইয়া ভগ্ন লাট-মন্দিরের নিকটে বেড়াইতে বেড়াইতে ঘাসবনে পয়সা ছড়ান থাকা দেখাইলেন। এইখানে ডাকাইতেরা হয় ত মাল ভাগ করিয়াছিল, এই কথা বলিতে বলিতে কোন সুরাগ পাইয়াছেন কিনা? সিঁড়ি লইয়া কি হইবে? ইনস্পেক্টর জিজ্ঞাসিলেন। কোন মর্ত্ত্যলোক তাঁহার সুরাগদাতা নহে, এই ভগ্ন দেবালয় সন্ধান দিতেছে বলিতে বলিতে ডেপুটী বাবু আসিয়া অবধি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা কহিলেন। এই সময় মধ্যে দুইটা সিঁড়ি আসিল। ভগ্ন লাট-মন্দিরে সিঁড়ি লাগাইয়া দেখা গেল, ছাদ ফুটি ফাটা হইলেও তাহার স্থানে স্থানে পয়সা ঢালা আছে এবং মন্দিরে যে অশ্বত্থ গাছ সকল জন্মিয়াছে, তাহার শাখা প্রশাখা বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইলে ফাট দিয়া পয়সা ঠেলিয়া ফেলিতেছে। সিঁড়ি মধ্যে একটা কথিত নূতন দোকানদারের দোকান হইতে আনা হইয়াছে জানিয়া ডেপুটী বাবু বলিলেন—এই সিঁড়িটি দিয়াই ডাকাইতেরা ঘটনার রাত্রিতে যে লাট-মন্দিরের ছাদে পয়সা ঢালিয়াছিল তদ্বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। পরে পুলিস আফিসরদিগকে নূতন দোকানঘরে লইয়া ডেপুটী বাবু বলিলেন, ঘটনার রাত্রিতে এই দোকানঘরের মধ্যে মাচায় শয়ন করিয়াছিল এবং ডাকাইতি হওয়া সময়ে সে জাগিয়াছিল বলিয়া দোকাদার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহার নিকটে স্বীকার করিয়াছে; মাচায় বসিলেও নবীন মানায় সদর পর্য্যন্ত বেশ দেখা যায়; পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম দিয়া ডাকাইতদিগের যাতায়াত হয় নাই; নূতন দোকানের সম্মুখ দিয়াই উহাদের সমুদায় কার্য্য হইয়াছে স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে; এই সকল অবস্থায় নূতন দোকানদার যে কোন সন্ধান দিতে অপারক এরূপ বোধ হয় না। এই সকল কথা বলিয়া ডেপুটী বাবু তাঁহার পাল্কির নিকটে যাইলে নূতন দোকানদার বেগে গিয়া তাঁহার নিকটে পড়িয়া গেল এবং ভৈরব ডোম প্রভৃতি কয়েকজন ডাকাইতের নাম উল্লেখ করিয়া তাহাকে বড়

শাসন করিয়াছে, দোকানে আগুন লাগাইয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখাই-য়াছে; ডাকাইতি সময়ে ভৈরব তাহার সিঁড়ি লইয়া গিয়াছিল সত্য ইত্যাদি কথা বলিতে লাগিল। যাহাদের নাম প্রকাশ হইল পুলিস তাহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইল। ডেপুটী বাবুকে ঐ রাত্রিতে তথায় থাকিতে হইল। যে বাটীতে তাঁহার বাসা হইল তাহার উত্তর পূর্ব্বে একটি বৃহৎ বাঁশবন। রাত্রি দুই তিন দণ্ড সময়ে ডেপুটী বাবুর একজন বেহারা আবশ্যকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত বাঁশবনে গিয়াছিল, দেখিল—উত্তরদিক হইতে একটা লম্বা জোয়ান আসিয়া বন-মধ্যস্থিত এক ডোবায় নামিল এবং জলে কি যেন রাখিয়া দিল। বেহারা উঠিয়া লোকটাকে ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অপর বেহারারা জ্বলন্ত লণ্ঠন সহ দৌড়িল। দুইজন চৌকীদার এবং একজন কনেষ্টেবল অপর এক আসামীকে লইয়া নিকট দিয়া আসিতেছিল, তাহারাও গোল শুনিয়া বনে গিয়া দেখিল ভৈরব ডোম ধরা হইয়াছে। উহার কাপড় ভিজা, হাতে পাঁকের গন্ধ জানা গেল। জলের মধ্যে একখানা মাত্তা ঘুরাণী জাল পাওয়া গেল। মাল-তালিকায় এই জাল লেখা ছিল। ভৈরব ডোম কয়েদ খালাসী পুরাণ পাপী। সে নিকটে অপর জিনিস রাখে নাই। মাচ ধরার বাই থাকায় জাল খানির মায়া ছাড়িতে পারে নাই, নাম প্রকাশ হওয়ার কথা শুনিতে পাইয়া জাল খানি তফায়ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

দুইটি পয়সা পড়ার সূত্র অবলম্বনে অল্পক্ষণ মধ্যে একটি বৃহৎ ব্যাপার আবিষ্কৃত হইল।

জিলা——র মধ্যবর্ত্তী বমপুর গ্রামের তিলক দত্তের বাটীর পূর্ব্বে অনতিদূরে বাঁধা বকুল গাছের তলায় একটি বৃদ্ধ বসিয়া জাল বুনিতে-ছিল। বয়স প্রায় ৭০ সত্তর। শরীর শক্ত ও সবল। বর্ণ কোকিলের মত কাল; চক্ষু দুইটি কুঁচের মত লাল। মাতার সমুদায় কেশ পাকা

ও সাদা। বেলা ২।৩ দণ্ড হইয়াছিল। পরাণকলে নামক একব্যক্তি আসিয়া "খাঁয়ের পো! কতক্ষণ?" বলিয়া বৃদ্ধ কে সম্ভাষণ করিল। বৃদ্ধের নাম রামতনু খাঁ। সকলে "খাঁয়ের পো" বলিয়া ডাকে। উহাদের কথা বার্ত্তা সময়ে কাসীম সেখ, কিনু ধোবা, সদয় সর্দ্দার, ঝড়ো গোয়ালা এবং সাগর বাগ্‌দি ক্রমে ক্রমে আসিয়া যুটিল। সাগর ও ঝড়োর বগলে এক একটা গুণ থলে ছিল। ঝড়ো গোয়ালা বলিল খাঁয়ের পো! রকম সকম কি বল দেখি? হেঁটে হেঁটে ত পায়ের তলা উড়ে গেল! আষাঢ়ের শেষ; ঘরে ভাত নাই; ছেলেপিলে ত মর্‌বার দাখিল; সরকার বেটার ত কথার ঠিক নাই; আজ না কাল্ করে কেবল দম দেয়, বাবু ত দেখেও দেখেন না। সাগর বাগ্দি বলিল তাহারও ঐ দশা; ঘরে কিছুমাত্র নাই; আজ ধান দিবার কথা আছে কিন্তু বাবু ত এখনও কাছারীতে বসেন নাই। সরকার মহাশয় বসে কেবল কাগজ ঘাঁট্‌চেন আমি এই দেখে এলাম। ঝড়ো বলিল, খাঁয়ের পো! তোমাকে বারবার বলেছি, এবারেও বল্‌চি আমরা ইহার পর মোট ঘাট এ তিল্‌কে বেটার বাড়ীতে আর কখন আন্‌বো না; আজ্ যদি আমায় ফেরায়, তবে দেখ্‌বে অল্প দিনের মধ্যে এ বেটার ভুঁড়ি তরমুজ হাঁসানো করবো। সদয় সর্দ্দার বলিল, সত্য বটে; তিলক বাবুর ভুঁড়িটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেড়ে উঠ্‌লো। কিনু ধোবা বলিল দশ মাসে মেয়েদের পেট কত বড় হয় খবর রাখ? এ যে দশ বৎসরের অধিক হবে, তোমরা ও অন্য দলের লোকেরা কত ঘর মেরে এনে এই তিলক বাবুর পেটেই ঢাল্‌চো তার হিসাব রাখ? লোকে বলে কড়ি আর ভুঁড়ি কিছু জমিলেই বাড়ে। ঝড়ো বলিল, যা করেচি, তা করেচি, পাঁচ পুকুরের জল এক জায়গায় করেচি; এখন একদিন এক চুমুক মেরে সব শুষে নেব।

পরাণকলে একটু মুচ্‌কি হাসিয়া এবং তিলক বাবুর বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, দেখ্‌চিস্! দু তালা, তিন তালা উঠেছে;

চুমুক মারবার যাট কই ? ঝড়ো বলিল, কি বাড়ী দেখাচ্ছিস্? নুর-পুরের মররাদের অন্দর বাড়ী দেখেছিলি ? সেখানে ত এই ঝড়ো না হলে কাজ চলে নহে। সদর দেউড়ি ও পাকা ছাদ মার্‌বে ঝড়ো; দামি মাল আনবে ঝড়ো ; ভাগের বেলায় কিছুই না, চাট্টি চাট্টি ধান দিতেও কত গোল ! কাসীম সেখ বলিল, তুই ! দামি মাল চাস্ না কি ? বলদ ধান চাস করে, খেতে পায় কি না, খড় আর কুঁড়ো ! সদয় সর্দ্দার বলিল, ঝড়ো হাঁদাকে লয়ে তামাসার কথা নহে, সত্যই বল্‌চি আমাদের পরামর্শ হয়েচে, বাবু যদি আমাদের আবশ্যক মতে ধান চাল আগে যেমন দিতেন, এখন আর না দেন, তবে এক রাত্রিতে সকলে মিলে বেটাকে দেখ্‌তে হবে। খাঁয়ের পো ! তুমি একটু মনোযোগ কর, সকলে মিলে বাবুকে বল্‌বে চল ; মহাজনের কাছেও পাই না, এখানেও পাই না ; চলে কেমন করে বল দেখি ? কিনু ধোবা বলিল, তোমাকে মহাজনের নিকটেও যেতে হয় না কি ? তোর্ কিরে ? তুই ধোপার ছেলে ! তোর ত এক্‌টা লোক দেখান ব্যবসা আছে। আমার ও ঝড়োর যে পুলিসের কাছে খোসনাম বড়, দুই জনের মাসতদারক হয়; দুই জনেরই এক মহাজন ; প্রথমে পুলিসকে ঠকাবার নিমিত্ত নামে একটা মহাজন করেছিলাম, যেমন নিতাম, তেমন শোধ দিতাম, এখন ত আর মহাজনের কড়া গণ্ডা দেওয়া হচ্চে না, এখান হইতেই রসের যোগান ছিল তাও ত প্রায় বন্দ হয়ে এল দেখ্‌চি।

কাসীম সেখ খানিক নীরব থাকিয়া বলিয়া উঠিল, খাঁয়ের পোর সঙ্গে পরামর্শ করে তোদের ত সব কাজই হবে দেখ্‌চি। ইনি ত কথা কচ্চেন না। বেটা, বুড়ো হয়েছে, সে কেলে রোক ও গেছে ; তোদের মত এ বেটার ভাবনা চিন্তাও নাই ; ভাগের সময়ে আপনি আপনার ছেলে; জামাই, সম্বন্ধী প্রভৃতির ভাগ মারেন। এর সঙ্গে পরামর্শ কর্‌লে কাজ হবে না।

রামতনু খাঁ বলিল, সেখের পো ! কি কথা বলবো ? কাজের কথা হলে উত্তর দিতে পারি। ছেলে ছোকরার দল, কত এলোমেলো কথা বল্‌চে, বলুক। আসল কথা জান ? তোমাদের মত অনেক লোককে তিলক বাবুর দিতে থুতে হচ্চে। হাতী পোষা, আর খোরাক যোগান সোজা নয়। বাবুর মেজাজও এখন গরম দেখা যায়। আমরা পাঁচ জনেই গরম করে তুলেছি, তবে আজ সবাই মিলে বল্‌বে চল, পরে যা হয় পরামর্শ করা যাবে। সকল দিকে এখন সাবধান হওয়া চাই। হাওয়ার হাজার জিভা জেনো। আগে পেটের দায়ে ১০। ১২ কোশ পথ চলে রাতারাতি লোকের ঘর মেরে আন্‌তে হতো। পথে চলবার সময়ে লাঠির উপরে ভর দিয়ে লাফ্ মেরে মেরে যেতে হতো। কাঁথা ধোকড়ায় মাল বেঁধে আন্‌তে হতো। এখন বিলাতী দে-সলাই ও রেলের চলন হয়েচে। ডাকাইতি ত এখন শকের কাজ হয়েছে। কলিকাতা এখন ফরেশডাঙ্গা হয়েচে। জেলখানাও ত এখন শ্বশুরবাড়ী হয়েচে। রেলে চড় ; বিলাতি ব্যাগে মাল ভর ; যেখানে ইচ্ছা পাড়ি মার ; হাট বাজারে মাল ছাড় ; এখন আর এ রকম বাবুদের খোসামুদি কর্‌তে ইচ্ছা যায় না। এ সকল বুঝি ; কিন্তু এ কাজও বড় ঝোঁকের কাজ। এখন পুলিসের দল বেশী। সকলে মিলে গেলে চলে না। তুমি আমি গেলেও কাজ হয় না। সকলের বিশ্বাস কোথায় ? ডাকাইত যে খারাপ জিনিস। কাজ খারাপ ! সকলের মনও খারাপ। খারাপ হবার কথা। যারা লোকের ঘর মার্‌তে পারে, তারা কি আপনার দলের লোককে ঠকাতে পারে না ? বাজারে বেচে বেড়ালে জিনিসের দর হয় না। কম দামে দিলেও লোকে সন্দেহ করে। আর বুড়ো হয়েচি, রোক কমেচে বলে যা বল্‌চো, তা নহে। যেমন জোর কমেচে, হিসাব বেড়েচে। ওয়াকফ সাহেব যখন আসিষ্টাণ্ট, যখন পাকা মাজিষ্ট্রেট, পরে যখন ডাকাইতি

কমিশনার তখন তাঁকে দেখেচি। যেমন যাত্রার সঙ, তেমন কখন চোর, কখন ডাকাইত, কখন গোয়েন্দা সেজে দিনে রেতে তাঁর সঙ্গে দেখা করেচি, তিনি কি আমার আসলরূপ বুঝ্‌তে পেরেছিলেন? তোরা কি আমার রোক ও হিসাব বুঝ্‌তে পারিস? কেবল লাল নীল পাগড়ী-ওয়ালা পাহারাওয়ালা নহে। এখন সাদা কাপড়ে বাবুসেজে কত পুলিস লোক বেড়াচ্চে তার কেউ ঠিকানা রাখ? এখন অনেকে দুই একটা কাজের পরে সর্দ্দার সেজে দাঁড়াচ্চে, তেমন মারাও পড়্‌চে, কাজেই দেখে শুনে রোক কমাতে হচ্চে।

সদয় সর্দ্দার বলিল, বুড়োর রোক যেমন কার, তেমনই আছে, কমে নাই। এক সময়ে বুড়ো নাকি একলাই এক ডাকাইতি করে ছিল শুনেচি।

কাসীম জিজ্ঞাসিল খাঁয়ের পো! রকমটা কি হয়েছিল শুন্‌তে পাই না? বলিতে বলিতে বাবুর বাড়ীতে চল।

রামতনু বলিল, তোমরা তাকে ডাকাইতি বল, আর যা বল, এক-লাই তা করে ছিনু সত্য। বালগড়ের সেই বড় ডাকাইতির কথা কি তোমাদের মনে হয়? তাতে আমার নাম প্রকাশ হয়। তাতেও কিছু হতো না, তবে নষ্ট মেয়ে মানুষের পাল্লায় পড়ে এই একবার আমায় ফেরে পড়্‌তে হয়েছিল। তখন আমি ভর্ত্তী জোয়ান। গদার স্ত্রী ছাড়া তারার বুন্ লকীকে রেখেছিলাম। পুলিস এই দুই শ্যালীকে হাত করে আমায় ধরে। নষ্ট মেয়ের সন্ধান আসল সন্ধান বুঝ্‌বে। এ জেল সে জেল করে শেষে পাঁচ বৎসরের পরে মুরসিদাবাদের জেল হতে খালাস পাই। তখন খালাসের পরে কয়েদিদিগকে পথ খরচ দেওয়া কিম্বা পুলিসের হেফাজাতে পাঠাইবার নিয়ম ছিল না। খালাসের সময়ে হাতে সাতটি মাত্র পয়সা ছিল। জেলে একজন হিন্দুস্থানী কয়েদির গাঁজার যোগাড় করে দিয়াছিলাম, তাতে ক্রমে সাতটি পয়সা পেয়ে-ছিলাম। পথে আস্‌তে আস্‌তে নদীর ধারে একটা নূতন গঞ্জ হতেছিল

দেখ্‌লাম। জায়গার নাম টা মনে হয় না। মুগ কলাই ও চিনির কারবার বেশী। রোজ নগদ খরিদ বিক্রী দেখেছিলাম। টাকার ঝন্‌ঝনানি রাত দিন। দেখে মন খারাপ হলো। ভাব্‌লাম পাঁচ বছরের পরে শুধু হাতেই বা ঘরে যাব কেমন করে? সেদিন সেখানে থাক্‌লাম এবং ঘুরে ঘেরে রকম সকম দেখলাম। পর দিন নদীর ধারে মড়া শ্মশান হতে নেকড়া কানি, নূতন গাছের ঘেরা হতে বাঁশ তুলে ও খানিক তেল কিনে কয়েকটা মসাল বাঁধলাম। আমার কপাল গুণে ঐ দিন সন্ধ্যার সময়ে সামান্য মেঘ ও খানিক্ টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হয়ে গেল। মহাজনেরা আপন আপন দোকানে বসে রোকড় মিলাতে লাগলো। এখানে সেখানে গাছের ঘেরার উপরে কয়েকটা জ্বলন্ত মসাল গেড়ে, গাঙ্গারি ঝেড়ে, কয়েক বার দৌড়া দৌড়ি কর্‌লাম, একটা ঝাঁপের বাঁশ টানিয়া কাহার দোকানে লাঠি, কাহার দোকানে ইট ছুড়িয়া মার্‌লাম এবং এক দোকানে টাকার শব্দ শুনিয়া বেগে ঢুকিলাম, দেখ্‌লাম এক জন তক্তপোষে টাকা ঢেলে গণ্‌তেছে। একটা বাট্‌খেরা তুলে তার্ মাতায় এক আঘাত মার্‌লাম। সে কাবু হয়ে পড়্‌লো। আমি কতক গুলা টাকা আঁচলে ভরে এবং সম্মুখের মসালটা তুলে নিবাতে নিবাতে দৌড়ালাম। নিকটে এক আকের ক্ষেতে ঢুকে টাকা গুলা বাঁধ্‌তে ছিলাম, এমন সময়ে কয়েক জনা লোক এই দিগে, আক্‌ক্ষেতে এক বেটা ঢুকেছে বলে গোল করে আস্‌তে লাগ্‌লো। আমি চীৎকার শব্দ করে বেরুলাম, বল্‌লাম, ওরে! তোরা পশ্চিমে যা আমি এই শ্যালাদিগকে এক আওয়াজে নিকাস করে যাচ্চি, এই বলে কালরকম বাঁশের তাড়া টা ধরে মসাল ফুঁকে বন্দুকে লাগাবার মত ধর্‌লাম। আকগাছের জলে তাড়াটা ভিজে ছিল, আলোতে বন্দুকের মত চক্‌চক্ করায় সকলে ধড়াধড় শব্দে পড়্‌তে লাগলো। আমি পালালাম। এতে প্রায় ছশোটাকা মেরে এনে ছিলাম।

শ্রাবণ মাসের এক রাত্রি প্রায় দুই প্রহর সময় গোলা বাড়ির দাওয়ায় তিলক বাবু একটি চামড়ামোড়া মোড়ায় বসিয়া আছেন। নিকটে মুক্ত সর্দ্দার ফুস্ ফাস্ শব্দে কি বলিতেছে। রাত্রি ঘোর অন্ধকার, মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টি পাত নাই। নিকটে কোন আলো নাই। দাওয়ার এক পার্শ্বে একটা হাঁড়িতে ঘসী ও তুষের আগুন আছে। তাহার গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। গোলাবাড়ীর সদর দুয়ার বন্ধ। খানিক পরে খিড়কি দুয়ারে "খট" শব্দ হইল এবং দুইটি জোয়ান ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। মুক্ত সর্দ্দারের সঙ্কেত অনুসারে ঐ দুয়ার বন্ধ করা হইল। ভীমা ও নয়না সর্দ্দার আসিয়া বাবুকে প্রণাম করিল। বাবু উহাদিগকে নিকটে বসিতে বলিলেন। নয়না বলিল হুজুর! মুক্ত সর্দ্দারের নিকটে সকল কথা শুনেছি। তা, যা ঠাউরেছেন তা ঠিক। বেশী বাড়াবাড়ি হয়েছে। তা কোন চিন্তা নাই; আমরা আপনার সব কাজ আঞ্জাম করবো! ভীমা বলিল, কাঁটা বাঁশের ঝাঁড় কতক ছাঁটা গেলেই ভাল, বাকি গুলা বাড়িতে পারে। নয়না বলিল, আমাদের মোটা রকম বকসিস্ টার কথা যেন মনে থাকে। মুক্ত সর্দ্দার বলিল, শুধু না নয়, এই কর্ম্মের পরে আমার ও নয়নার নামে থানায় রিপোট করে দেউড়িতে দরওয়ান রাখিতে হবে; এক এক জোড়া রূপার মোটা মোটা বালা হাতে আমরা যদি দেউড়িতে বসিয়া থাকি তবে ইন্দ্র চন্দ্রের ও গতিবিধি থাক্‌বে না দেখ্‌বেন। বিশেষ এই কাজের পরে আপনার উপরে অনেকের রাগ হবার কথা।

তিলক বাবু। রাগের কথা কি বল্‌তেছ! সে দিন ঝড়ো ঘোষ, কাসীম, খাঁয়ের পো প্রভৃতি আমাকে বড় শক্ত শক্ত বলেছে; এক রকম ভয়ও দেখাইয়াছে।

নয়না। ভাল কথা হুজুর! এই খাঁয়ের পোকে রেহাই দিতে হবে। সে আপনার মন্দকারী নয়।

তিলক বাবু। উ! না না! সেটি হবে না। খাঁয়ের পো আসল বদমাস। ওর মুখ চক্ দেখে ভয় হয়। কথা কম কয় সত্য কিন্তু যা বলে, তা ওস্তাদি ধরণের কথা। সেই বেটা ত সকলের গুরু।

মুক্ত। খাঁয়ের পো গেলে আমরা উপায়বুদ্ধি হারা হবো। তার মত একটা লোক এ তল্লাটে নাই। বিশেষ তার ছেলে, জামাই প্রভৃতি নিজের অনেক লোক নানা দলে আছে। সকলকে নিকাস করা তো সোজা হবে না।

তিলক। যা হউক, যত শীঘ্র হয় এই কাজ চাই। এই শ্রাবণের মধ্যেই নিকাস করতে হবে।

নয়না। তবে গাঁয়ের ওপাশে আপনার সেই লম্বা ঘরখানি যাতে কিছু দিন চালখটি হইয়েছিল, সাফা সুতুরা করাবেন। এ গোলাবাড়ীতে হবে না।

তিলক। সে যে গাঁয়ের প্রায় বাহিরে হলো। রাণী বাম্ণীর ঘর হতে যে অনেক তফায়ত হবে?

নয়না। তাই ত চাই। নিকটে আপনার চারা আমবাগান আছে। পরে আপনাকে সব বুঝিয়ে দেব। এখন আমরা তবে বিদায় হচ্চি। রাণী বাম্ণীর কথাটা ঠিক লাগ্‌বে কি না দেখ্‌বেন।

শ্রাবণ মাসের শেষে এক দিন অপরাহ্ন সময়ে রামনগর গ্রামের বাগানে অনেক লোক জন জমিয়াছে। পুলিস লোক কয়েক জন ডাকাইত ধরিয়া—সবডিবিজনে লইতেছে। দর্শক মধ্যে সাগর বাগদি ছিল। সে দেখিল তাহার পরিচিত শ্যামা ডোম, পরাণ কলে, নফড়া হাড়ি, নবীন সর্দ্দার প্রভৃতি ১৮।১৯ জন প্রধান প্রধান ডাকাইত কে ঘেরিয়া অনেক পুলিস লোক বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। উহাদের অনেকেরই গায়ে দাগ জখম, কাহার হাতে কড়া, কাহার দড়ি দিয়া হাত বাঁধা। সাগর দেখিতে লাগিল কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না। খানিক তফায়াত

এক গাছের তলায় কাসীম সেখ এবং কালী সর্দ্দার দুইটি ঝুড়িতে পা সকল উচ্চ ভাবে তোলা ও গুড়ের পায়ার মত বসান রহিয়াছে দেখিল। ঝুড়ি ও বাঁশে ঝোলান। উহাদের উভয়ের পা, হাঁটু, বাহু আদিতে অনেক চোটের দাগ—চলিবার শক্তি নাই—দুই জনকে যেন তামাক কাটা করিয়াছে। যাহারা উহাদিগকে বহিতেছিল, তাহারা কিছু তফায়াতে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, কেহ জল, কেহ তামাক খাইতেছিল। ঝুড়ির নিকটে কোন পুলিস লোক ছিল না। সাগর বাগ্দি আস্তে আস্তে নিকটে গিয়া কাসীমকে চাচা সম্বোধনে সেলাম করিল। কাসীম বলিল কি সাগর! বেঁচে এসেছিস্? যদি বেঁচে থাকিস্, তিলকে বেটাকে একবার দেখিস্ বাবা! আমাদের ত এই দশা দেখছিস্—বাঁচবার আশা নাই। তোকে ত সে রাতে সেখানে একবার দেখেছিলাম—পলালি কখন?

সাগর। ঘরে অনেক মদের কলসি ও জামাই আদর দেখেই ত আমার মনে সন্দেহ হয়। আগে কখন এত মদের আমদানি দেখি নাই। পথ চলে গেছি, একটু একটু খাবার পরেই নেশা হলো—ঘুম এলো। যেমন চট্‌কা ভাঙ্গলো, দেখলাম সব আলো নিবাণ; দক্ষিণে একটা দীপ মিট্‌মিট্ কচ্চে। সকলেই বেহুঁস। আমাদের হেতের ধড়ি একটি নাই। এতে আরও সন্দেহ। তাড়াতাড়ি বাহিরে—একবারে রাস্তায়। তখন রাত্ সাঁ সাঁ কচ্চে। ভীমে, নয়না প্রভৃতি কাকেও দেখ্‌লাম না। এত রাতে আর কোথা বা কম্ম হবে? মন বড় খারাপ হলো। দক্ষিণে মাঠের দিকে একবারে চম্পট। খানিক পরেই ভীমার গলার মত গাঙ্গারি শুনে পাছে—দেখিত—ঐ ঘরের সমুখেই টপাটপ কয়টা মসাল জ্বালা হলো—ঢালের শব্দ—গোল চীৎকার উঠ্‌লো। দৌড়—একবারে কোশ দুই এসে মসিদপুরের বাঁধের নীচে খেজুর তলায় খানিক বস্‌লাম। খানিক পরেই ডাইনে একজনের

কাতরাণি শব্দ শুন্‌লাম। আস্তে আস্তে গিয়ে দেখলাম—ঝড়ো গোয়ালা—রাস্তার ধারে পাটভাণ্ডারের মত পড়েচে। তার এক উরুতে বল্লমের চোট,—রক্ত ঝুজিয়ে পড়্‌চে। তার মুখে একটুকু জল দিলাম। সে আমায় পলাতে বল্‌লো। তা, ব্যাপারখানা কি চাচা!

কাসীম সেখ। ব্যাপারটা আর কি? সকলকে নিমন্ত্রণ করে ডাক্‌লে; পরে আমরা এক রাঁড়ীর ঘরে ডাকাইতি করেচি, আর বাবু আপনার চাকর বাকর লয়ে লড়াই করে আমাদিগে ধরেচেন, এই কথা আর কি? পুলিস তাই বিশ্বাসও কর্‌লে।

কালী সর্দ্দার বলিল—আর তিলক বাবুকে সাহেব দারোগাগিরি দেবেন বলেছেন। একাজ তিলক বাবুর নিজের বাড়ীতে হলে বরং সাজ্‌তো। রাঁড়ীর মেয়ে বেচা টাকা ছিল গুজোব তুলেছে। তা আমাদের পাঁচভূতের মত হতে হতে ত কাল গৌণ। এ সব কাজে যে ফোঁড়, সেই টিপ না হলে চলে কি? আরও কাকে কাকে এখন টানে—ঠিক নাই। যদি তুই বাঁচিস তবে আমার সম্বন্ধী বিশের সঙ্গে সলা করিস্, তিল্‌কে বেটাকে একবার দেখিস্—আর নয়না ও মুক্ত দাগাবাজী করেচে—সাবধান—ভুলিস্ না।

এই সময়ে—চল—উঠ—সব, রওয়ানা হও—বলিয়া জমাদার হুকুম দিল। সাগর সরিয়া দাঁড়াইল। এই মোকদ্দমায় অনেকের দণ্ড হইল। তিলক বাবুর রাজসরকারে বড় খোসনাম হইল। তিনি দারোগাগিরি কর্ম্ম পাইলেন। সাবেক আঁধারে সাজ পরিত্যাগ কর্ম্মা, হইয়াছিল। এখন আবার দিনের বেলাতেও সময়ে সময়ে টাকার পরিবর্ত্তেন দেখা যাইত। মওক্কেল,

ডিটেকটিভ এলেথার আসিষ্টাণ্ট——র যত্নে একবারে সমান হাল ডাকাইতির সন্ধান হয়। একরারী ডাকাইত মধ্যে দুইজনা। বেশা কারের পক্ষে সাক্ষী করা হয়। ইহাদের একরারে অন্তঃচার ধরে

মধ্যে—জিলার জেল থানার প্রধান জমাদার একজন হিন্দুস্থানীয় ব্রাহ্মণ অনেক গুলি ডাকাইতিতে লিপ্ত ছিল প্রকাশ হয়। ঐ সময়ে জেলে ঐ জমাদারের কার্য্য ছিল না কিন্তু সে সদর ষ্টেসনে আপন উপপত্নীর বাটীতে থাকিত। কথিত দুই ব্যক্তির একরার গ্রহণের পরেই পুলিস বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটকে সঙ্গে লইয়া জমাদারের উপপত্নীর বাটীতে যায় এবং একরার অনুসারে এত চোরা সামগ্রী বাঁহির হয় যে জমাদার ও তাহা অপলাপ করিতে অপারক হয়, পরিশেষে নিজে এক-রার করিয়া ফেলে। জেল থানার কয়েদি মধ্যে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ডাকাইতকে লইয়া অন্ধকার রাত্রিতে জেল হইতে বাহির হইত এবং উহাদের সন্ধান ও সাহয্যে মফঃসলে ডাকইতি করিয়া রাতারাতি জেলে আসিয়া উপস্থিত হইত এই সকল কথা জমাদার প্রকাশ করিল এবং সকলকে বিস্মিত হইতে হইল। ইহা স্থানীয় পুলিসের জ্ঞান গোচর হওয়া দুরূহ ছিল।

একরারী গোয়েন্দা মধ্যে দামুদাস এক অদ্ভুত জিনিস। তাহার বুদ্ধি-চাতুর্য্য দেখিয়া কি পুলিস, কি উকীল, কি বিচারক, সকলকেই বিস্ময়াপন্ন হইতে হইয়াছিল। সে আপন বৃত্তান্ত অতি সরল ভাবে প্রকাশ করিয়াছিল। এইবৃত্তান্ত গুলি তাহার নিজের কথায় সংক্ষেপে বলিতে পারিলে অনেকের নানা বিষয়ে জ্ঞান জন্মিতে পারে।

দামুদাস। আমি——জিলার জজ আদালতের দেওয়ান বাবুর পক্ষের সন্তান। ৭।৮ বৎসর বয়সের সময় যা যা হইয়াছিল ভাল মনে আছে। দেওয়ান বাবু তান্ত্রিক ছিলেন। রাত্রিতে পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত মাতাকে জাগিয়া থাকিতে সময় হইতে আমারও রাত্রি জাগা অভ্যাস। বাবুজী দিয়াছিলেন। বাঙ্গলা এবং থোড়া বহুত্ ইংরাজী শিখিয়া-আমায় ১৪।১৫ বৎসর বয়স হইলে বাবুজীর মৃত্যু হয়।

ইহার কিছুদিন পরে ওলাউঠা রোগে মাতার মৃত্যু হয় এবং আমি নিরাশ্রয় হই। ইহার পূর্ব্বেই আমার পড়া শুনা বন্ধ হইয়াছিল। মায়ের যে কিছু গহনাপাতি ছিল তাহাতে কিছু দিন গুজরাণ হইল। আর একটি বিশেষ রোগ জন্মিল। পাড়ার শ্যামী হাড়িনী আমার মনের মহাব্যাধি দাঁড়াইল। শ্যামী প্রায় আমার বয়সী। দেখিতে অতি সুন্দরী। তাহাকে এবং তাহার বড় ভগনী রামীকে দেখিলে বড় বড় বাবু ভেয়েদের মন বিচলিত হইত। ছেলেবেলা হইতে শ্যামীর সঙ্গে আলাপ কথা বার্ত্তা চলিত। সে রাজী কিন্তু তার ভগিনী বিরক্ত হইত। মায়ের দুই থানা গহনা রামীকে দিয়া হাত করিলাম। শ্যামীর স্বামী আছে। সে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে বাবুরচি নিযুক্ত ছিল। আমার সুযোগের অভাব ছিল না। ক্রমে পয়সার প্রয়োজন ও চুরি অবলম্বন হইল। দেখিলাম ইহাতে বেশ আমোদ। পাড়ার ও তামাম সহরের অনেকরই যেথানে যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, আমার হস্তগত হইল। ক্রমে এই কাজে হাত যশ বাড়িল। সময় ক্রমে ফৌজদারী কোর্টে মুক্তারদের নিকটে টর্নিগিরি আরম্ভ কর্লাম। এথানে অন্য রকমে বিশেষ লাভ্ দেখলাম না তবে মুক্তার ঘেঁসা হয়ে পরস্পরের লড়াই সময়ে উহাদের পকেট হতে টাকা বাহির কর্‌তে লাগ্‌লাম। অল্প দিন মধ্যে এই কাজে হাড়ের এত সাফাই হলো যে কোন মুক্তার কে কাহার নিকটে টাকা পেয়ে পকেটে রাখ্‌তে দেখে মনে মনে বল্‌তাম কেন আর পকেটে রাখা, আমার হাতেই একবারে দাও না। সন্ধ্যার সময়ে বাসায় টাকার হিসাব না মিলায় পরদিন কাছারীতে মুক্তারেরা কেহ আপন মওক্কেল, কেহ আপন মোহরেরকে ধমকাইত। ক্রমে সকলেরই সমান হাল জান্‌তে পেরে পকেট হতে টাকা চুরি যাওয়াই স্থির কর্‌লো। বেশী গোলমাল সময়ে আমি তোমাদের পাছে থাক্‌বো এবং চোর ধরে

দিব বল্লাম। মুক্তারেরা রাজী হলো। এতেও কতক সুযোগ থাকলো। একদিন একটা ছাতা চোরকে ধরে দিলাম। পরে কয়েক দিন দেওয়ানী আদালতে ঘুরতে লাগলাম। সেখানে বেশী সুবিধা বোধ হলো। সেখানে বেঞ্চ নাই। এক এক উকীল পৃথক পৃথক চৌকীতে বসে। বস্‌লে, আর পকেট ভারি হলে, তাহা চৌকীর বাহিরে প্রায় ঝুলে পড়ে। বিশেষ সেসনের বিচার-সময়ে উকীলদের পকেট বেশী ভারি হতো ও বেশী ঝুল্‌তো। বসে বসে ভারি পকেট একটু তুলে ধরে বোতল কি সারসি ভাঙ্গা দিয়া পকেট কেটে টাকা বহির করতে লাগলাম। শেষে আমার উৎপাতে উকীল মুক্তারেরা ডাইন পকেটে টাকা রাখা বন্ধ করলো এবং বাম ভাগে কোমরের উপরে পকেট বানিয়ে নিল কিন্তু আমার চালাকি যে কেহ জান্‌তে পারে নাই তা বুঝতে পেরেছিলাম।

এই সময়ে একজন উকীলের মোহরের আপন আত্মীয় কলিকাতায় ছোট আদালতের এক উকীলের নিকটে কাজ পাইয়া সেখানে যাবার উদ্‌যোগ করলো এবং আমায় চাকর করে আনতে চাহিল। আমি তখন ও কৃষ্ণ পক্ষের কায়েতই আছি। খাঁটি হাড়ি বলে বিখ্যাত হই নাই। কলিকাতার হাট হদ্দ একবার দেখবার বড় ইচ্ছা। কিন্তু আবার শ্যামীর ভালবাসা। মনের মধ্যে বড়ই গোলোযোগ। শেষে যাওয়াই স্থির। শ্যামীর মত করলাম। বেশী দিন হলে সে গঙ্গা নাইতে যাবে বলিল।

কলিকাতায় আস্‌বার অল্পদিন মধ্যেই আমার মুখ চক্ বেশী ফুটলো। যেন আমার সাবেক পরিচিত জায়গায় এসেচি মনে হতে থাকলো। মধ্যে মধ্যে ছোট আদালতে যেতাম কিন্তু সেখানে বড় সুবিধা দেখলাম না। কোর্টের বন্দোবস্ত আলাদা রকম। বাজে লোকের ভিড়ের মধ্যে একদিন একজনের পকেট হতে অন্যান্য কাগজ সঙ্গে একখানা নোট

পেলাম। বারাণ্ডায় গিয়ে দেখিত ৫০০ শত টাকার নোট। ধরা পড়্‌তে হবে—লওয়া হবে না, স্থির কর্‌লাম। যেমন কাগজে বাঁধা ছিল তেমনি করে রেখে, কোর্ট ঘরে এসে একজন পেয়াদাকে ডেকে কাহারও নোট খোয়া গেছে কি না সোহরত দিতে বল্‌লাম। একজন মারওয়ারি ব্যস্ত হয়ে নিকটে আস্‌লো। নোটের নম্বর আদি জিজ্ঞাসা করে বক্‌সিস্ চাইলাম। সে তখনি ২৫ টাকা দিল। আমি নোট ও কাগজ দিলাম। ইহাও এক মন্দ ফন্দী বোধ হলো না।

যে যেমন লোক, তার তেমন সঙ্গীর অভাব হয় না। কয়েকজন সঙ্গী জুটলো। তাহারাও আমার মত কৃষ্ণপক্ষ। কাহারও কোন পক্ষই নাই। যে লোকের সঙ্গে এসেছিলাম, তার বাসা ছাড়্‌লাম। সঙ্গীর সঙ্গী এবং তাদের আলাপী অনেক লোক সঙ্গে মাথামাথি হলো। উহাদের মা ভগিনীর বাড়ীতে থাকৃতাম। দেখ্‌লাম কলিকাতার বড় বড় বাড়ীর আড়ালে গাল ঘুঁজিতে থাকায় অনেক লাভ। ক্রমে বড়-বাজারের সিন্দুরেপটী, খোঙ্গরাপটী, জগন্নাথঘাট প্রভৃতি স্থানের স্কুলে ভর্ত্তী হলাম। স্কুল বল্‌লে বুঝ্‌তে পারবে না। এই সকল স্থানে গাঁটকাটা ও পিকপকেটের দল আছে। দলের কর্ত্তা সকল আছে। যে যেখানে যাহা কিছু পাইবে, হাতে হাতে কর্ত্তাদের গুদামে এসে জমা হবে। শেষে ভাগ হতো। সঙ্গী সঙ্গীতে চেনা পরিচয় না থাকৃলে মুখভঙ্গী, গোঁপে হাত, এবং ভিড়ের মধ্যে গা টেপার রকমে সঙ্গী চেনা যায়। কর্ত্তারা আমায় চিনে নিল কিন্তু সঙ্গীদের মধ্যে কয়জনে আমায় পাড়াগেঁয়ে চোর বলে ঘৃণা কর্‌তো। আমি চটিবার লোক নই। রাত্রিতে সময়ে সময়ে এক এক দাঁও মারা হতো।

এক রাত্রিতে আমরা চারি জনে চোরবাগানের এক গলির মধ্যে এক বাড়ীতে ঢুকে ক্রমে তিন বাড়ীতে চুরি কর্‌লাম। সকলেই বেশ কাজের লোক। আমি এক ঘরে ঢুকে বড় মদের গন্ধ পেলাম।

দেখলাম একটা মেয়ে মানুষ এলোমেলো অবস্থায় পড়ে আছে। তার মাতাটা তক্তাপোষ হইতে একটু ঝুলে পড়েছে। একটা পুরুষ এক খাটে ঘাড়গুঁজে পড়েছে। একটা মদের বোতল গড়াগড়ি যাচ্চে। মেয়েটার গলা হতে চিক এবং এক হাতের মর্দ্দানা কেটে নিলাম, একটা বাকস বাহির করলাম। যে বাড়ী দিয়া ঢুকে ছিলাম ঐ বাড়ীর বাঁধা কুয়াতলায় বাকস আদি রাখা হতেছিল। এই সময়ে সঙ্গী একজনা এসে পাশের বাড়ীর এক পুরুষ জেগেছে বলে সমাচার দিল। আমরা সকলে খানিক চুপ করে থাক্‌লাম। আমি দেখ্‌লাম ঐ লোকটা জাগে নাই, স্বপ্নে কথা কচ্চে "এদিকে আসুন, দেখুন না, দরের সুবিধা হবে" বল্‌তেছে। আমি বললাম এ বেটা রাধাবাজারের দোকানদার, স্বপ্নে খদ্দের ডাক্‌চে। উহার ঘর হতে আমরা কোট, পেণ্টালুনের কয়েকটা গোটা থান ও বাক্স বাহির করলাম। বাক্স সকল ভেঙ্গে আমরা মোট ঘাট বেঁধে যেমন গলিতে বাহির হতেছিলাম, অমনি বড় রাস্তায় পাহারাওয়ালাদের জুতা ও কথার শব্দ পাওয়া গেল। বোধ হয় ঐ পাড়ার পাহারাওয়ালা বললো গলির মধ্যে কিসের শব্দ হচ্চে। গলিতে পাহারাওয়ালারা এলে আমাদের বিপদ ভাব্‌লাম। ঐ দিগের দুয়ার খোলা—কপাট ছিল না। আমি তাড়াতাড়ি দুইটা শেয়ালে যেমন ঝগড়া করে, নাক টিপে সেই রকম শব্দ কয়েকবার কর্‌লাম। জমাদার হাত লণ্ঠনের আলো গলির মধ্যে চালাইল এবং "গিধড় হ্যায়, ডরো মত" বলিয়া সকলে পশ্চিম মুখে চলিয়া গেল। অনেক রকমের মাল—সহরে থাকা হবে না বলে আমরা শেয়ালদহ ষ্টেসনের দিকে রওয়ানা হলাম। বড় রাস্তায় বা গলিতে জনপ্রাণী সঙ্গে দেখা হলো না। চাঁপাতলার দীঘীর নিকটে আসিলে দক্ষিণের চৌরাস্তায় পাহারাওয়ালাদের গোলমাল শুনে আমরা একটু দাঁড়াইলাম। জমাদার প্রভৃতি কয়েকজন দক্ষিণ মুখে খানিক

গিয়া একজনের নাম ধরে ডাক্‌তে লাগলো। চৌমাতায় যে পাহারা-ওয়ালাটা ছিল, সে জমাদারের কাছে গেল বুঝিয়া— আমরা তাড়াতাড় চৌমাতা পার হইয়া পূর্ব্ব মুখে যেতেছিলাম এই সময়ে পাহারাওয়ালাটা পাছুহতে চীৎকার করতে লাগলো। আমরা রাহাগীর, শেয়ালদহ ষ্টেসনে যাচ্চি বল্‌লাম। সে মানবার লোক নহে। আবার চেঁচাতে লাগ্‌লো। আমি খাড়া হলাম। সঙ্গীদিগকে চলে যেতে ইশারা করলাম। পাহারাওয়ালা এসে আমার কাঁধ হতে থান-কাপড়ের মোট্‌টা লয়ে দীঘীর উত্তরের ঘাটে লণ্ঠনের আলোতে দেখ্‌তে লাগলো। তখন আমার পকেটে সোণার চিক ও মদ্দানার কথা মনে হলো। মনে করেছিলাম ঐ জিনিস দুইখানা রামী শ্যামীকে দিব, সঙ্গীদিগকে দেখাব না। তালাসির ভয়ে দৌড়িয়া গিয়া সঙ্গীদের এক জনের হাতে তাহা দিলাম। আমি থানের গাঁট্‌রি রেখে পলাচ্চি বিবেচনায় পাহারাওয়ালা আমার পাছে যেতেছিল দেখে গতিক ভাল নয় বিবেচনায়—আমি একটু রাগ প্রকাশ কর্‌লাম—এবং চীৎকার করে সঙ্গীদিগকে বল্‌লাম—ওরে! চাঁপাতলার থানায় শিউনন্দন সিংহ পাহারাওয়ালা আমায় মিছামিছি আটক করে রাখ্‌লো বলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে তারে খবর দিয়ে তবে গাড়ি চড়িস্—দেখিস্ ভুলিস্ না। পাহারাওয়ালা প্রথমে মাল দেখে "এ চোরা মাল" বলতে-ছিল। পরে আমার চীৎকার শুনে "তাহার নাম আমি কেমন্ করে জান্‌লাম, এবং কোথাকার মাজিষ্ট্রেট" বলে জিজ্ঞাসিল। তখন আও-য়াজ নরম দেখে আমি কিছু গরম হলাম। ঢাকার মাজিষ্ট্রেটের লোক, তাঁর বরাতে হামেসা কলিকাতায় আসি, কয়েকবার থানার নিকটেই তোমাকে দেখেছিলাম বল্‌লাম। বাস্তবিক কিছু পূর্ব্বে জমাদার শিউনন্দন নাম ধরে ডেকেছিল এবং ঐ পাহারাওয়ালাটা দৌড়িয়া গিয়াছিল আমার লক্ষ্য ছিল। "আচ্ছা যাও" বলে সে আমায় ছেড়ে

দিল। কলিকাতার পাহারাওয়ালারা ভাল মন্দ লোক চিন্‌তে পারে না; সন্দেহ হয় তো ষ্টেসনে চল, সাহেবের হাতের লেখা জিনিসের তালিকা দেখাব বলিয়া বল্‌লাম। পাহারাওয়ালা কিছু বলিল না। আমরা নৈহাটী ষ্টেসনে নামিলাম। গঙ্গা পার হওয়ার সময়ে সঙ্গী একজন বলিল—ভাই! তোমাকে পাড়াগেঁয়ে বলেছিলাম—তাহা নিতান্ত ভুল ছিল; ধন্য তুমি! আমরা ৫। ৭ দিন বাদে' কলিকাতায় ফিরিয়া এলাম।

এই সময়ে কলিকাতায় পাট গুদামে আগুন লাগার বিষয়ে তদারকের ধূম লেগেছিল। এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। আমার সন্ধান অন্য রকম। সন্ধানে আসল কথা বের কর্‌লাম। এক এক জন মহাজন পাঠ দিবে বলে অনেক টাকা দাদন লয়। কতক পাট দিবার পরে গাঙ্গের ধারে গাঁইট সকল যখন গুদামজাত হয়, তখন ঐ মহাজন বিশ্বাসী কুলীদের দ্বারা গাঁইট সকলের নীচে কখন বিলাতী দেসলাইর বাক্স, কখন আগুন ধরাণ টিকা রাখাইয়ে দেয়। পাঠ পুড়্‌লেই তার বেশী কাট্‌তি। এই বিষয়ের কতক প্রমাণ সহ পুলিসের একটি বড় অফিসর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসল কথা জানালাম, আর বল্‌লাম পাট গুদামে জল ঢালালে আগুন নিবিবে না, মহাজনের গদিতে আগুন লাগালে চির দিনের জন্যে এই আগুনের শান্তি হবে। এই অফিসরটি কিছু ভ্যাদ্‌ভেদে রকমের লোক বোধ হলো—রোক ছিল না। কয়েক দিন আমার সঙ্গে মহাজনের গদিতে যাতায়াত কর্‌লেন কিন্তু কোন ফল দেখ্‌লাম না। ইহার ৫। ৬ দিন বাদে মহাজন আমায় ডেকে কিছু দিলেন। তখন বুঝ্‌লাম ঐ বড় পুলিস অফিসরের জঠরাগ্নিরও শান্তি হয়ে গিয়েছে।

সুযোগ পেলে এক চিলের মুখ হতে খাদ্য অপর চিল কেড়ে লয়। আমার কপালে তাই একবার ঘটেছিল। অনেক দিনের পরে কলিকাতা

হতে বাড়ী যাই। কতক দূর নৌকায় যেতে হয়। নৌকা হতে নেমে যাবার সময়ে পথে একটি আধা-বয়সি লোকের সঙ্গে দেখা। তার বাম কাঁধে একটি ছোট গাঁটরি ঝোলান ও তা আবার বাম বগলে চেপে ধরা। লোকটার কাছ ঘেঁসে গেলে সে একবারে জড়সড় হয়। মুখ যেন ভয়-মাখান। জিজ্ঞাসায় জানা গেল দুই জনকে এক পথে অনেক দূর যেতে হবে। কথায় কথায় সে কলাবেড়ে জয়নগরের নিকট হতে আস্‌তেছে প্রকাশ। সন্ধ্যা হওয়ায় এক চটিতে থাকা গেল। দোকা-নের এক ঘরেই দুই জনে আড্ডা গাড়্‌লাম। আমি রসুই কর্‌লে সে খাবে স্থির হলো। আহারান্তে তাকে একবার সম্মুখে নদীর ঘাটে যেতে হবে ও এক ঘটী জল আন্‌তে হবে। ঘাটে যাবার সময়ে সে আপন গাঁটরিটি টান্‌তেছিল দেখে আমি তামাসা করে বললাম—ভয় নাই, তোমার গাঁটরি লয়ে পালাব না। সে "তা নয়, তা নয়" বলে গাঁটরি ফেলে ঘাটে গেল। মনে বড় সন্দেহ দাঁড়ালো। খানিক খুলে দেখি ত কয়েক খানা কাপড় মধ্যে একটা বড় কাঠের কৌটা; কৌটার পাশে সোণার সাতনর আদি সাজান আছে। কৌটার ভিতরে কি ছিল দেখ্‌বার অবকাশ হলো না। যেমন ছিল তেমনি করে বেঁধে রাখ্‌লাম। চোরা মাল বলে ঠিক হলো। কতক রাত্রে গরমি বলে আমি ঘরের সম্মুখে বারাণ্ডায় শুলাম। লোকটার তা ইচ্ছা নয়। সে বারবার জিজ্ঞাসায় আমি বল্‌লাম, রাত্রি অধিক নাই; রাস্তা দিয়ে এখনি লোক জন যাতায়াত কর্‌বে; আমি এক লোকের সন্ধানে আছি; কলাবেড়ে অঞ্চলে একটা বড় চুরি হয়ে গেছে, অনেক গহনা গাঁতি মাল চুরি গেছে; আর পাঁচ জন পুলিস অফিসর আর পাঁচ দিগে গেছে; আমি এই দিকে এসেছি। খানিক পরে আমি ঘুমাবার রকমে চুপ করে থাক্‌লাম। লোকটা উঠে বাহিরে যাবার চেষ্টায় আছে বুঝ্‌লাম। সে গাঁটরিটি একবার তুলে, একবার ফেলে, শেষে

গাঁটরিটি আমার মাতার দিকে ঠেলে দিয়ে আপনি আস্তে আস্তে বেরুলো। বারাণ্ডায় খানিক পা চালি করে আমার মাতার উপর দিয়া হাত বাড়াইয়ে আস্তে আস্তে গাঁটরিটি নেবার চেষ্টা করলো। আমি অমনি স্বপ্ন দেখার মত বলে উঠলাম—"না, না, এতে বড় বিপদ।" লোকটা অমনি গাঁটরিটি রাখলো। খানিক পরে আর তার সাড়া শব্দ পেলাম না। কোন কাজে বা গেছে, আবার আসবে ভেবে আমি যেমন ছিলাম তেমনি থাকলাম ও স্বপ্নে কথা কইতে লাগলাম। সে আর এলোনা। বেলা পর্য্যন্ত খানিক অপেক্ষা করলাম, তার আর দেখা নাই। পথে ধরবো ভেবে গাঁটরি লয়ে রওয়ানা হলাম. আর দেখ্‌তে পেলাম না। পথে এক স্থানে গাঁটরি ও কৌটা খুলে দেখে চক্ষু একবারে ঝলসে গেল। এক ছড়া মোটা চক্ চকে চিক্ ও আর আর গহনা আছে। তখন শ্যামী ও রামীকে মনে পড়লো। আবার মনে করলাম, কয়েক খানা কাপড়, আর কতক গহনা থানায় জমা দিয়ে জয়নগর অঞ্চলের পুলিসকে লিখ্‌তে ও সন্ধান করতে বলিলে পুলিসের কাছে সরফরাজী বাড়্‌বে। এতে কোন বিপদ আছে কি না আবার সে চিন্তারও উদয় হলো। যা হউক বাড়ীতে পৌছে যা যা সঙ্গে এনে ছিলাম, সব গুলা একবারে শ্যামী ও রাণীকে দেখালাম না। ইহার পরেই আবার ডাকাইতির কাজ আরম্ভ হলো। গরমি-কাল, পথ ঘাট শুকান, ডাকাইতির সময়, একের পরে আর একটা কর্ম্ম যুটতে লাগলো।

নিজের ঘর খানা বে মেরামত। শ্যামীর ঘরেই প্রায় আড্ডা করতে হলো। উহার পুরুষ একদিন কয়েক কথা শক্ত শক্ত শুনায়ে দিল। আমারও রাগ জন্মাল। ইংরাজীতে গালি দিতে দিতে জয়েণ্টে সাহেবকে বলে যাতে উহার কর্ম্ম যায়, তা করবো বলে ভয় দেখালাম এবং সাহেবের কোর্টে ও কুটীতে যাতায়াত করতে লাগলাম। শ্যামী

ও বিলক্ষণ ওকালতী কর্‌লে। শেষে উহার পুরুষের সঙ্গে রফা হলো। আর কোন গোলোযোগ হলো না। কিন্তু সাহেবের কুঠিতে যাতায়াত বন্ধ হলো না। সাহেবের একটা দাঙ্গা-বাজ ঘোঁড়া ছিল, বেড়াতে গিয়ে একদিন ঘোঁড়া হতে পড়ে, সাহেব বেহোঁস হন। আমি তাঁকে পাথুরে কোলা করে প্রায় কুড়ি বিঘা দৌড়ে একবারে ডাক্তর সাহেবের কুটীতে লয়ে ফেলি এবং তিনি চিকিৎসে করেন। জয়েণ্ট সাহেবের নিজের লোকেরা সঙ্গে ছিল না। আমি এই রকম বাহাদুরি না কর্‌লে জয়েণ্টে সাহেবের বিপদ্ হতো ডাক্তর সাহেব প্রকাশ করেছিলেন। জয়েণ্ট সাহের ভাল হয়ে আমায় বক্‌সিস্ দেন। ক্রমে আমি বাবুরচির ব্রাদারি লোক বলে প্রকাশ হয়। আমার উপরে সাহেবের ভাল নজর পড়্‌লো, এবং আমি নয় খান্‌সামা, নয় পেয়াদা একরকমে ধামাধরা গোচ হয়ে থাক্‌লাম। এক রাত্রির ডাকাইতিতে আমাদের দলের একজন আহাম্মক গোঁয়ার জখম হয় ও ধরা পড়ে। ডাকাইতি সময়ে বাড়ীর মধ্যে একটা মেয়ে মানুষ ছাগল কাটা খাঁড়া লয়ে দাঁড়ায়। ঐ গোঁয়ার ডাকাইত ঐ মেয়ে মানুষের হাত হতে খাঁড়া কেড়ে লওয়ার চেষ্টা করে। এই সময়ে আর এক যুবা পুরুষ পিছে হতে তারে এক তরওয়ারের চোট মারে। অন্য ডাকাইতেরা তাকে তুলে আন্‌বার চেষ্টা করেছিল, পারে নাই। ক্রমে সকলে ছড় ভঙ্গ হয়ে পলায়। আমি প্রায় দুই কোশ দৌড়ে একবারে জয়েণ্টে সাহাবের কুটীতে পৌঁছি। পূব ধারের এক কুঠারিতে ঢুকে কয়েক খানা চিনের বাসন ভেঙ্গে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালের কাজিয়ার মত শব্দ করি, আর "গিধড়" "গিধড়" বলে চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে বাহিরে যাই। সাহেবের দুইটা কুকুর মহাশব্দ করে উঠে। মেম সাহেব দক্ষিণের বারাণ্ডায় এসে গোল মালের কারণ জিজ্ঞাসায় শিয়ালে কি লোক্‌শান্ করেছে ও তাড়িয়ে দিয়েছি বল্‌লাম। সাহেব জাগ্‌বে জেয়াদা গোল মাল করো না বলে মেম সাহেব ভিতরে গেলেন।

আমার কাজ সিদ্ধ হইল। তখন রাত প্রায় তিনটা বাজে বাজে হইয়েছিল।

এই মোকদ্দমায় জখমী অন্যান্য সঙ্গে আমার নাম প্রকাশ করেছিল। পর দিন পুলিস ঘটনাস্থানে পৌঁছে উহার জবানবন্দী লেখবার খানিক পরে ঐ লোকটা মরিয়া যায়। ডাকাইতিতে বেশী মাল যায় নাই। পুলিস আমাকে লয়ে খানিক টানাটানি করেছিল। ঐ রাত্রিতে আমি জয়েণ্ট সাহেবের কুঠীতে হাজীর ছিলাম, স্বয়ং সাহেব ও মেম সাহেব আমার সাক্ষী আছেন বলিলাম। এই কথা সত্য কিনা-জান্‌বার নিমিত্ত সব ইন্‌স্পেক্টর কুঠীতে যায় এবং মেম সাহেবের ধমক খাইয়া সরিয়া পড়ে। আমার গায়ে বিশেষ আঁচ লাগে নাই।

কলিকাতার এক বন্ধুর পত্র পাইয়া——গ্রামের জওহর মোল্লা সঙ্গে দেখা করতে হয়। জওহর মোল্লা তখন নামজাদা ডাকাইত। পত্র শুনে জওহর কয়েকটি দোষ বাহির করিল। শেষে অনেক বিচা-রের পর সহরের পূব ধারে মার্‌লে যদিয় ঝুঁকির কাজ হয়, তবু গভীর রাত্‌ পাওয়া যাবে, ইহাই বিশেষ সুবিধা এই স্থির হইল। বাঙ্গিওয়ালা চিহ্নিতের বিষয়ে যা যা কর্‌তে হবে বলে কয়ে আমায় বিদায় দিল।

কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর রাত্রি। নদীর উত্তরে রাস্তার পাশে তেঁতুল তলায় সাত জন জোয়ান মুখে মাতায় কাপড় বেঁধে প্রস্তুত। পূর্ব্ব দিক হইতে লাঠি হাতে একটি লোক উহাদের নিকটে এসে সমাচার দিল—৮টার সময়ে দুই জনা বাঙ্গিওলা——র ডাকঘর হতে ছেড়েছে; —সঙ্গে সীমানাদারের তিন জনা পাইক থাকবে; রাত্রি ১১। ১২টার সময়ে এই নদীঘাট পার হবে; পাইক মধ্যে———তোমাদিগকে দেখে "কে তোরা" বলে পিছে পলাবে এই সঙ্কেত; অপর পাইক-দিগকে পরীক্ষা কর্‌বার সময় হয় নাই। যথা সময়ে বাঙ্গিওয়ালারা পৌঁছিলে লাট্‌লাঠি আরম্ভ হইল। দুই জন সীমানাদার বা পাইক

খানিক লড়িল। শেষে উভয়ে জখম হইয়া পড়িল। একজন বাঙ্গি-ওয়ালা বেহুঁস হয়ে পড়িয়া গেল; আর একজন বাঙ্গি ফেলে পলাইল। এক পুলের নিকটে কাগজ পত্র ফেলে কেবল কাট ও টিনের কেস্ গুলা লয়ে আমরা পলালাম। প্রায় এক ক্রোশ দূরে গিয়ে সকলে খানিকক্ষণ বসে বিশ্রাম করা গেল। কাপড় ও কারপেটের জুতা আদি কতক জিনিস যে যা ইচ্ছা করিল, নিল; বাকি দমে ভারি টিন্কেস ও বাক্স ছয়টি জওহর মোল্লা আপন কাপড়ে বেঁধে নিল, আর বলিল এই বাঙ্গি মারা লয়ে বড় ধুমধাম হবে, গোল মিঠে গেলে মাল ভাগ হবে। একজন বাঙ্গিওয়ালা লাঠির চোটে মারা পড়েছিল। থানার পুলিস কিছু দিন তদারক করেছিল, কোন সন্ধান করতে পারিল না। তবু জওহর মোল্লার ওজোর মিট্ল না। শেষে সে সকলকে ফাঁকি দেখাইল। আমার সঙ্গে কাজিয়া করে তাড়াইয়া দিল। আমার বড় রাগ জন্মিল। এই রাগেই ডিটেক্‌টিভ এলেখার নূতন আসিষ্টাণ্ট বাবুর নিকটে এই ঘটনা এবং অন্য অনেক ডাকাইতির কথা বলিলাম। অনেক দিনের পরে ২৩ জনা আসামীর দণ্ড হইল। তাহার মধ্যে জওহর মোল্লার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর চালানের হুকুম হইল। রাথর মোল্লা মাজিষ্ট্রেটের কোর্ট হতেই খালাস পেয়েছিল।

সেসন আদালতের হুকুমের পরেই আমি অসিষ্টাণ্ট বাবুকে নির্জ্জনে বলিলাম—আর চিন্তা নাই, আজ আপনার ভারি ভারি বাঙ্গি সকলের সন্ধান ও রাথর মোল্লাকে আবার গাঁথবার যোগাড় হ'য়েছে নিশ্চয় জান্বেন। তিনি আমার কথা ভালরূপে না বুঝে বল্লেন তবে তুই বেটা বুঝি রাথরের সঙ্গে যোগ করে বাঙ্গি সকল তফায়ৎ করেছিস্। আমি বল্লাম তা নয়, জওহর মোল্লা অতি শক্ত লোক। সে আপন পুত্রকেও বিশ্বাস করিত না। যখন এত সন্ধানেও মাল পাওয়া যায় নাই তখন সে যে কোথা মাল রেখেছে তাহা এ পর্য্যন্ত কাকেও বলে

নাই এই আমার বিশ্বাস। আর যখন ঘরে ফিরে যাবার সম্ভাবনা নাই, তখন আজ অবশ্য সে বাখরকে বলে যাবে। আপনি শীঘ্র গিয়ে পুলিসের সঙ্গে বন্দোবস্ত করুন, সেসন আদালতের কোর্ট ঘর হতে কয়েদিদিগকে যেন দিন থাকতে জেলে পাঠান না হয়,—একটু অন্ধকার হয়ে এলে কয়েদিদিগকে পাঠাতে হবে, পথে বাখর মোল্লা আপন পিতা সঙ্গে কথা কহিতে চাহিলে জজ সাহেবের এহাতা মধ্যে বিলাতী গাব-গাছের তলায় যেন কথা কইতে দেয়, অন্য স্থানে নয়। রাত্রিতে এত কয়েদি জেলে পাঠান সুবিধা হবে না বলে, পুলিসের অনেক আপত্তি হবে, শুনবেন না বলে বাবুকে সাবধান করলাম এবং গাব গাছ দেখা-ইয়ে দিলাম। রাস্তার উপরেই ঐ গাছ। আমার কথা ঠিক। অন্ধ-কারে আমি গোপনভাবে গাবগাছের নীচেকার ডালে মিশাইয়ে পড়ে থাকলাম। জওহর মোল্লার হাতকড়ায় লম্বা রসি বেঁধে হাওলদার ঐ গাছতলায় ছেড়ে দিল, কয়েকজন কনেষ্টেবল তফায়তে খাড়া থাকল, অন্য কয়েদিদিগকে খানিক তফায়তে খাড়া করান হইল। জওহর কাঁদিতে কাঁদিতে বাখরকে খালাস দিবায় খোদার প্রশংসা করে কয়েক কথা তাকে বলিল—সকল কথা ভালরূপে শুনতে পেলাম না। যা শুনলাম তার মধ্যে নিকাই স্ত্রী, দীঘীর উত্তর, জল, বাঁশ, রসি আদি কয়টা কথা আমার দরকার।

ঐ রাত্রিতেই পুলিস লোক সঙ্গে রওয়ানা হলাম। জওহর মোল্লার বাটীর উত্তরে ৮। ১০ রসি তফায়তে এক প্রকাণ্ড দীঘী। তায় আশ পাশে সকলে থাকলাম। ঐ রাত্রিতে কেহ দীঘীতে আসিল না। উকীলের বাসায় অনেক রাত্রি হওয়ায় বাখর ঐ রাত্রে আসিতে পারে নাই—পরে সন্ধান পাইলাম। দ্বিতীয় রাত্রি প্রায় দুই প্রহর সময়ে একটা পুরুষ এবং একটা স্ত্রী লোক আসিল। স্ত্রীলোকটা পূর্ব্ব পাড়ের উপরে খাড়া রহিল। পুরুষটা পূর্ব্ব উত্তর কোণে দীঘীর জলে নামিয়া অনেক-

ক্ষণ পর্য্যন্ত জলেই থাকিল। শেষে আমাদের লোকের তাড়াতাড়িতে সকল কাজ খারাপ হ'য়ে গেল। আমাদের দলের একজন পূর্ব্ব পাড় হতে দেখিবার চেষ্টা করায় স্ত্রীলোকটা ভয়ে দক্ষিণে পলাইল। পুরুষটাও সতর্ক হয়ে জল হতে উত্তর পাড়ে উঠিতেছিল এই সময়ে তাহাকে ধরা হইল। সে বাখর মোল্লা। তাহার নিকটে কিছু পাওয়া গেল না। কিন্তু কেন রাত্রিতে দীঘীর জলে নামিয়াছিল তাহার কারণ বলিল না। তাহাকে তথায় রাখা গেল। পর দিন অন্যান্য বুড় বড় পুলিস অফিসর আসিয়া জল তদারক করাইবায় চারিটা টিন্ কেস্ পাওয়া গেল—জলের মধ্যে এক বাঁশের খোঁটায় রসি বাঁধা দেখা গেল—খানিক তফায়তে একটা বড় হাঁড়ি পাওয়া গেল। তাহাতে আর কিছু ছিল না। বোধ হইল বাখর জিনিস গুলা ও হাঁড়ি এখানে সেখানে ফেলিয়া দিয়া পাড়ে উঠিতেছিল। জওহরের নিকাই স্ত্রীকে দুই দিন বাদে তাহার ভাইয়ের বাটীতে পাওয়া গেল। তাহার নিকটে বাঙ্গি ডাকাইতির কোন মাল ছিল বলিয়া সনাক্ত হইল না। জওহর যেরূপ লোক তাহার উপযুক্ত কাজই হইয়াছিল। বানরের কিচ্ কিচ্ শব্দের অর্থ বানরই বুঝিতে পারে, তাহা বুঝা পুলিসের কাজ ছিল না।

কিসে কি হয় সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না; তাহাতেই আবার বিচক্ষণের চক্ষু দিব্য জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে।

গ্রীষ্মকালের একদিন অতি প্রাতে মুরাদ নগরের থানার সম্মুখে দারোগা বেড়াইতেছিল, এই সময়ে একটি দীর্ঘাকার পুরুষ অতি মৃদু গতিতে আসিয়া যেমন পড়িল অম্নি অচেতন হইল। অতি কাতর বিবেচনা করিয়া দারোগা উহার মুখে জল দিল ও বাতাস করিতে লাগিল। লোকটির একখানি ধুতি মাত্র পরিধান। তাহার কিয়দংশ গায়ে মাতায় দিয়াছিল। বস্ত্রখানি ভিজা। চৈতন্য হইলে লোকটি লাঠির আঘাতে বড় কাতর হইয়াছে বলিয়া সঙ্কেত করিল। মাতায়,

কাণের উপরে, ও গায়ে, অনেক স্থানেই লাঠির আঘাত চিহ্ন দেখা গেল। কিছু আহার করিবার পরে সবল হইলে সে এইরূপ বলিল—"আমার কাপড়ের ব্যবসায় আছে। পূর্ব্বদিন—স্থানের হাটে কাপড় বিক্রয় করিয়া অপরাহ্নে আপন নৌকায় আসিতে ছিলাম। রাত্রি ৩।৪ দণ্ড সময়ে মেঘনা ও পদ্মার মোহানায় আমার নৌকায় ডাকাইতি হয়। আমি এবং একজন বলবান দাঁড়ি ডাকাইতদিগের সঙ্গে খানিক ক্ষণ লাঠালাঠি করিয়াছিলাম। ডাকাইতেরা লাঠির চোটে দাঁড়িকে নদীতে ফেলিয়া দেয়। বোধ হয় সে মরিয়াছে। আমি নৌকায় কাতর হইয়া পড়ি। ডাকাইতেরা আমার নৌকা হ'তে কাপড়ের বস্তা, টাকা ও পয়সার থলে আপনাদের নৌকায় লয় এবং আমায় ঠেলিয়া নদীতে ফেলিয়া দেয়। ভাসিয়া কোথায় কিরূপে আসিয়াছি ঠিকানা নাই। নৌকায় যে অপর দুইটি লোক ছিল তাহাদের কি দশা হইয়াছে জানি না।"

যে স্থানে ডাকাইতি হওয়ার কথা প্রকাশ, ঐ স্থান ঢাকার অন্তর্গত হইতে পারে। লোকটা ভাসিয়া ত্রিপুরার এলাখায় পৌঁছিয়া ছিল। অতি কাতর দেখিয়া দারোগা উহাকে ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে উহার এজেহার সহ পাঠাইয়া দেয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশ ক্রমে চিকিৎসা নিমিত্ত লোকটাকে হাঁসপাতালে এবং তাহার এজেহারখানি অপর এক ব্রাহ্মণ দারোগার নিকটে তদন্ত নিমিত্ত পাঠান হয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই ব্রাহ্মণ দারোগাকে বিচক্ষন বলিয়া জানিতেন। এই দারোগা তখন একটি খুনী মোকদ্দমায় তদন্ত লইয়া ব্যস্ত ছিল। সে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে জানাইল—অনেক যত্নের পরে খুনী মোকদ্দমার কিনারা হইতেছে, এমত্ সময়ে পরিত্যাগ করিয়া গেলে, কি অপরের হস্তে দিলে এইটি নষ্ট হইবে; প্রেরিত নৌকার ডাকাইতির এজেহার অতি অসম্পূর্ণ, ইহাতেও যে বিশেষ আশা আছে

এমত্ বোধ হয় না। যাহা হউক আহত ব্যক্তি হাঁসপাতালে কিছু আরোগ্যলাভ করিবার পরে নিকটে পাঠাইবার প্রার্থনাও করিল। কয়েকদিন বাদে আহত ব্যক্তিকে দারোগার নিকটে পাঠান হইল। খুনী মোকদ্দমা চালান দিয়া দারোগা এই ডাকাইতির তদন্তে প্রবৃত্ত হইল।

কাপড়ের মহাজন স্বয়ং মোকদ্দমার কিনারা হইতে পারে এমত্ একটিও সন্ধান দিতে সমর্থ হইল না। দারোগার প্রশ্নের উত্তরে যাহা কিছু বলিল তন্মধ্যে ২। ৩ টি কথার উপরে নির্ভর করিয়া দারোগার উদ্যোগ। আদত্ ও কাঁড়া থান কাপড় ব্যতীত একখানি পাতলা রকমের পুরাণ শতরঞ্চ; আড়াই হাত লম্বা একটি মার্কিন কাপড়ের থলে তাহার মুখে কতকটা লাল চিহ্ন এবং তাহার মধ্যে ৩৩৷৴০ টাকা ও পয়সা ছিল; কোরা লংক্লথ কাপড়ের একটি পিরাণ ছিল। সে বলিল "হাটের শেষে আপন নৌকায় টাকা পয়সা ঢালিয়া গনিয়াছিলাম, তখন নিকটে অপর হাটুয়ারা আপন আপন নৌকায় আসিতেছিল; নৌকা সকল তখন ঘাটে বাঁধা ছিল; ঘাটে অপর লোকও ছিল। সঙ্গে নৌকা বাহিবার সময়ে অপর এক নৌকার লোকেরা আমাদের নৌকা ধরিয়া দুই তিন বার আগুন চাইয়া লইয়াছিল। তাহাদিগের কাহাকেও না কাহাকে দেখিলে চিনিতে পারিব। ঐ নৌকা হাটুয়া নৌকা বলিয়া বোধ হয় নাই। আগুন লওয়া সময়ে আমি কাপড়ের মোটের উপরে পিরাণটি মেলিয়া দিয়া নিকটে বসিয়াছিলাম ও কখন শুইয়াছিলাম। টাকা পয়সার থলে কাপড়ের বস্তায় ছিল।"

দারোগা আপন নৌকা দূরে রাখিয়া অপর এক নৌকায় মহাজনকে সঙ্গে লইয়া হাটের স্থান দেখিয়া আসিল। দেখিল এক চরের মধ্যে হাট বসিয়া থাকে। তাহা একটি ছোট দ্বীপের মত। পশ্চিমে বড়

গাঙ্গ; অপর তিন দিকে ছোট গাঙ্গ; চরের মধ্যে কতক লোকের বাস, ছোট গাঙ্গের মধ্যে নৌকায় কতকগুলি ব্যাদেদিগের বাস। এই সকল দেখিয়া দারোগা আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিয়া লইল এবং আপন নৌকায় ফিরিয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী জমিদারদিগের কাছারী হইতে কয়েকজন পেয়াদার সাহায্য এবং আর ৩ খানি নৌকার যোগাড় করিল। প্রত্যেক নৌকায় এক একটা ডিগ্‌ডিগি অথবা নাগারা দেওয়া হইল। এই প্রদেশে পুলিস বা হাকিমের নৌকায় ডিগ্‌ডিগি থাকে সকলে অবগত আছে। একরাত্রি শেষে চরের নিকটবর্ত্তী বড় গাঙ্গে পৌছিয়া দারোগা আপন দল বল তিনভাগে বিভক্ত করিল। প্রত্যেক নৌকায় এক এক পুলিস অফিসর এবং কয়েকজন জমিদারের পেয়াদা দিয়া দুই খানা নৌকা দ্বীপের দক্ষিণে ছোট গাঙ্গের মুখে এবং অপর দুইখানা নৌকা উত্তরের ছোট গাঙ্গের মুখে রাখা হইল। সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে তাহার শিঙ্গার শব্দ শুনিলেই উভয় তরফ হইতে সমকালে নাগারা বাজাইতে হইবে বলিয়া উহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইল। কয়েকজন বলবান পেয়াদা ও পুলিসের লোককে হাটের আশে পাশে রাখিয়া দারোগা স্বয়ং কাপড়ের মহাজনকে সঙ্গে লইয়া গাঙ্গের ধারে ধারে বেড়াইতে থাকিল। নাগারার শব্দ শুনিবার পরে যে নৌকা হইতে কোন ব্যক্তি ব্যস্ত হইয়া কিসের ডিগ্‌ডিগি? কি হইয়াছে? পুলিসের নৌকা নাকি? দারোগা কোথায়? ইত্যাদি বিষয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবে, ঐ নৌকার উপরে সকলে দৃষ্টি রাখিবে এবং সঙ্কেত মতে সাহায্য করিবে বলিয়া সকলকে উপ-দেশ দেওয়া হইল। সূর্য্য উদয়ের আগে পূর্ব্বদিগ ফর্সা হইলে দারোগা শিঙ্গা বাজাইল, অম্‌নি উভয় পার্শ্ব হইতে নাগারা সকল বাজিয়া উঠিল। পাঁচ ছয় মিনিট বাদে সঙ্কেত মতে আবার নাগারায় ডঙ্কা পড়িল। উভয় বারেই দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণের এক নৌকা হইতে এক ব্যক্তি পূর্ব্ব

কথিত মতে প্রশ্ন করিতে লাগিল। তখন দারোগা বেড়াইতে বেড়াইতে ঐ নৌকা এবং ঐ প্রশ্নকর্ত্তা লোকের উপরে লক্ষ্য রাখিতে এবং উহাকে চিনিতে পারে কিনা বলিয়া মহাজনকে জিজ্ঞাসিল। দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করিবার সময়ে তাহার সমস্ত শরীর ভালরূপে দেখা যাইতেছিল। মহাজন বলিল তাহার নৌকা হইতে আগুন লওয়ার সময়ে ঐ ব্যক্তি আপনাদের নৌকার গলুইতে বসে দাঁড় ধরিয়াছিল বেশ স্মরণ হইতেছে। এই সময় ঐ লোকটা আবার জিজ্ঞাসিল হ্যাঁ গো! এখানে ডাকাইতি, না চুরি হয়েছে? পুলিসের নৌকা কেন? তখন দারোগা ঐ লোকটাকে নৌকা হইতে নামাইয়া আনিবার নিমিত্ত আপন লোকদিগকে আদেশ দিল। সে আসিতে নিতান্ত নারাজ। এই সময়ে আর এক যুবা ছোক্‌রা ঐ নৌকার ধারে পূর্ব্বমুখে মুখ ধুইতে বসিল। তাহাকে দেখিবামাত্র মহাজন বলিয়া উঠিল এই ছোক্‌রাই বার বার তাহার নৌকায় আসিয়া হাঁড়ি হতে আগুন লয়েছিল ঠিক স্মরণ হতেছে। দারোগা ঐ যুবাকেও পাড়ে আনিতে বলিল। ইহাতে একটী স্ত্রীলোক ঐ নৌকার ছপ্পরের ভিতর হতে বাহির হয়ে গালাগালি দিতে ও গোল করিতে লাগিল। অপরাপর নৌকার লোকেরাও জাগিয়া আপন নৌকায় দাঁড়াইল। তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করে দেখ্‌বার নিমিত্ত মহাজনকে উপদেশ দিয়া দারোগা আপনার লোকদিগকে প্রথম নৌকা খানা কিনারায় টানিতে বলিল। এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ নৌকার মধ্যে ঠকাঠক্ শব্দ আরম্ভ হইল। টান্ টান্ বলিয়া হুকুম দিতে দিতে দারোগা স্বয়ং জলে নামিয়া ঐ নৌকা খানা টানিয়া সকলে জলে স্থলে কাদায় আনিয়া ফেলিল। দেখা গেল একটা করাল মূর্ত্তি লম্বা পুরুষ নৌকার খোলে উবুড় হইয়া শুয়ে, বক্ষস্থলে শতরঞ্চ জড়ান একটা পোঁট্‌লা রেখে, এক হাতে বাটালি এবং অপর হাতে এক মুগুর

ধরে নৌকার তলা ছেদাঁ করিতেছে। ছিদ্র সম্পূর্ণ হইলেই ঐ শতরঞ্চ সহ পুটুলীটি জলে ফেলিত এই ইচ্ছা প্রতীয়মান হইল। মহাজনের শতরঞ্চ, তাহার মধ্যে উহার পিরাণ এবং টাকা পয়সার লম্বা থলে ছিল। ঐ লোকটাকে নৌকা হইতে টানিয়া বাহির করা হইল। এক কৌপান মাত্র পরিধান ছিল, টানা টানিতে তাহাও কোথায় পড়িয়া গিয়া ছিল। সমস্ত শরীর ন্যাঙটা বলিয়া আরও তাহাকে লম্বা দেঁখাইতেছিল। কাদায় ও মাটিতে যেমন পা পড়িল, অম্নি লোকটা উভয় বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক একটি পাক্ মারিল, আর আশে পাশে যে যে পেয়াদারা ধরিয়াছিল তাহারা খোলা কুচির মত ছর্ ছর্ শব্দে চারিদিগে পড়িয়া গেল। লোক্‌টা জলে ঝাঁপ দিয়া সাঁতারে গাঙ্গ পেরুবার চেষ্টা করিল। সঙ্গে সঙ্গে দারোগাও সাঁতারিয়া উহার লম্বা কেশগুচ্ছ ধরিল। জলে যুদ্ধ সময়ে লোকটা দারোগাকে ডুবাইয়া মারিবার চেষ্টা করিল। অন্যান্য পুলিসের লোক, ও পেয়াদারা কেহ কেহ জলে পড়িয়া, কেহ কেহ নৌকা লইয়া সাহায্য করিল, বাঁশ দিয়া উহাকে মারিয়া এবং কাবু করিয়া নৌকায় টানিয়া তুলিল। দারোগাও দীর্ঘাকার এবং বিলক্ষণ বলবান্ পুরুষ। নচেৎ লোকটা হাত ছাড়া হইত। স্ত্রীলোকটি কাল ভৈরব পুরুষের পত্নী। যুবা পুরুষটি উহার সম্বন্ধী, এবং অপর লম্বা পুরুষটি উহার খুড়তুতা ভাই। নৌকায় কয়েকটি লম্বা লাঠি ছিল। অপরাপর ব্যাদেদিগের নৌকায় নূতন থান ফাঁড়া কাপড় পাওয়া গেল সত্য, কিন্তু তাহা মহাজনের কাপড় বলিয়া নিশ্চিতরূপে সনাক্ত হইল না। দারোগা ঐ কাটা নৌকা সমেত তিনজন পুরুষকে ধরিয়া লইয়া গেল। পরে মহাজনের নিজের নৌকার সন্ধান হইল। লম্বা কাল ভৈরব পুরুষটি পুরাণ কয়েদ খালাসি বলিয়া জানা গেল। তাহার বাম হাতের কণিষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলির কিয়দংশ ছিল না। পূর্ব্বে একরাত্রিতে বাম হাতে এক নৌকার বাড় ধরিয়া ডহরা খোল হইতে

বাসন চুরি করিতেছিল, এই সময়ে চড়ন্দার কাটারির চোট মারায় কথিত দুই অঙ্গুলির কতক অংশ কাটা গিয়াছিল প্রকাশ হইল।

যাহা হউক ব্রাহ্মণ দারোগার বুদ্ধির দৌড় ও সুক্ষম্ নজর সকল সন্ধানের মূল।

জিলা——শ্রীরামপুরের সনাতন রায় আপন বৈঠক খানার বিছানার উপরে একখানি রাঙ্গা সাদা মস্‌নন্দ মাদুরে শয়ন করিয়া ধীরে ধীরে পাখা হেলাইতেছিল। ঘরে আর কেহ নাই। আশ্বিন মাসের শেষ বেলা প্রায় আড়াই প্রহর। বাহিরের দহলিজে জন প্রাণী ছিল না। এই সময়ে দীর্ঘাকার পাৎলা একটি পুরুষ আস্তে আস্তে বৈঠকখানার কপাট অল্প মেলিয়া "রাম রাম নায়েব বাবু" বলিয়া সনাতনকে সম্ভাষণ করিল। "কি গোপাল খাঁড়া যে? ভাল ত সব? ছেলে পিলে ভাল?" বলিয়া সনাতন ঐ লোকটিকে বসিতে বলিল। গোপাল একটু বসিয়াই বাঁধা হুকা হইতে কল্‌কেটা নামাইয়ে দিতে বলিল এবং তামাক ভ্রে আন্‌তেছি বলিয়া চলিয়া গেল। খানিক পরে কল্‌কে টানিতে টানিতে গিয়া তাহা সনাতনের সম্মুখে রাখিয়া বিছানার নিকটে বসিল এবং বলিল "রায় মহাশয়! অনেক দিন ত জমিদারের চাক্‌রি করিলেন। বৎসরান্তে একবার বাড়ী আসা। তাই কোন্ বেশী দিন ঘরে থাক্‌তে পান? আর কতকাল বা চাকরি করবেন্? চলুন এবারে আমায় সঙ্গে লয়ে চলুন। আমি ত সে সকল দেশ দেখে ও হাটহদ্দ জেনে এসেছি। এক বৎসর আপনার নিকটে থাক্‌তে পেলে আপনার আর সে দেশে চাক্‌রি কর্‌তে যেতে হবে না, পরে আমায় চাট্টি চাট্টি খেতে দিবেন। সে দেশে বেশ কাজ কর্ম্মের সুবিধা আছে। মাঠাকুরাণীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়েছে। তিনি অনুমতি করেছেন। এবারকার গহনা পাতি দেখেছেন কি না? এবারে ভাল আমদানি কর্‌তে পারি নাই। এবারে আমাদের দুর্দশার কথা শুনে থাক্‌বেন।

কয়েক মাস গাঙ্গের কিনারায় খড়ি বনেই কাটাতে হয়েছিল। সত্য বল্‌চি এ অঞ্চলে আর কাজ কর্ম্ম কর্‌বো না, সুবিধাও নাই। আপনার সঙ্গে যাবই যাব।"

সনাতন। হাঁ, তোমাদিগকে লয়ে টানাটানির কথা কতক কতক শুনিয়াছি। নবীন নাপিত নাকি তোমায় মজাবার চেষ্টা করেছিল? যাক্, বেটা গেছে, দেশের পাপ গেছে। গহনা দেখিছি: সব বাজে গহনা। দুই একখানি ভাল আছে, শাল জোড়াটি পুরাণ বটে কিন্তু আসল জিনিস।

গোপাল। নবীনের কথা পরে বল্‌চি। আর এক জোড়া ভাল শাল আপনার নিমিত্ত রেখেছিলাম। তা কাহারও ভোগে এলো না। পুড়িয়ে ফেল্‌তে হলো। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে দৌলতপুরের মুন্‌সিদের বাড়ীর ডাকাইতিতে আমি ঐ শাল জোড়াটি বেছে নিয়েছিলাম। পরে কয় দিন বাদল হয়। গিন্নি ঠাকুরাণীর নিকটে পৌঁছাইয়ে দিতে সময় পেলাম না। একদিন অকস্মাৎ শুন্‌লাম বাড়ীর চারি-দিগে পাহারা বসেছে ও দারোগাও সন্ধ্যার সময়ে গ্রামে পৌঁছিয়াছে। আমার ঘরে কখন মাল পাওয়া যায় না এই বিশ্বাসে হউক, কি টিপ্ টিপ্ জল পড়্‌তেছিল বলে হউক দারোগা ঐ রাত্রিতে আমার ঘরে আসিল না। শাল জোড়াটি তফাৎ বা নষ্ট কর্‌বার উপায় দেখ্‌লাম না। খড় কুটা সব ভিজা। শেষে গোয়ালের দুয়ারে যে সরপাতার চাঁচ ছিল, তাই খুলে খুলে শালজোড়াটি দুয়ারের এক পাশে পোড়ালাম। নিকটে এক বিছানা পেতে স্ত্রীকে শুতে বল্‌লাম। ঘরের দেওয়াল চেঁচে ধুলা মাটি লয়ে স্ত্রীর সব শরীরে ঘসে তার বদ চেহারা করে তুল্‌লাম। গোবরজল দিয়ে ঐ জায়গা সাফা করে পাঁশ গুলা এক পাশে জমা রাখ্‌লাম। তার উপরে পচা দুর্গন্ধ ওয়ালা খোলমাখা চাটুটি খড় কুটা ছড়াইয়ে দিলাম। প্রাতঃকালে দারোগা

এসে ঘর দুয়ার তাল্লাস কর্‌তে লাগ্‌ল্। আমার স্ত্রীর বিছানার নিকটে এসে—"কিসের গন্ধ? চাঁচপোড়া গন্ধ কেন? শাল সকল পুড়িয়ে ফেলিছিস্ নাকি?" বল্‌তে বল্‌তে দারোগা পাঁশ গুলা তদারক কর্‌তে গেল। "আমার স্ত্রীর ওলাউঠা হয়েছে, রেতে নানা জিনিস পত্র দিয়ে সেকেছিলাম, তারই গন্ধ হবে, আমার কি আর হুঁস আছে মহাশয়! বল্‌তে লাগ্‌লাম।" এই সময়ে আমার স্ত্রী সঙ্কেত বুঝে দারোগা যে দিকে গিয়েছিল, সেই দিকে মুখ করে "ওয়াক্" "ওয়াক্" শব্দ করে উঠ্‌ল। পাঁশ গাদার উপরে ও নিকটে গন্ধওয়ালা খড় কুটা দেখে নাকে মুখে কাপড় দিয়ে, আবার পাছে আমার স্ত্রী গায়ে বমি করে দেয় এই ভয়ে দারোগা সরিয়া গেল। আর কিছু তদারক করিল না। খানিক পরে দারোগার বাসায় একটি খাসী ছাগল পাঠাইয়ে দিলাম।

সনাতন। ফেসাদ্ ত কম নয়! শাল জোড়াটি তোমার না নিলেই ভাল ছিল। থাক্ সে হাঙ্গামা একবারে চুকে গেছে। নবীন নাপিত তোমার কি করেছিল, যে, তোমায় খড়িবনে লুকিয়ে থাক্‌তে হয়েছিল?

গোপাল। বল্‌তে গেলে আমিই এবারে তার মন্দ চেষ্টা করেছিলাম; পরে সে আমাদের অনেককে টানাটানি করে ছিল। নবীনের সকল কথা কি আপনি জানেন?

সনাতন। নবীনের ত—চটিতে এক দোকান ছিল; চুরি, ডাকাইতিও ছিল এই কথাই ত রাষ্ট। আর কি করিত জানি না।

গোপাল। নবীনের এখন আবার অন্য অত্যাচার বেড়েছিল। লোক জনকে মারা ও লুটতরাজ করা একটি কাজ খুলেছিল। ডাকাইতি কখন কখন করাইত। তবে নিজ হাতে কখন কাহাকেও হত্যা করেছিল এমত জানি না এবং নিজ দোকানে কাহাকেও বোধ হয় মারে নাই। নিজের দোকানে রাহাগীরদিগকে আকর্ষণ করবার মতলবে বড় বড় কড়ায় খানিক দুধ ও জল দিয়ে নিজে সিদ্ধ করতে

বসিত, আর কোন দোকানে এমন দুধ দহির সরবরা পাবেন না বলে পথিকদিগকে বলিত। রাত্রিতে যে সকল পথিক দোকানে থাকিত, তাহাদের নিকটে টাকা কড়ি আছে কি না বুঝিবার নিমিত্ত এক ফন্দী বাহির করেছিল। বেশী রাত্রি হলে, এক লণ্ঠন জ্বেলে রাহাগীর-দিগকে জাগাইত, আর বলিত,—"আপনারা বেশ সাবধানে থাকৃবেন ; এ বড় খারাপ চটী ;—আজ কাল বড় খারাপ সময় ; অমি আপনার বাড়ীতে রেতে শুতে যেয়ে থাকি, এখন যাচ্চি ; যদি কাহার নিকটে কিছু বেশী রকম থাকে, আর এ দোকানে থাকৃতে ভয় বোধ করেন, তবে আমার সঙ্গে যেতে পারেন, আমার বাড়ীতে সুখে নিদ্রা যাবেন ; আপনাদের সকলকে সাবধান করে যাওয়া উচিত, শেষে দোকান-দারের কোন দোষ না দেন।" এইরূপ কথা শুন্‌বার পরে যাহার নিকটে কিছু অর্থসম্পত্তি থাকিত, সে ব্যক্তি রাত্রিতে আর দোকানে থাকিতে সাহস করিত না। উহার সঙ্গে সঙ্গেই যাইত। পথে এক পুকুরের পাড়ে পৌঁছিলে নবীনের লোকেরা ঐ পথিকদিগের মুখে অকস্মাৎ কাপড় দিয়ে বন্ধ করে ও লাঠি মেরে হত্যা করিত। এরূপে কত লোক যে মারা পড়েছে তার হিসাব নাই। শেষবারের কাজে, যাতে আমার সঙ্গে বড় চটাচটি হয় সেই কথাটা বল্‌ছি।

—গ্রামে ডাকাইতি হবে বলে কয়েক জনকে সমাচার দেয়। ধার্য্য হওয়া রাত্রি দুই ঘড়ি সময়ে আমি ও আমার দলের আর দুই জন গিয়া পৌঁছি, দেখি ত নবীন ও তার দলের লোকেরা অন্য এক কাজে মত্ত। ঐ দিন চানকের সিপাই পল্টনের এক জন হাওলদার নবীনের দোকানে উত্‌রিয়া ছিল। তার সঙ্গে একটা টাটু ঘোড়া ছিল। সে অনেক দিন পরে ছুটী লয়ে দেশে যেতেছে প্রকাশ ; লোকটার বয়স হয়েছিল। কিন্তু শরীরের গড়ন ও বাঁধন একটা পলওয়ানের মতন। বড় বড় আমলকীর মত মোটা মোটা কতকগুলা

সোণার ডেলাওয়ালা একছড়া কণ্ঠী তার গলায় ছিল। উহার কোমরে অনেক মোহর আছে বলে একটা গুজোব তুলেছিল। ইহাতে নবীন ও তাহার দলের সকলেরই বড় লোভ জন্মেছিল। লোকটাকে মারিবার পরামর্শ শুনে আমার মাতা ঘুরে গেল। আমি, নবীন ও তার দলের আর ছয়জন সর্দ্দারকে ডেকে গোপনে বল্লাম এমন কাজ করো না। জানা শুনা গণা গাঁথা সরকারী লোক, তামাসা নয়, আর যদি আজ রাত্রে অন্য কাজ না হয়, তবে আমরা ফিরে যাচ্চি, আমরা এমন কাজে কখন থা'ক্‌বো না। নবীন আপনার লোকদিগের সঙ্গে পরামর্শ করে আমাদিগকে আস্‌তে দিল না। দুপর রাত্রে নিশ্চয় রওয়ানা হতে হবে বলে গেল। আমরা অন্য দোকানে থাক্‌লাম। রাত বেশী হলে নবীন লণ্টন জ্বেলে আপনার মামুলি চালাকির কথা হাওলদারের নিকটে বলিলে, হাওলদার কহিল "ডাকাইত তার কাছে কি কর্‌বে? এই লোহার শিকের বাড়ীতে সে ২৷৩০ জন ডাকাইতকে মেরে ফেল্‌তে পার্‌বে।" এই কথা বলে হাওলদার আপনার বিছানার নীচে এক লম্বা লোহার শিক তুলে দেখাইল। সে তখন দোকানদারের দাওয়ায় শুইয়াছিল। আর খানিক রাত হলে নবীনের একজন সর্দ্দার এসে আমাকে বলিল—"চল, রাহী সেজে সকলে রওয়ানা হতে হবে—হাওলদারটা যদি সঙ্গে যায় ত ভাল, নচেত্‌—গ্রামে ডাকাইতি করে ফিরে আস্‌তে হবে। খানিক পরে ঐ দলের কয়জন লোক বাজারের পূর্ব্ব ধারের সড়ক ধরে গোলমাল কর্‌তে কর্‌তে আসিল, কেহ কেহ দোকান সকলের দাওয়ায় বসিল, কেহ আগুনের সন্ধান কর্‌তে লাগল; আর রাত্‌ নাই, চল রাহাগীর সকল! উঠ—চল ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাওয়া যাক্‌ চল বলে একটা গোলমাল করে তুলিল। এই সময়ে হাওলদারও উহাদিগকে পথিক বোধ করে উঠিল এবং আপনার ঘোড়ায় সাজ

সজ্জা দিয়ে উহাদের সঙ্গে রওয়ানা হলো। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। হাওলদার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এবং লোহার শিকটা কোলের কাছে ধরে, যখন পথে চল্‌তে থাক্‌ল, তখন উহার সম্মুখে কেহ যেতে সাহস করিল না। নবীন মুখে মাতায় কাপড় বাঁধিয়া সঙ্গে ছিল কিন্তু একটিও কথা কইল না। পরে স্থানের বাঁধা ঘাট-ওয়ালা পুকুরের নিকটে এসে কয়েকজন রাহাগীর বলিল—"এই খানে সকলে ঝাড়া ঝাপ্‌টা ফিরে লও—আগে আর ভাল পুকুর পাওয়া যাবে না।" কেহ কেহ ঝাড়া বসিতে গেল, কেহ কেহ তাম্মাক খেতে লাগ্‌ল, কেহ কেহ বাঁধা ঘাটের পাশে গিয়ে বসিল। হাওলদার ঘোড়া রেখে ঝাড়া বসিল, কিন্তু লোহার শিক গাছটি ছাড়িল না। নবীনের অগাধ বুদ্ধি! সে তখন কয়েকজনের সঙ্গে কি পরামর্শ করে ও সঙ্গে লয়ে এবং একজনের হাতে কি দিয়ে পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে চলে গেল। উত্তরে বাঁধাঘাট। যে লোকটার হাতে কি দিল, সে উত্তর ঘাটে জলের ধারে গিয়ে বসিল এবং হাওলদার ঘাটে আস্‌তেছে দেখে জলে নেমে দাঁত ঘসিতে লাগিল। হাওলদার হেঁট হয়ে যেমন মুখ ধুতেছিল, এই সময়ে পাছু হতে নন্দকামার এক ধাক্কা দিল। "ক্যা হ্যায়?" বলে হাওলদার যেমন ফিরে দাঁড়ালো, অম্‌নি যে লোকটা জলে দাঁড়াইয়ে ছিল, সে পাছু হতে গলায় ফাঁস দিল এবং দক্ষিণ পাড় হইতে দড়িতে টান পড়্‌লো। ঝপাং শব্দে হাওলদার চীত হয়ে জলে পড়্‌লো। সকলে দক্ষিণ পাড়ে দৌড়িল। আমরা যেতে না যেতে মৃত হওলদারের গলার কণ্ঠা কেটে লয়েছিল এবং জলে পড়ে থাকা অবস্থাতেই কয়েক জনে তার কোমরের কাপড় টানাটানি কর্‌তেছিল। মোহর পাইল কি না, তখন কেহ বলিল না। উত্তর পাড়ে কয়েক জনে ঘোড়ার সাজ খুলে টানাটানি কর্‌তেছিল। এই সকল দেখে শুনে আমি হতবুদ্ধি হলাম এবং আমরা তিন জনে

তাড়াতাড়ি ঘরে আস্লাম। মনে বড় তুঃখ হলো। পর দিনে নবীনের বিরুদ্ধে একখানা উড়ো চিঠি থানায় পাঠিয়ে দিলাম। এই ঘটনার এক দিন বাদে চানকের পল্টনদলের একজন সিপাই আপন দেশ হতে চানকে ফিরে আস্তেছিল। সে রাস্তার ধারে হাওলদারের টাটু ঘোড়ার মত একটি টাটু দেখিয়া যায়। সে চানকে পৌছিলে হাওলদারের সঙ্গে পথে দেখা হয়েছিল কি না এই বিষয়ে হাওলদারের ছেলে জিজ্ঞাসা করে। উহার ছেলে তখন ঐ পল্টনে এক সিপাই ছিল। খালি ঘোড়া দেখা ও হাওলদারের সঙ্গে দেখা না হওয়ার কথা শুনে উহার ছেলে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এক এক আড্ডায় হাওলদার চিঠি পাঠাবে বলে কথা ছিল, তাহাও আসিল না। সে অপর সিপাইকে সঙ্গে লয়ে ঘোড়ার তল্লাসে বাহির হইল। তাহারা ঘটনা স্থানের নিকটে ঘোড়াটি দেখিতে পাইল। হাওলদারের পুত্র নাম ধরে ডাকিবামাত্রে ঘোড়াটি দৌড়িয়া আসিল এবং কথা কইতে না পারিলেও হাওলদারের মন্দ সমাচার বলে দিল। ইহার পরে সিপাইদের কথা মতে হুগলীর ডাকাইতি কমিসনারি হতে তদারকের ধূমধাম লাগিল। ইহার আগে উড়ো চিঠি পেয়ে থানা পুলিস এসেছিল। নবীন নাপিত লোকের উপরে লোক পাঠিয়ে আমায় লইয়ে গেল। গিয়ে দেখি ত পুলিসের লোকে নবীনের ঘর দুয়ার ঘেরিয়াছে। নবীন লুকিয়ে আছে। তার সঙ্গে দেখা হলো না; নবীনের ছোট ভগিনী বড় চালাক চতুর মেয়ে। সে মৃত হাওলদারের কিছু জিনিস পত্র তফায়ত্ করবার মত্লবে আপনার কামাইবার পেতেচুব্ড়ী লয়ে বাহির হয়। একজন হিন্দু জমাদার উহার চুব্ড়ী তল্লাস করে দেখিল, কোন চোরা জিনিস পাইল না। কাপড় ঝাড়া লওয়া, অঙ্গ তল্লাস করার হুকুম আছে বলে যেমন জমাদার বলিল, অম্নি মেয়েটা চোক মুখ ঘুরিয়ে "তুমি ত আমাদের

বাড়ীতে এখন থাক্‌বে, রাতে কাপড় চোপড় খুলে সব দেখাব, এখন আর কেন ?” বল্‌তে বল্‌তে চলে গেল। জমাদার অন্যভাব ভাবিল। নষ্ট মেয়ের চতুরালি বুঝিল না। মেয়েটা তাড়াতাড়ি গ্রামের ধনা কামারের বাড়ীতে ঢুকিল। ঐ সময়ে সে নন্দকামের নজরে পড়িল। নন্দ উহাকে ইশারা করে ডাক্‌ল, মেয়েটা দেখেও দেখিল না। নন্দ কামার নবীনের দলের লোক এবং এই ঘটনার সময়ে সে সঙ্গেও ছিল। আগে নন্দ কামারের কাছে এই মেয়েটার যাতায়াত ছিল। এখন ধনা কামারের সঙ্গে নূতন ভাব। ধনাই এখন নবীনের পক্ষে মালটাল গালাইয়ে থাকে ইহা গ্রামে রাষ্ট। ইহাতে নন্দকামারের মনে বড় অভিমান হলো। নন্দ সতর্ক থাকিল এবং সন্ধ্যার পরে মেয়েটা যখন ধনার বাড়ী হতে ফিরে যায়, তখন তাকে পথে ধরিল। মেয়েটা অপ্রস্তুত ছিল না। সে নেকড়ায় বাঁধা একটা সোণার কণ্ঠা ও কয়টা মোহর নন্দের হাতে দিল। হাতে পড়াতেই কি জিনিস তাহা বুঝ্‌তে পেরে নন্দ পুটুলিটি ঐ মেয়েটার কামাইবার চুব্‌ড়ীতে গুঁজিয়া দিল। অন্ধকারে মেয়েটা তাহা জানিতে পারিল না। বাকি কণ্ঠাগুলা কি হলো বলে নন্দ কামার বার বার জিজ্ঞাসিল, মেয়েটা সাফ্‌ করিয়া উত্তর দিল না, চলে গেল। নন্দ অভিমানে গর্‌গরে হয়ে ঐ রাত্রিতেই পুলিসের নিকটে সমাচার দিল এবং ধনা কামারের ঘর ঘেরাইয়া সোণার কণ্ঠা গুলা তাহার হাপরের মধ্যে ধরাইয়া দিল। নবীনের ঘর তাল্লাসিতে তাহার ভগিনীর কামাইবার চুরড়ীতে সেই নেক্‌ড়া-বাঁধা একটি সোণার কণ্ঠা ও দুইটি মোহর এবং হাওলদারের কণ্ঠা গাঁথিবার জরীজড়ান থোপ্‌না সহ রেশম গুলা পাওয়া গেল। সিপাইরা তাহা স্পষ্টরূপে চিনিল। ঐ নেক্‌ড়ার পুটলী নন্দকে দিয়াছিল, মেয়েটা জানিত; তা, আবার উহার চুব্‌ড়ীতে কেমন করিয়া আসিল বুঝ্‌তে না পেরে নবীন ও তাহার ভগিনী নন্দকামারের

উপরেই সকল দোষ চাপাইল এবং সে ঐ সকল জিনিস তা'দের ঘরে ফেলিয়া দিয়াছে বলিতে লাগিল।

দুই মাস ধরে এই মোকদ্দমা এবং এই সঙ্গে নবীনের অন্য অনেক অপরাধের বিষয়ে তদারক হইল। নন্দ কামারের এত বুদ্ধি নাই, আমি তাকে বুদ্ধি দিয়াছি ও শিখাইয়াছি বলে নবীন আমার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছিল। কাজেই পুলিস আমায় লইয়ে তাড়াতাড়ি কর্‌তে লাগিল এবং আমায় অনেক দিন বনবাসী হতে হয়েছিল। হাওলদারকে মারিবার ঘটনায় যে তের জন লিপ্ত ছিল, তাদের মধ্যে নন্দ কামার ছাড়া আর সকলেই এবং নবীনের অন্য অনেক ডাকাইতির সঙ্গী নয়জনা লোক দণ্ড পেয়েছিল। নবীন নাপিত, হলধর নেটো, ডোমন ডগরা প্রভৃতি ৭ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর চালানের হুকুম হয়। নন্দ কামার সাক্ষী হয় এবং নবীনের গুপ্ত কথা সকল প্রকাশ করে। দোকান হতে নবীনের ঘরে যাবার পথে ধলপুকুরের জলে কত মড়ার মাতা ও হাড় গোড় পাওয়া যায় তার ঠিকানা ছিল না। নন্দ কামার সাক্ষী না হলে আসল কথা জানা পুলিসের সাধ্য ছিল না। নষ্ট মেয়ে মানুষ সর্ব্বনাশের মূল! নবীনের দুইটা ভগিনীর অহঙ্কারে ও অত্যাচারে সে ছারখার হয়ে গেল।

মাঘ মাসের শেষ এক দিন বেলা প্রায় দশটার সময়ে সনাতন রায় রতনপুরার ডিহির কাছারীর মেলায় তাকিয়ে হেলান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছেন। নিকটে নটবর জেলে ও গোপাল বসিয়া আছে। এখানে গোপাল বাগ্‌দি নহে, সদ্‌গোপ বলে পরিচিত। প্রজা পাঠক ক্রমে ক্রমে উঠিয়া গেল। গোপাল বলিয়া উঠিল, "ধন্য জমিদারি! এমন প্রজা! এমন আদায় তহসীলের সুখ কোথায় দেখি নাই।"

সনাতন। এখন কোন ঠেঁটা প্রজার পাল্লায় পড় নাই। একদিন টের পাবে ও আমায় মজাবে।

গোপাল। আপনি সদাই ভয়েই কাতর! আমি এখানকার লোকদিগের রকম বেশ বুঝে লয়েছি। আপনি কেন চিন্তা করেন? এই ৪। ৫ মাস মধ্যে "টুঁ" শব্দটি শুনেছেন?

সনাতন। শোনায় কে? যে বাড়ীতে কোন দুষ্কর্ম্ম ঘটনা হয়, সে বাড়ীর কর্ত্তা সকলের শেষ দুষ্কর্ম্মের কথাটি জান্‌তে পারে।

নটবর। আপনার কোন চিন্তা নাই; গোপাল দাদার বুদ্ধি ও ফন্দী; আর আমার সন্ধান ও বল এক জায়গায় হয়েছে, এখন আর কি রক্ষা আছে! ঈশ্বর করেন আপনি কিছু কাল এখানে থাকেন। অন্য লোকের জানার কথা কি বল্‌চেন, যার বাড়ীতে চুরি হতেছে তারাই এখনও জেনেছি কি না সন্দেহ। গোপালদাদার কাজ ত নূতন ধরণের! আপনি ত জানেন এদেশের সকলেরই ঘরে বাক্সওয়ালা তক্তাপোষ আছে। ঐ বাক্সের মধ্যে টাকা কড়ি ও দামি জিনিস পত্র রেখে চাবি দেয়। তার উপরে বিছানা পেতে রাত্রিতে শুয়ে থাকে। প্রায় সকলেরই বেড়ার ঘর। ঘরের কোণ ও দুয়ারের পাশের বেত বা দড়ির বাঁধন কাটার নিমিত্ত গোপালদাদার অনেক প্রকার অস্ত্র। উহার শরীর যে রকম পাত্‌লা, তা সে অল্প স্থান দিয়ে ঢুক্‌তে ও বেরুতে পারে। তক্তাপোষের তলায় বসে, কখন বা শুয়ে পড়ে, সে গুলের সরাখানি বাক্সের তলায় ধরে। ঐ সরাখানি একটি তেকাটার উপরে বসান। ধরিতে কষ্ট হয় না। ঢাকা হতে যে গুল ও টিকা এনেছি, তাতে আগুন দিলে কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। বাক্সের তলা পুড়ে একটা গোলমত দাগ হয়। ভিজে চট বা ভিজে তুলি দিয়ে আগুন নিবাণ হয়। ঐ ছেঁদার ভিতর হাত দিয়ে জিনিসপত্র টাকা কড়ি গোপাল দাদা বাহির করে ঝুলিতে ভরে। ওর ঝুলির ভিতরে একটি থালিতে জলও থাকে, আর আর অনেক রকম জিনিস আছে। তক্তাপোষে যারা শুয়ে থাকে. তারা এই সকল কিছু জান্‌তে পারে না।

সনাতন। ঘরের মধ্যে অবশ্য অন্ধকার থাকে। তক্তাপোষের কোন্-ধারে বাক্স আছে কেমন করে জানা যায়?

গোপাল। যে দিগে বাক্স থাকে, সেই দিগে মাতা দিয়ে লোক শুয়ে থাকে। নিঃশ্বাস বুঝে মাতার ঠিকানা হয়। কোন কোন তক্তা-পোষে বাক্সের তলাটা কিছু ঝোলা থাকে, হাত দিয়া তা জানা যায়। ঘরে প্রদীপ থাকলে ঝুলি হ'তে পোকা ছাড়্তে হয়। পোকা দীপে পড়ে নিবিয়ে দেয়।

সনাতন। বুঝ্লাম, তুমি তবে একলাই ঘরের মধ্যে যাও। নটু ও বিষ্ণু নৌকায় থাকে। গৃহস্থ জাগ্লে ত বিপদ!

গোপাল। কেহ জাগ্লেই যে আমায় ধর্তে পার্বে সে ভয় করি না। যদি কেহ হাওয়াকে ধর্তে পারে, তবে আমাকেও ধর্বে। আপনি কখন আমার লাফান্ দেখেন নাই। এই কয় মাসের মধ্যে একটিবার এক বাড়ীতে আমায় একজন দেখ্তে পেয়েছিল। সে গোলমাল কর্তে কর্তে সদর দুয়ারি খুল্তে গেল। বাটীর মধ্যে শিমগাছে একটা লম্বা বাঁশ গাড়া ছিল। আমি ঐ বাঁশ ধরে সাঁ সাঁ করে চালে উঠ্লাম। দেখ্লাম পূর্ব্বদক্ষিণে দুই জনা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমি অম্নি বল্লাম—"লোকটা কোন দিগে গেল? ঐ যায়, ঐ যায়, উত্তরে দৌড়, দৌড়, ধর ধর!" ইহা শুনে লোক দুইটা অম্নি উত্তরে দৌড়িল। আমি দক্ষিণ পশ্চিমে একলাফে ১২।১৪ হাত তফায়তে পড়্লাম। একটু পশ্চিমে আমাদের নৌকা ছিল। চোর ডাকাইত কাজে বেরুলে গানেওয়ালার সুর ও বাজ্নার মত তার মৎলব বাঁধা থাকে। মনে কর্লে মত্লব মত কাজ কর্তে পারে। গেরস্থ তখন অপ্রস্তুত। তার ভেবা চেকা লেগে যায়। চোর পালালে তার বুদ্ধি বাড়ে। কাজের সময়ে না যোগালে বুদ্ধি বিফল!

এই সময়ে সারী জেলেনী মাছের পেতে কাঁকে করিয়া কাছারী

বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সারীর গোলাল নিটুট শরীর—ভর্ত্তি জোয়ান। নাকে মুখে চখে কথা। চারিদিকে নজর। নায়েবের নিকটে তখন লোকজন নাই দেখে সারী নটবরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"তুই এখানে বসে কেবল পা নাচাবি, আর নায়েব বাবুর গুড়্গুড়ীর টান্ গণ্‌বি? শকের গোপালদাকে পেয়ে আপনার জাত্‌বৃত্তি ছাড়্‌বি নাকি? তুই এক দিন সকলের সঙ্গে জাল নিয়ে না বেরুলে চলে কি? সব দিগ বজায় রাখা চাই। এই আমি গাঙ্গের ঘাটে খেলার মায়ের কাছে মাছ নেবার সময়ে তোর অসুখ হওয়ার কথা বলে এলাম, আর তুই এখানে এসে বসে গল্প মার্‌চিস্।" নায়েব বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আপনার জেলেকে অনেকক্ষণ কাছে রাখ্‌বেন না। আমার মারফতেই সব কথা হবে। দিনে রেতে যখন দরকার—আমায় পাবেন।"

সনাতন। তোমায় পেলে আর তোমার নটুকে চাই না। ওকে তুমি এখনি লয়ে যাও না।

সারী একটু হাসিয়া বলিল—"না মহাশয়! আমি কাজের কথা বল্‌ছি। এবারে এরা সকলে অনেক দিন বাদে ফিরে এসেছে, আর মাল বেচে ত খুব্ লাভ পেয়েছে। তার চেয়ে জিনিস গালিয়ে বাট্ করে রাখাই ভাল। এখন বেচারই বা প্রয়োজন কি?"

গোপাল। সে কথা ঠিক! এবারে ঢাকায় আমাদের বেশী বিলম্ব হয়েছে। মাল আর বিক্রী করা হবে না। আগেকার মত সারী ও উহার ভাই বিষ্ণুর মারফতে উহাদের বাপের গাঁয়ের কামারের নিকটে বাট্ করে আনা স্থির করে রেখেছি। সারীরদিগে তাকাইয়া বলিল—নটু দাদার ধরা আঁইষওয়ালা মাছে তোর আর কাজ কি? এখন ত তোর চুবড়ীতে সোণা রূপার মাছ পড়্‌ছে, তোর গায়েও চড়্‌ছে।

সারী। সে ত তোমার গুণে, তোমাদের জেলের যত গুণ, তা

আমাকে ছাপা নাই। আমি সন্ধান আনি, তবে ত সে তোমায় বলে। এপর্য্যন্ত আমি যে সব সন্ধান দিয়েছি, তার একটিও কি বেঠিক হয়েছিল ?

ভাদ্র মাসের একদিন বেলা ৮।৯ টা সময়ে সারী জেলেনী ছোট বড় দুইটা মাছের পেতে ও একটা ডালা লয়ে গাঙ্গের পশ্চিমে এক গাছ তলায় দাঁড়াইয়া আছে। কখন কখন বসিতেছে, আবার দাঁড়াইতেছে। নটবরের নৌকার দেখা নাই। তাহার দক্ষিণে খানিক তফাতে জঙ্গলের আড়ালে সাদা পোষাক গায়ে কাল টুপি মাতায় একটি লোক দাঁড়াইয়া গাঙ্গের ঘাট দেখিতেছে। নূতন দৃশ্য। পূর্ব্বদিগের খাড়ি গাঙ্গ হইতে একখানি নৌকা বড় নদীতে প্রবেশ করিয়াই উত্তর মুখে রওয়ানা হইল, পাড়ি দিল না। আপনাদের নৌকার মত নৌকা দেখিয়া সারী দাঁড়াইল কিন্তু নৌকা খানির গলুই উত্তর মুখে ফিরিবায় সারীর মনে সন্দেহ জন্মিল। সারী জলের ধারে গিয়া সঙ্কেত করিবে মনে করিয়া অগ্রসর হইল। ডাইনে ও বামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং নৌকা না আসিবার কারণ বুঝিতে পারিল। পোষাকওয়ালা লোকটিকে দেখিয়া সারী পাছে হটিল না। যেমন বেগে চলিতে ছিল, সেইরূপ বেগে জলের ধারে গিয়া মুখে হাতে জল দিয়া আবার গাছতলায় আসিল। পোষাক ও টুপিওয়ালা লোকটি এক হেডকনেষ্টেবল। সারী ঘাটে নামিবার সময়ে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে বুঝিলেন, রৌদ্র তাপেও তিনি বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আর গোপন-ভাবে না থাকিয়া সারীর নিকটে আসিলেন, তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ বাদে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন ?” ইহার উত্তর দিতে না দিতে, তিনি আবার জিজ্ঞাসিলেন—“তোমার গায়ে এত গহনা কোথা হতে হলো ?”

সারী। জেলের মেয়ের গহনা কোথা হতে হলো এর হিসাব পুলিসকে দিতে হবে নাকি ?

হেড কনেষ্টেবল। তোমার এসব কিসের পেতে ?

সারী। এসব বাঁশের পেতে।

হেড কনেষ্টেবল। তা নয়, এতে কি থাকে ?

সারী। এতে মাছ থাকে, শাক থাকে, যা রাখ, তাই থাকে।

হেডকনেষ্টেবল পেতে দুইটা তুলিয়া নাকের কাছে ধরিলেন এবং আঘ্রাণ লইলেন। বোধ হয় মাছের গন্ধ পাইলেন। অপর কোন কথা বলা যোগাইল না। খানিকক্ষণ পা ঘসিয়া ঘসিয়া শেষে দক্ষিণ মুখে যাত্রা করিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন "বড় শক্ত লোক দেখ্‌ছি—আচ্ছা !"

সারী অটল অনড়, গম্ভীরভাবে যেমন খাড়া ছিল, তেমনই রহিল। হেডকনেষ্টেবল দক্ষিণে দৃষ্টি পথের অতীত হইলে সারী পেতে ডালা লইয়া উত্তর মুখে গাঙ্গের ধারে ধারে চলিল। অস্থানে পুলিসের প্রযত্ন। পাত্র শুঁকাই সার হইল !

জটাধর খাড়াঙ্গা নীলকুঠির এক জমাদার। এই ব্যক্তি কোম্পানির অধীনে বিভিন্নস্থানের নীলকুঠিতে এবং কয়েকটি জমিদারীর ডিহীর কাছারীতে প্রায় ২৩।২৪ বৎসর কাজ করিয়াছিল। সকল স্থানের পুরাতন অধ্যক্ষ সাহেবেরা জটাধরকে সকল কার্য্যের উপযুক্ত বোধ করিয়া ভাল বাসিত। মাঘ মাসের একদিন বেলা ৯।১০টা সময়—স্থানের নীলকুঠীর অপর একজন জমাদারের অধীনস্থ কয়েকজন পেয়াদা কতক গুলি প্রজাকে পথ হইতে ধরিয়া আনে এবং কুঠীর গারদ ঘরে রখিয়া মার-পীট অত্যাচার করে। এই প্রজাদের সঙ্গে সদয়কেশ নামে এক যুবা পুরুষ ছিল। সদয় বাঙ্গলা ইংরাজী লেখা পড়া জানিত, নীলকুঠীর কার্য্যকারকদিগের অত্যাচারে প্রজারা বহুকাল হইতে

নানা বিষয়ে উপদ্রুত হইয়া আপন আপন দেয় খাজানা কালেক্টরীতে আমানত এবং অত্যাচারবিষয়ে মাজিষ্ট্রেটের সমীপে দরখাস্ত করিতে যাইতেছিল। নীলকুঠির লোকেরা উঁহাদের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া পথ হইতে প্রজাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছিল। সদয়কেশ প্রজাগণকে উত্তেজিত করিয়া সঙ্গে লইতেছিল বলিয়া গারদে তাহার প্রতি সমধিক অত্যাচার হইতেছিল। জটাধর জমাদার দৈবাৎ গারদ-ঘরে গিয়া সদয়কেশকে আপন ভাগিনেয়ের সম্বন্ধী বলিয়া চিনিল এবং তাহার প্রতি অত্যাচার না হয় বলিয়া পেয়াদাদিগকে সাবধান করিল। পেয়াদারা আপনাদের উপরিস্থ হটুদাস নামক জমাদারকে এই কথা জানাইল। হটুদাস জটাধর সঙ্গে বিরোধ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ম্যানেজার সাহেবের নিকটে নানা কথা বলিল। এই ম্যানেজার সাহেবটী অপেক্ষাকৃত নূতন লোক। জটাধরের পূর্ব্বকার কাজ কর্ম্মের বিষয় অবগত ছিলেন না। পরদিন প্রাতে সদয়কেশকে গারদে পাওয়া গেল না। গভীর রাত্রিতে তাহাকে বাহিরে লইয়া গিয়াছে, এই মাত্র সমাচার তাহার সঙ্গীরা বলিল। কোন ব্যক্তিকে হয়রাণ করিতে হইলে এক কুঠী হইতে অন্য কুঠীতে চালান দেওয়া হইয়া থাকে, নীলকুঠীর এই নিয়ম সকল জটাধর বিলক্ষণরূপে অবগত ছিল। সদয়কে অন্য কুটীতে পাঠান হইয়াছে বলিয়া জটাধর স্থির করিল। কুঠীর চারিজন পেয়াদাও তৎকালে অনুপস্থিত ছিল। কাজেই জটাধরের সিদ্ধান্ত বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না। জটাধর ক্রমে তিন জিলার নীলকুঠী ও জমিদারী কাছারী সকল তালাস করিল, সদয়ের কোন সন্ধান পাইল না। ফিরিয়া আসিলে হটুদাস জটাধরকে দেখিয়া বলিল "জটাধারী! তুমি এখন পথের ভিখারী; কুটুম্বিতা করিতে গিয়াছিলে, তাই কর গে; এখানে আর কেন?"

জটাধর ক্রমে জানিতে পারিল ম্যানেজার সাহেব তাহাকে এবং

তাহার অধীনস্থ প্রায় সকল পেয়াদাগুলিকে বরখাস্ত করিয়াছেন সাক্ষাতের প্রতিক্ষায় জটাধর কয়েক দিন উমেদারী করিল, ম্যানেজার সাহেব মুলাকাত্ দিলেন না। জটাধর বাটীতে গিয়া অধিকতর শোচনীয় সমাচার শুনিল। তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বাটী হইতে অনুদ্দেশ! কিছু দিন পূর্ব্বে ভগিনীর মৃত্যু হওয়ায় জটাধর আপন পিশী ও একটি পিশ্‌তুতা ভাইকে আনিয়া আপন স্ত্রীর হেফাজাতে রাখিয়া গিয়াছিল। ভাগিনেয়টি শ্বশুরের সাহায্যে স্থানান্তরে লেখা পড়া শিখিতেছিল। পিশ্‌তুতা ভাইটির বয়স ১৪।১৫ বৎসর। সে বলিল "আট দিবস পূর্ব্বে মায়ের জ্বর হওয়ায় তিনি বড়ঘরের দাওয়ায় শুইয়াছিলেন। রাত্রি ২।৩ দণ্ড হইলে রসুই ঘর হইতে বড়ঘরে আসিবার সময়ে ৫।৭ টা পুরুষ অকস্মাৎ অঙ্গনা হইতে বৌঠাকুরাণীকে ধরিয়া তুলিয়া লইয়া যায়। তিনি একবার মাত্র চীৎকার করিয়াছিলেন। বোধ হইল লোকেরা তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিল। গোঁ গোঁ শব্দ অনুসারে খিড়্‌কী দুয়ার দিয়া গোল করিতে করিতে কতকদূর গিয়াছিলাম; গ্রামের অনেক লোক বাহির হইয়া আসিয়াছিল, নানা স্থানে খুজিয়াছিলাম, কোন সন্ধান না পাইয়া শেষে চৌকীদার প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ঐ রাত্রিতে নীলকুঠীতে আপনাকে সমাচার দিতে গিয়াছিলাম। আপনারও কোন সন্ধান না পাইয়া থানায় সমাচার দিতে যাই। ২০।২২ বৎসরের মেয়ে মানুষ কোন বদ লোকের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে ইহার আবার নালিস কি? সন্ধান কর গে; স্বামী থাকিলে নালিস করিতে পারিবে এই সকল কথা বলিয়া থানাওয়ালারা আমায় তাড়াইয়া দেয়। ঐ রাত্রিতে উদয়কেশের বাটীতে ডাকাইতি হয়। ডাকাইতেরা যাহা কিছু লইয়া গিয়াছে, তাহার চতুর্গুণ জিনিস পত্র নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। উদয়ের পুত্র সদয়কেশ কতক দিন হইতে অনুদ্দেশ। সে মারা পড়িয়াছে, বলিয়া দেশে রাষ্ট। এই সকল

সমাচার শুনিয়া উঁহাদের বড়বাড়ীর কর্ত্তা উকীল হৃদয়বল্লভ বাবু বাটীতে আসিতেছিলেন, গত পরশু রাত্রি ৫।৬ দণ্ড সময়ে নারায়ণপুরের খালের নিকটে কতকগুলি ডাকাইত তাঁহার পাল্কি এবং কয়েকজন বেহারার উপরে লাঠি বর্ষণ করে। উকীল বাবু তাড়াতাড়ি কয়েকবার পিস্তলের আওয়াজ করায় দস্যুরা পলাইয়াছিল. শুনিয়াছি। আসল বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত যে লোক পাঠাইয়াছিলাম, সে এখনও ফেরে নাই।”

স্ত্রীর প্রতি অত্যাচারের কথা শুনিয়া জটাধর চীৎকার শব্দে একবার কাঁদিয়া উঠিল। পরে সমুদায় কথা শুনিয়া “এখন সব বুঝ্‌লাম” বলিয়া উঠিল এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বলিল “হটু দাস আমায় যে পথের ভিখারী বলিয়াছিল তাহার মর্ম্ম এতক্ষণে বুঝ্‌লাম; এই সমুদায় অত্যাচার নীলকুঠীর লোক হ’তে হয়েছে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, আমার পাপ পূর্ণ হয়েছে; সাহেবদিগের মনোরঞ্জন নিমিত্ত কত স্ত্রীলোকের সতীত্ব এবং কত ভদ্রলোকের মান মর্য্যাদা বিনাশ বিষয়ে আমি কতবার সাহায্য করিয়াছি ও কত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি তাহা আগে গণনা করি নাই; হটুদাস! জগৎ সিংহ! বদিরুদ্দীন! তোমা-দেরও নিমিত্ত একদিন এইরূপ সময় আসিবেই আসিবে। সাহেবদিগের দোষ নাই, আমরা আপনারাই সাহেবদের অনুগ্রহ লাভের আশয়ে আপনাদের দেশের অমঙ্গল করিতেছি।”

জটাধর স্ত্রীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া স্থানীয় পুলিসের নিকটে নানা সুরাগ সন্ধান বলিল। পূর্ব্ব পরিচিত কয়েকটি পেয়াদার সাহায্যে এক রাত্রিতে—স্থানের নীলকুঠীর গুপ্তগৃহে প্রবেশ করিয়া এক দেরা-জের উপরে রূপার তার জড়ান চুলের দড়ির গোছা এবং একখান মোটা রকমের শাড়ী কাপড় দেখিতে পাইল। কাপড়ের এক কোণে আটগাছা রূপার চুড়ি বাঁধা ছিল। এই গুলি আপন স্ত্রীর অঙ্গের জিনিস বলিয়া

বুঝিতে জটাধরের মনে আর সন্দেহ রহিল না। জিনিস গুলি যেমন ভাবে ছিল, সেইরূপ অবস্থায় রাখিয়া জটাধর বহির্গত হইল। তাহার কয়েকটি সুহৃদ্ পেয়াদা ব্যতীত নীলকুঠীর অপর কেহ এই কথা জানিতে পারিল না। সদয়কেশ পেটভরে খাইতে না পাওয়ায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এক রাত্রিতে একটি কাগজে দস্তখত করাইবার নিমিত্ত বদিরুদ্দীনের পেয়াদা কালেখাঁ সদয়ের গালে এক চড় মারায় সে মরিয়াছে পেয়াদাদের নিকটে জানিতে পারিল। আরও শুনিল ঐ রাত্রিতে সাহেব আস্তাবলে গিয়া একটা বুড় ঘোড়াকে গুলি করিয়া মারিয়াছিল এবং ঐ ঘোড়া ও আরও কি কি কুটীর এহেতার পশ্চিম উত্তর কোণে কাঁঠাল গাছের তলায় গাড়ান আছে।

এই সকল সন্ধান লইয়া জটাধর পুলিস ষ্টেসনে দৌড়িল। পুলিস অফিসরেরা জটাধরের কথা শুনিয়া উপহাস করিল। বলিল তোমার সমুদায় সন্ধান অমূলক, তোমার অনেক কথা মিথ্যা হইয়াছে; খুনের অভিযোগ এবং সাহেবের কুটীতে গিয়া খানাতলাসি করা সহজ নহে। জটাধর ছাড়িবার পাত্র নহে। কখন বিনয়, কখন ভয়প্রদর্শন করিয়া দারোগাকে রাজী করাইল। কুঠীতে পৌছিয়া বহু বিলম্বে সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার পরে দারোগা জটাধরের অভিযোগের মর্ম্ম জানাইয়া তাঁহার শয়ন ঘরের পশ্চিমে ঘেরাবাড়ীতে খানাতলাসির কথা প্রকাশ করিল। সাহেব ক্রোধে অন্ধ হইয়া বেগে গিয়া একটা বন্দুক আনিলেন এবং জটাধরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহার কথা মিথ্যা উল্লেখে গুলি করিবেন বলিতে লাগিলেম। জটাধর নির্ভীক ও অটল। বক্ষঃস্থলের কাপড় তুলিয়া আস্ফালন পূর্ব্বক সাহেবকে বলিল, "তুমি! আর বাকি কি রাখিয়াছ, যদি এখনি আমার গুলি না মার, তবে তোমায় যিশুখৃষ্টের দিব্য।" ধন্য সাহেব নাম! ধন্য আমাদের চাকরি! ধন্য পুলিসের কেরামত্!

সাহেব নীরব। তিনি গোঁপে তা দিতে দিতে বন্দুকটি এক বেহারার হাতে দিলেন। ঘেরাবাড়ী প্রভৃতি স্থান দেখিতে পার বলিয়া দারোগাকে কহিলেন। দেরাজের উপরে যে শাড়ী কাপড় ও মাতার দড়ির তাল থাকা প্রকাশ, তাহা পাওয়া গেল না কিন্তু দড়ির তাল যে স্থানে ছিল, তথায় একটি গোলাকার তৈলের দাগ দেখা গেল এবং তক্তার এক পার্শ্বে একটি রূপার কাঁটা দেখিতে পাওয়া গেল। ঐ কাঁটাতেও নারিকেল তৈলের গন্ধ ছাড়িতেছিল। এহেতার মধ্যে কাঁঠাল গাছের তলায় সন্দিগ্ধ স্থান খোঁড়াইবার সময়ে সাহেব অপর এক গাছের তলায় দাঁড়াইয়াছিলেন। তথায় দারোগাকে ডাকাইয়া ধীরে ধীরে কি বলিলেন। দারোগা সাহেবকে সেলাম করিয়া কাঁঠাল গাছের নিকটে আসিলেন। খানিক মাটি খুঁড়িবার পরে একটা ঘোড়ার পেট ও পা দেখা গেল। "আর খুঁড়িবার প্রয়োজন নাই, ঢাক, ঢাক, বড় দুর্গন্ধ" বলিতে বলিতে দারোগা দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন। জটাধরের কোন ওজোর আপত্তি শুনিলেন না। রূপার কাঁটা আদির বিষয়ে কোন তদন্তের ফল নাই বলিলেন। জটাধর কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। গুপ্ত গৃহাদির নক্সা করিবার ছলে দারোগা বিলম্ব করিতে লাগিলেন।

ফাল্গুন মাসের এক দিন অপরাহ্ন বেলা ২।৩ দণ্ড বাকি থাকা সময়ে—থানার দারোগা উদয়কেশের বাটীতে ডাকাইতি ঘটনাদির তদন্ত নিমিত্ত যাইতেছিলেন। উকাল হৃদয়বল্লভ কেশ বার বার প্রার্থনা করায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব অপর থানার এই সিংহ দারোগার উপরে তদন্তের ভার দিয়াছেন। সিংহ মহাশয় পাকা লোক, কাহার খাতির মুরাদ রাখেন না। একটী বড় পুষ্করিণীর উচ্চ পাড়ের উপর দিয়া রাস্তা। পাড়ের উপরে ঘোড়া লইয়া উত্তর মুখে যাইবার সময়ে দারোগা দেখিলেন, কয়েকজন লোক কতকগুলি বলদের পৃষ্ঠে ছালা দিয়া

পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে যাইতেছে। বলদিয়াদের সঙ্গে কোর্ত্তা গায়ে মাতায় পাগ্ড়ি বাঁধা একটি লোক দারোগাকে দেখিয়া রাস্তার বাম দিকে উত্তরমুখে খানিক দূর চলিয়া গেল এবং প্রস্রাব ত্যাগ করিবার ভাণ করিয়া এক স্থানে বসিল। আবার কি ভাবিয়া বলদিয়াদের সঙ্গে আসিয়া মিলিল। বলদ সহ সকলে নিকটে আসিলে ঐ পাগড়ি-ওয়ালা লোকটা দারোগাকে এক লম্বা চৌড়া সেলাম দিল কিন্তু দারোগার মুখের দিগে তাকাইল না। "তোমার ঘর কোথা হে" বলিয়া দারোগা জিজ্ঞাসিলে বলদিয়াদের মধ্যে একজন আপনাদের গ্রামের নাম বলিল। "তোমাদের নহে, পাগড়িওয়ালার ঘরের কথা জিজ্ঞাসিতেছি" বলিয়া দারোগা কহিলেন। ইহার মধ্যে বলদিয়ারা দারোগাকে ছাড়াইয়া পূর্ব্বদিগে পড়িল। পাগড়িওয়ালাও উহাদের সঙ্গে তফায়তে গিয়া "আমার ঘর ঐখানে গো" বলিয়া উত্তর দিল কিন্তু এবারেও দারোগার দিগে চাহিল না। ২।৪ পা গিয়া ঐলোকটা রাস্তা ছাড়িয়া আবার দক্ষিণমুখে পুকুরের পাড়ের দিগে চলিতে লাগিল। এই সময়ে বলদিয়াদের মধ্যে একজন ঐলোকটিকে লক্ষ্য করিয়া "ওহে! তুমি কোথায় যাও? আমাদের গরুর পিঠে তোমার যে মোট রইল" বলিয়া উঠিল। এই কথা শুনিবামাত্রে দারোগা ঘোড়া ফিরাইয়া ঐ লোকটার পাছে পাছে খানিক দৌড়িলেন এবং উহাকে ডাকিলেন। উহার রকম সকম দেখিয়াই দারোগার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল; পরে মোট ফেলিয়া যাওয়ার কথা শুনিয়া সন্দেহ প্রবল হইল। পশ্চাতে আপন ঘোড়ার সহিস এবং দুইজনা চৌকিদার আসিতেছিল, পাগড়িওয়ালা লোকটাকে ফিরাইয়া আনিতে উহাদের প্রতি আদেশ করিলেন। এই সময়ে বলদিয়াদের মধ্যে একজনা বলদের পৃষ্ঠ হইতে একটা মোট লইয়া রাস্তার পার্শ্বে ফেলিল এবং বলিল "মহাশয়! বোধ হয় আপনাকে দেখিয়া ঐ পাগড়িওয়ালা

লোকটা আমাদের বলদের ছালার উপরে আপন মোট চাপাইয়া দিয়াছিল, এই রহিল, ঐ ব্যক্তি আমাদের সঙ্গী নহে, পথে যুটিয়াছিল।" এই সময়ে চৌকীদারেরা ঐ লোকটাকে দারোগার নিকটে আনিল। সে দারোগার মুখের দিকে চাহিল না। মাথা হেঁট করিয়া থাকিল। দারোগা দেখিলেন, লোকটা যে কোর্ত্তা গায়ে দিয়াছে, তাহা কোন মোটা ও দীর্ঘাকার লোকের গায়ের উপযুক্ত, উহার ক্ষীণ দেহের মাপের নহে। জিজ্ঞাসায় সে নানা অসঙ্গত কথা বলিতে লাগিল। উহার মোট খুলিয়া দেখায় আর ২।৩ থান কাপড়, ২টা কোর্ত্তা এবং মোড়া ও দুমড়ান একগাছ রূপার মল পাওয়া গেল। প্রথমে সাধারণ পথ ছাড়িয়া উত্তরদিকে খানিক দূরে গিয়া যে স্থানে বসিয়াছিল, ঐ স্থানে এক জায়গায় অল্প মাটি খোঁড়া দেখিয়া তালাস করায় নেকড়া জড়ান রূপার আটগাছা চুড়ি পাওয়া গেল। এই সকল জিনিস কোথায়, কিরূপে পাইল বলিয়া জিজ্ঞাসায় সে কোন উত্তর দিল না। দারোগার আদেশ মতে উহাকে সঙ্গে হেফাজাতে লওয়া হইল। উদয়কেশের বাটীতে পৌছিলে সে ঐ লোকের গায়ে থাকা কোর্ত্তাটি আপন গায়ের কোর্ত্তা বলিয়া চিনিল এবং পশ্চাদভাগে ঘাড়ের নিকটে "উ" অক্ষর লেখা দেখাইল। দুমড়ান মল গাছা উদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নীর মল বলিয়া সনাক্ত হইল। অপর দুইটা কোর্ত্তা এবং ৩ থানা শাড়ী কাপড় ঐ বাড়ীর অপরাপরের বলিয়া চিহ্নিত হইল। রূপার চুড়ী গুলি স্পষ্টরূপে সনাক্ত হইল না; কিন্তু বাটীর স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে একজন ঐ চুড়ী জটাধরের পত্নীর হাতের চুড়ীর মত বলিয়া প্রকাশ করিল। পর দিন প্রাতে ঐ লোকটা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দারোগার নিকটে এইরূপ বলিল—"আমার নাম অভয়চরণ, আমি চোর বা ডাকাইত নই, জাতিতে মেথর; আমার খুড়া রাধাচরণ ও ভাই বিষ্ণুচরণ—স্থানের নীলকুঠীতে চাকরি করে; ৮।১০ দিন পূর্ব্বে

আমি ভাই ও খুড়ার নিকটে গিয়াছিলাম; একদিন থানার দারোগা খানা তলাসি করিবার নিমিত্ত কুঠীতে আসিলে চাকর বাকর সকলকে কি জিনিস পত্র আনিয়া আমাদের বাসা ঘরে ফেলিয়া দিয়াছিল এবং দারোগা চলিয়া যাওয়ার পরে কতক কতক জিনিস লইয়া গিয়াছিল; আমার ভাই ও খুড়া এই জিনিস গুলি বাটীতে লইবার নিমিত্ত দিয়াছিল; ইহার ভাল মন্দ জানিনা।”

এই কথা শুনিয়া দারোগা কথিত নীল কুঠী হইতে রাধাচরণ ও বিষ্ণুরণ মেথরকে আনিবার নিমিত্ত লোক মোতাএন করিলেন। অপরাহ্নে রাধাচরণ মেথর আসিল এবং অভয় চরণের মত কথাবার্ত্তা প্রকাশ করিল। কেবল কুঠীর কয়েক জন চাকরের নাম প্রকাশ করিল। দুই জনে আসিলে কুঠীর কাজ চলিবে না বলিয়া বিষ্ণুচরণ আইসে নাই জানাইল। দারোগা উদয়ের পুত্র সদয়ের সঙ্গী কয়েকজন প্রজার জবানবন্দী লইয়া—স্থানের নীলকুঠীতে রওয়ানা হইলেন। জটাধর খাড়াঙ্গা প্রভৃতি আসিয়া যুটিল। দারোগা রাধাচরণ মেথরকে প্রাচীন ও সরল প্রকৃতির লোক বুঝিয়া আপন ঘোড়ার নিকটে নিকটে চলিতে এবং অপর লোকদিগকে দূরে দূরে চলিতে বলিলেন। পথে নানা প্রশ্ন করিয়া রাধাচরণের পেটের কথা বাহির করিতে লাগিলেন। রাধাচরণ আপনাদের নির্দ্দোষিতা ও শক্ত লোকের নিকটে চাকরি আদির কথা বলিতে বলিতে মাপ চাহিতে লাগিল এবং কাঁঠাল তলায় ঘোড়া গাড়িয়া রাখিবার স্থানটি তলিয়া দেখিবার বিষয়ে সঙ্কেত করিল। সিংহ দারোগা কুটীতে পৌঁছিয়া শুনিলেন, ম্যানেজার সাহেব স্থানান্তরে গিয়াছেন এবং তাহাকে আনিবার নিমিত্ত লোক রওয়ানা হইয়াছে। দারোগা বসিয়া থাকিবার লোক নহেন। তিনি কুঠীর প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণকে লইয়া গুপ্ত গৃহ তদারক করিলেন। দেওয়ালে আলমারার তক্তার উপরে গোলাকার তৈলের দাগ দেখাইয়া

ঐস্থানে চুলের খোঁপা দড়ির তাল দেখিয়াছিল বলিয়া জটাধর প্রকাশ করিল।

বিষ্ণুচরণ মেথর আপন ভ্রাতা অভয়চরণ ও খুড়া রাধাচরণের কথা অপলাপ করিতে পারিল না। সে বলিল "এই ঘেরাবাড়ীতে ইচ্ছামত প্রবেশ করিবার আমাদের ক্ষমতা নাই; আগে আর এক দারোগা এই বাড়ী এবং অন্যান্য জায়গা তদারক করিবে বলিয়া আসিয়াছিল, সাহেবের সঙ্গে ঐ দারোগার কথাবার্ত্তা হওয়ার সময়ে নিতাই খানসামা তাড়াতাড়ি কোন স্থান সাফা সুত্রা করাইতে হয় ভাবিয়া আমায় লইয়া গিয়াছিল; সে কি কি কাপড় চোপড় টানিয়া বাড়ীর বাহিরে কলাবনের মধ্যে ফেলিয়াছিল; ঝাড়ু ঝাপটা দিবার পরে সে বাহিরে গিয়া কলাবন হইতে নেকড়া কানি আদি তফায়ত করিতে আমায় বলিয়াছিল; আমি বাহিরে গিয়া কলাবন হইতে একখান কাপড়, ২।৩ খান নেকড়া আর তেলকিট্‌কিটে খানিক কাল ফিতা ও চুলের দড়ির তাল একটা লইয়া গিয়াছিলাম, কাপড়ের একপাশে কাঁশা কি রূপার কয়েকটা চুড়ী বাঁধা ছিল; চুড়ী গুলি এক কানিতে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম ও ভাইকে দিয়াছিলাম, কাপড়খানি আমাদের স্বজাতি একটি কুঠেকে দিয়াছিলাম, বাকি ফিতা ও দড়ির তাল চুলায় ফেলিয়া দিয়াছিলাম, তাহা পুড়িয়া গিয়াছে।" দারোগার জিজ্ঞাসা মতে বিষ্ণুচরণ বলিল "কুষ্টব্যাধিওয়ালা মেথরের নাম জানি না, সে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, আমার বাসায় চাট্টি ভাতের নিমিত্ত বসিয়াছিল।"

ইহার পরে দারোগা কাঁঠাল গাছের নিকটে আসিলেন। যে স্থানে ঘোড়া পোঁতা ছিল তাহা না ঘাঁটাইয়া তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে খুঁড়িতে দেখাইয়া দিলেন। খানিক খুঁড়িবার পরে গাছের মোটা শিকড় বাহির হওয়ায় কোদাল চলিল না। পরে দারোগা উত্তর পার্শ্ব খুঁড়িতে দেখাইলেন। অনেক দূর পর্য্যন্ত গর্ত্ত হইলে গর্ত্তের দক্ষিণ পাশের মাটি

অল্পে অল্পে খুঁড়িতে লাগাইলেন। খানিক খুঁড়িবার পরে একটা খোলের বস্তামত দেখিতে পাওয়া গেল। এই সময়ে ম্যানেজার সাহেব, নিতাই খান্‌সামা প্রভৃতি আসিয়া পৌঁছিল। তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে অন্যায় জনতা করিয়া কেন এই সকল অত্যাচার করা হইতেছে, ইহার নিমিত্ত শক্তরূপে দায়ী হইতে হইবে বলিয়া সাহেব বাহাদুর দারোগাকে লক্ষ্য করিয়া অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনেক প্রকারে বিভীষিকা দেখান হইল। দারোগা দৃক্‌পাত করিলেন না, কোন কথাও বলিলেন না, কেবল অবজ্ঞাসূচক একটী তীক্ষ্ণ কটাক্ষ সাহেবের ক্রোধকষায়িত বদনের উপরে নিক্ষেপ করিলেন। সাহেব নিরস্ত ও লম্ফ-ঝম্ফ-রহিত হইলেন। এই সময়ে খোলের গাঁইট বাহির হইল। একটি বিলাতি ক্যানভাসের প্রায় তিন হাত লম্বা এবং দুই হাত চৌড়া খোলের মোট। মুখের দড়ি খুলিয়া ক্যানভাস্ নীচের দিগে টানিবায় একটি পুরুষের মৃত দেহ দেখা গেল। অতি ভীষণ এবং বীভৎস দৃশ্য! পুরুষের কাণ ও নাক কাটা। ক্যানভাস্ টানিবার সময়ে কপালের খানিক চামড়া তাহাতে লাগিয়া গিয়াছিল। মাতার চুল এবং গায়ের কোর্ত্তা দেখিয়াই "ওরে! আমার প্রাণ ধন সদয় রে!" বলিয়া উদয় কেশ মৃত ব্যক্তির গলা ধরিয়া মুখচুম্বনে প্রবৃত্ত হইল। জটাধর প্রভৃতি কয়েক জনে উদয় কেশকে টানিয়া তফাৎ করিল। উদয় মূর্চ্ছাপন্ন ও চৈতন্যশূন্য অবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া থাকিল। মুখে জল আদি দিয়া তাহার তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত কয়েক জনকে নিযুক্ত করিয়া দারোগা গর্ত্তটি মাপাইতে লাগিলেন। প্রথমে সদয়ের লাশ গাড়াইয়া তাহার উপরে প্রায় চারি হাত উচ্চ মাটি দিয়া তাহার উপরে মৃত ঘোড়াটি রাখিয়া আবার মাটি চাপান, এবং পাশে ঘাসের চাপড়া দেওয়ান হইয়াছিল। মৃত দেহটি অতিশয় পচিয়া উঠিয়াছিল। উদয়ের বাম বাহুতে কতক খানি গলিত মাংস লাগিয়াছিল।

আমি জানিয়াছি কেশ লোক বড় বদমাইস, কোথা হইতে সড়া পচা লাশ এনে এই এহেতার মধ্যে গোপন ভাবে গাড়াইয়াছে, কারণ এস্থানের মাটি আল্‌গা দেখা যাইতেছে, কুঠীরে উকীল মুক্তার না আসিলে তুমি কখন লাশ চালান দিতে পারিবে না এই সকল কথা দারোগাকে বলিয়া সাহেব আপন কুঠীতে গেলেন। সন্ধ্যা সময় উপস্থিত দেখিয়া দারোগা লাশের হেফাজাতে লোক জন মোতাএন করিয়া নিকটে এক বাসায় গেলেন। রাত্রিতে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন—এইরূপ গলিত লাশ ডাক্তারের পরীক্ষা নিমিত্ত পাঠান নিষ্প্রয়োজন, পাঠান দুঃসাধ্য এবং পরীক্ষা হওয়াও দুষ্কর। প্রকৃত বৃত্তান্ত সহ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে রিপোর্ট পাঠাইলেন। পরদিন প্রাতে উদয়কেশ বলিল তাহার বাটীর সকল ছেলেদের কোর্ত্তায় নাম লেখার নিয়ম, সদয়ের কোর্ত্তায় তাহার নাম থাকা সম্ভব। লাশ হইতে কোর্ত্তা টানিয়া বাহির করা গেল না, মাংস উঠিয়া আসিতে লাগিল। উদয়ের কথা অনুসারে ঘাড়ের নিকটে কোর্ত্তার কিয়দংশ কাঁচি দিয়া কাটিয়া লওয়ায় দেখা গেল "স, কে," এই দুইটি অক্ষর নীল সূতায় অঙ্কিত রহিয়াছে। মাথার চুল দেখিয়াই অনেকে সদয়ের মৃতদেহ বলিয়া চিহ্নিত করায় কতক চুল লইবার চেষ্টা করা হয় কিন্তু চুল টানিবার সময় কতক চামড়া উঠিয়া আসিল।

এই সকল ঘটনা সম্পর্কে দারোগা অনেক লোকের জবানবন্দী লইলেন। জটাধরের স্ত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল না। কুঠীর কয়েকজন চাকরকে পুলিস চালান দিল সত্য কিন্তু সাহেবের পক্ষে মহা তদবিরের ধূম ধামে সকলেই মাজিষ্ট্রেরীতে খালাস পাইল। ইহার কয়েক দিন বাদে একরাত্রিতে জটাধর গোপনভাবে আসিয়া কুঠীর এহেতা মধ্যে একবৃক্ষে উদ্‌বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল।

জিলা—র অন্তর্গত দানখণ্ড জমিদারী লইয়া দুইজন জমিদারের

মধ্যে তুমুল বিবাদ হয়। এক ব্যক্তি এই জমীদারির বন্ধকগৃহীতা এবং মফঃস্বল দখলীকার। অপর ব্যক্তি খোষকোবালায় খরিদদার এবং দখলের উমেদার। উভয়পক্ষই প্রবল ও বিবাদকুশল। দেওয়ানি ও ফৌজদারী কোর্টে মোকদ্দমার ইয়ত্তা নাই। পরিশেষে আদালতের সহায়তায় খোষখরিদদার প্রধান গ্রামে প্রবেশ করিতে ও এক বাটীতে বসিয়া খাজনা আদায় করিতে সমর্থ হইলেন। কয়েক দিবস কাজ কর্ম্ম সুচারুরূপে চলিতে লাগিল। যে বাড়ীতে খোষখরিদদারের কারপরদাজেরা আড্ডা করিয়াছিল ঐ বাড়ীটি বিলক্ষণ লম্বা চৌড়া। দাঙ্গার ভয়ে বেশী লোকজন রাখা নিষিদ্ধ ছিল। কৃষ্ণপক্ষের একরাত্রি নিশীথ সময়ে নূতন জমিদারের লোকেরা নিদ্রায় অচেতন রহিয়াছে, এমত সময়ে দক্ষিণের লম্বা গৃহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ঐ ঘরটি গুদাম ঘর বলিয়া সকলে জানিত। পেয়াদাদের সংখ্যা বেশী হইলে ঐ ঘরে বাসা করিয়া থাকিত। দক্ষিণা-বায়ু বহিতেছিল। বায়ুবেগে অগ্নি সন্ সন্ শব্দে মধ্যের ঘরের চালে পৌঁছিল। গ্রামের লোক জন মহা কলরব করিবা আসিল এবং নূতন জমিদারের কারপরদাজ-দিগকে জাগাইবার ও বাঁচাইবার ছলে টানাটানি ধাক্কা ধুক্কি মারপীট পর্য্যন্ত করিল। কতকগুলি প্রজা উত্তরের কাছারী ঘরের চালে উঠিয়া ও জল ঢালিয়া রক্ষা করিল সত্য কিন্তু জমিদারের লোকদিগের জিনিস ও কাগজ পত্র, কে কোন্‌দিগে টানাটানি করিয়া লইয়া গেল। এই গোলমাল সময়ে আর কতকগুলি লোক, কেহ, বাবা! কেহ, দাদা! কেহ, বনমালী ঘোষ! কেহ, হলধর সেন! বলিয়া ডাকাডাকি করিতে এবং কাঁদিতে লাগিল। বনমালী ঘোষ এবং হলধর সেনের বাটীর স্ত্রী, বালক বালিকা পর্য্যন্ত আসিয়া ভূমিতে লুটিয়া আর্ত্তরব করিতে লাগিল। বনমালী ও হলধরকে কোথায় কয়েদ রেখেছিলি, আগুনে পোড়াইয়া মারলি না কি? বলিতে বলিতে কতকগুলি প্রজা জমিদারের

লোকদিগকে ধরিয়া টানা হেঁচ্ড়া ও বিলক্ষণ মারপীট করিতে লাগিল এবং আটক করিয়া রাখিল। জমিদারের লোকেরা অবাক্! নিদ্রা-বস্থায় অগ্নি লাগার গোলমালে অকস্মাৎ উঠিয়া তাহারা একে ব্যাকুলচিত্ত ও ব্যস্ত হইয়াছিল, তাহার উপরে বনমালী ঘোষ ও হলধর সেনকে কয়েদ রাখা ও মারিয়া ফেলার দাবি শুনিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইল? "এই সকল বিপক্ষের চাতুরী, ভয় নাই, আপাততঃ শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য কর, দুর্গানাম জপ কর" এইরূপ বলিতে বলিতে প্রধান কর্ম্মচারী নীলকণ্ঠ মজুমদার উচ্চৈঃস্বরে "দুর্গে! দুর্গতিনাশিনি!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

রাত্রিশেষে একজন পুলিসের জমাদার তিন জন কনেষ্টেবল এবং বনমালী ঘোষ ও হলধর সেনের দুইজন আত্মীয় সহ আসিয়া উপস্থিত হইল। বনমালীর এবং হলধরের অপর যে যে আত্মীয়েরা তখন কাছারীতে উপস্থিত ছিল, তাহারা পুনর্ব্বার চীৎকার রবে কাঁদিতে লাগিল এবং বলিল "চাঁদা ও ফকিরা নামে জমিদারের অপর দুজনা পেয়াদাকে দেখা যাইতেছে না, বোধ হয়, উহারা বনমালী ও হলধরকে যে গুদামে কয়েদ রাখিয়াছিল, তাহাতে আগুন লাগাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে এবং দুইটি প্রাণির প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে।" গুদামঘরে কয়েদ রাখার কথা প্রথমে বলিলে অগ্রেই ঐ ঘরের আগুন নিবাইবার চেষ্টা করা যাইত বলিয়া কতকগুলি প্রজা বলিতে লাগিল। গুদাম ঘরে তখনও আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল। প্রভাত হইলে গ্রামের বহুতর লোক আসিয়া জমিল। একটি বৃদ্ধ প্রজা বলিল—গুদাম ঘরের পশ্চিম পাশে একটা বড় মাচা আছে, তাহার উপরে মাটি দিয়া লেপান ছিল, তাহার তলে থাকিলে বনমালী ও হলধরের এখনও বাঁচিয়া থাকা সম্ভব। ইহা শুনিয়া সকলে যত্নপূর্ব্বক ঐ গুদাম ঘরের পশ্চিম পার্শ্বের অগ্নি সত্বরে নিবাইল। দেখা গেল—কথিত মাচার পূর্ব্বপাশে

দুইটি মৃতদেহ পড়িয়া আছে। একটির দুই হাত জোড় করা অবস্থায়, অপরটির ডাইন হাত এবং ডাইন পা মোটা দড়ি দিয়া মাচার বাঁশের দুইটি খোঁটায় বাঁধা ছিল। দড়ি দুই গাছার অধিকাংশ পুড়িয়া গিয়াছিল কিন্তু ভস্মরেখা অক্ষুণ্ণভাবে খোঁটা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হওয়ায় দড়ির বাঁধনের বিষয়ে সংশয় থাকিল না। গ্রামের কতক লোক এবং বনমালী ও হলধরের পরিজনবর্গ উহাদের মৃতদেহ বলিয়া চিহ্নিত করিয়া ক্রন্দনের মহা রোল তুলিল। জমাদার আপন কর্ত্তব্য বুঝিতে না পারিয়া সব্ইন্স্পেক্টরকে অবিলম্বে আসিতে লিখিল। এই সময়ে নায়েব নীলকণ্ঠ মজুমদার মৃতদেহ দুইটি নিরীক্ষণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কাছারীর দাওয়ায় গিয়া বসিল। অনেকে কাঁদিতেছে, তোমার হাসি এলো কেন? বলিয়া জমাদার ও আর কয়েকজন প্রজা জিজ্ঞাসিলে নীলকণ্ঠ বলিল "ইহার কারণ যথাসময়ে বলিব।" সব্ইন্স্পেক্টর আসিয়া তদারক আরম্ভ করিল। নীলকণ্ঠ মজুমদার উহাকে বলিল—"বনমালী ঘোষ কি হলধর সেনকে কখন কয়েদ রাখা হয় নাই, তাহাদিগকে অনেকবার দেখা হইয়াছিল, মৃতদেহ দুইটি উহাদের মৃতদেহ নহে, কোন সাদৃশ্য নাই, অগ্নিদগ্ধ টাট্‌কা মড়া এত ফুলা কেন দেখাইবে, এমন গেঁটা গোঁটা মোটা লোক এই গ্রামে দেখা যায় নাই, প্রকৃত রহস্য বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন।" এই কথা শুনিয়া গ্রামের কয়েকটি বিজ্ঞ ও বৃদ্ধ লোক বলিল—সত্য বটে—দুইটা লাশের আঙ্গুলগুলা পর্য্যন্ত মোটা দেখাচ্ছে। অপর কতকগুলি প্রজা বনমালী ও হলধরের মৃতদেহ বলিয়া সনাক্ত করিল, কেহ কেহ, উহাদিগকে ধরিয়া আনা ও কয়েদ রাখার বিষয়ে সাক্ষ্য দিল। অন্যগ্রামের লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক আগুনে ঝাঁপ দিতে আসিয়াছিল না কি? আপনার নায়েবি বিবেচনার দৌড়টা ভাল দেখ্‌ছি বলিয়া সব্ইন্স্পেক্টর নীলকণ্ঠকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল।

ডাক্তারের পরীক্ষা নিমিত্ত মৃতদেহ দুইটা এবং জমিদারের লোক-দিগকে চালান দিবার নিমিত্ত পুলিসের অনুষ্ঠান দেখিয়া নীলকণ্ঠ মহা প্রতিবাদ করিতে লাগিল, এবং বলিল— যদি লাশ দুইটা একান্ত পাঠান হয়, তবে লাশ পড়িয়া থাকার স্থান চিহ্নিত করিয়া রাখা হউক এবং কাঠকুটা পাঁশ আদি যে অবস্থায় আছে তাহা যেন ঘাঁটান না হয়। বহু দিন ধরিয়া এই মোকদ্দমার তদারক চলিতে লাগিল। এক পক্ষের না, এক পক্ষের আপত্তি মতে একের পর অপর পুলিস অফিসরের আবির্ভাব হইতে লাগিল। পরিশেষে একটি বিচক্ষণ কায়স্থজাতীয় ইন্‌স্পেক্টর তদারকে আসিলেন। এই লোকটি ধীরপ্রকৃতি ও স্থির-বুদ্ধি বটেন, কিন্তু সাবেক জমিদারের পক্ষের লোকদিগের চক্রব্যূহ ভেদকরা সহজ কার্য্য ছিল না। বনমালী ঘোষ ও হলধর সেন জীবিত অবস্থায় গোপনভাবে আছে কি না এই সন্ধান বিষয়ে তিনি বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বহু কষ্টে জামানতে খালাস পাইয়া নীলকণ্ঠ মজুমদার ঘটনাস্থলে আসিয়া জুটিল এবং নানা বিষয়ে প্রথম পক্ষের কথার দুর্ব্বলতা ও অযৌক্তিকতা দেখাইতে লাগিল, কিন্তু প্রকৃত রহস্যভেদ বিষয়ে কোন সন্ধান দিতে সমর্থ হইল না।

একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে অকস্মাৎ বহির্দ্দেশে যাইতে হয়। গ্রামের দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে গেলে সুবিধা হইবে শুনিয়া গাড়ু হাতে লইয়া তিনি একাকী যান। ফিরিয়া আসিবার সময়ে গ্রামের প্রান্তভাগে একটি বটবৃক্ষের তলায় বসিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করেন। অনতিদূরে একটি দরিদ্রের বাস। তৎকালে বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় এক বৃদ্ধ বসিয়া মৎস্য ধরিবার একটি যন্ত্র বাঁধিতেছিল। বৃদ্ধের মস্তক এবং দুইটি হস্ত নিয়ত কম্পিত হইতেছিল কিন্তু যন্ত্রটি অতি পরিষ্কৃত ও শক্তরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হইতেছিল। ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে না চিনিলেও নিকটে বৃক্ষের শিকড়ে বসিতে দেখিয়া

বৃদ্ধ কম্পান্বিত ডাইনহাত তুলিয়া ভক্তিপূর্ব্বক একটি সেলাম করিল এবং কিছু বলিবার উদ্দেশে মুখপানে চাহিয়া থাকিল। এই সময়ে ইন্‌স্পেক্টর বাবু স্বয়ং বলিলেন—"মুরুব্বি! তোমার নাম কি? বয়স কত হইয়াছে? এ বয়সে তোমার আর কাজ করা কেন?" বৃদ্ধ বলিল, "আমার নাম শঙ্কর্ ডোম, বয়স ৯২ বৎসর, এই ভবের বাজারে বাজার করতে ঢুকেছি, পয়সার দরকার, পয়সা ফুরাইলেই বাজার হ'তে বেরিয়ে যেতে হবে, আর বেশি দেরি নাই। আপনার ঠাণ্ডা মেজাজ্ দেখে দুটো কথা জিজ্ঞাসিবার ইচ্ছা, অভয়দান্ করিলে বলিতে পারি।"

ইন্‌স্পেক্টর। কোন ভয় নাই; সচ্ছন্দে সব কথা বলিতে পার।

শঙ্কর। আপনি পুলিসের নূতন বাবু হবেন বোধ কর্‌তেছি। অনেক বাবু এলেন আর গেলেন। আসল কথা কেহ ধর্‌ছেন না। এখনকার পুলিস বাবুদের সব ইংরাজী মেজাজ্। তদারকের ধরণও বিলাতি রকমের। কতকগুলি লোককে এক জায়গায় জমা করে, ওহে! তুমি এই ঘটনার কথা কি জান? বলে জিজ্ঞাসিলেন, যে যা বলিল, লিখে নিলেন, আর তদারক হয়ে গেল। ইহা সাহেব-ভুলান, হাকিম-ভুলান তদারক। সকলের ভয়, খাতির ও লোভ আছে, সকলের সাক্ষাতে লোকে কি পেটভরে সব কথা বল্‌তে পারে? কোন বিষয়ে তদারক কর্‌তে এসে গাঁয়ের ভিতরে এক জায়গায় বসে থাক্‌লে কি চলে? গাঁয়ের মধ্যে যে ঘটনা হয়, তাহা নিকটের লোকে জান্‌তে না পারে, কিন্তু গাঁয়ের পাশের লোকেরা সব হাটহদ্দ বুঝ্‌তে ও বল্‌তে পারে। এই শঙ্করের পেটে অনেক কথা আছে। এই বয়সে যদি টানাটানি না হয়, তবে আসল সন্ধান বল্‌তে পারি। অন্যায় কাজ আর দেখ্‌তে পারি না। আপনাদের আশীর্ব্বাদে অনেক হাকিম, হুকুম দেখেছি, জোয়ান্‌কি সময়ে দুষ্কর্ম্ম করেছি, জেলখানাও

দেখেছি, ভাল কাজ করে আবার খোস্‌নামও পেয়েছি, সাবেক খাতা দেখ্‌লে জান্‌তে পার্‌বেন।

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু দেখিলেন শঙ্কর সামান্য লোক নহে, কাজের কথা বলিতেছে, ইহার নিকটে উপস্থিত ঘটনার প্রকৃত কথা প্রকাশ হইবে। তিনি শঙ্করকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন এবং পুরস্কার দিবার আশাও দেখাইলেন। পুরস্কার চাই না, তবে এ বয়সে অন্যায় কাজ আর দেখ্‌তে পারি না বলে বল্‌চি, এইরূপ বলিতে বলিতে শঙ্কর ধীরে ধীরে ইন্‌স্পেক্টরকে কি কি বলিল। সকল কথা শুনিতে পাওয়া গেল না। ইন্‌স্‌পেক্টরের দিব্য জ্ঞান জন্মিল। তিনি হৃষ্টচিত্তে চলিলেন। শঙ্কর পুনর্ব্বার ডাক দিয়া বলিল, যদি কাশী ও যাদু ভয়ে আসল কথা না বলে, কিম্বা গোলমাল করে তবে সঙ্গে আনিলে সব দুরস্ত হবে।

ইহার পরে ইন্‌স্‌পেক্টরের তদারকের, রূপান্তর দেখা গেল। পরদিন প্রাতে ইন্‌স্‌পেক্টরকে বাসায়, বা গ্রামে দেখিতে পাওয়া গেল না। একটি কনেষ্টেবল ও অকস্মাৎ অনুদ্দেশ। দুই দিবস অতীত হইয়া গেল, উহাদের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সঙ্গের লোকেরা চিন্তাকুল। তৃতীয় দিবস রাত্রি আড়াই প্রহরের সময়ে ইন্‌স্‌পেক্টর ও কনেষ্টেবল প্রভৃতি আসিয়া পৌঁছিলেন। পর দিন প্রাতে গ্রামের বহুতর লোক, বিশেষতঃ যাহারা বনমালী ও হলধরের লাশ সনাক্ত করিয়াছিল তাহাদের সকলকে ডাকাইয়া জমা করিবার পরে ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু আপন শয়ন ঘরের তালা খুলিয়া একটি লোককে বাহির করিয়া আনিলেন। লোকটির আপাদ মস্তক কাপড়ে ঢাকা; ইন্‌স্‌পেক্টর নিজে ঐ লোকটির মুখের কাপড় খুলিয়া উহাকে চিনিতে পার কি না বলিয়া—গ্রামের সকলকে জিজ্ঞাসিলেন। "এই যে হলধর! বেঁচে রয়েছে ত!" বলিয়া কতক লোক চীৎকার করিয়া উঠিল এবং যাহারা উহার লাশ সনাক্ত করিয়াছিল, তাহারা অবাক্ হইয়া পরস্পরের মুখ তাকাতাকি করিতে

লাগিল। হলধর মাতা হেঁট করিয়া নীরব থাকিল।

ইনস্‌পেক্টর বনমালী ঘোষের পুত্র কেশবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন তোমার পিতাকে অদ্যকার মধ্যে হাজীর কর, নচেৎ মহা অনর্থ ঘটিবে; এই একজন (হলধরকে দেখাইয়া) প্রথমে মরিয়াছিল, পরে বৃন্দাবনে গিয়াছিল, শ্যামচাঁদচকে সম্বন্ধীর শ্বশুরবাড়ী ইহার বৃন্দাবন! আমি তথায় গিয়া সাবেক জমিদারের লোকের বেশে কল্য রাত্রিতে ইহার সঙ্গে কথা বার্ত্তা করিতে করিতে ধরিয়া আনিয়াছি; বনমালীর সম্বন্ধে যেন আবার বৃন্দাবন যাওয়ার ওজোর তোলা না হয়; তিনি যেখানে গোপনভাবে ছিলেন, তাহা জানা গিয়াছিল; এখন যে স্থানে আছেন, তাহা তোমার স্ত্রী ক্ষীরোদার জবানবন্দী লইলেই জানা যাইবে; সাবেক জমিদারের নিকট হইতে তোমরা যে তন্‌খা পাইতেছিলে তাহা বন্ধ হইবে জানিবে এবং তোমার স্ত্রীকে কাছারীতে আনিতে হইবে। কেশব নীরব! মুখে কথাটি বাহির হইল না।

পরে যাদু ও কাশী বাগ্‌দি, নফর হাড়ি প্রভৃতির জবানবন্দী লওয়া হইল। ইহাদের সাক্ষ্যে সাবেক জমিদারের পক্ষে নটবর রায় প্রভৃতির পরামর্শে ভাগিরথী নদী হইতে দুইটা মৃতদেহ আনান এবং গুদাম ঘরে রাখাইয়া তাহাতে আগুন দেওয়ান প্রমাণ হইল।

নীলকণ্ঠ মজুমদার তখন ব্যগ্র হইয়া ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে বলিল— "আপনি সত্বরে রিপোর্ট পাঠাইয়া দিউন, মনিবের লোকগুলি অকারণে হাজতে পচিতেছে, জলে পড়া লাশ না হইলে অগ্নিদগ্ধ টাট্‌কা মড়া তত ফুলিয়া উঠিবে কেন? আমি প্রথম অবধি বলিতেছিলাম, গঙ্গায় মড়ার অভাব নাই এবং সাবেক জমিদারের টাকারও অভাব নাই।"

অন্যান্য বিষয় মধ্যে ইন্‌স্পেক্টর আপন রিপোর্টে লিখিলেন—ঘরে অগ্নি লাগিবার পরে কয়েদিরা অবশ্য চীৎকার করিত, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী অফিসরেরা সে সকল লোকের জবানবন্দী লইয়াছেন, তাহা[illegible] কয়েদি-

দিগের চীৎকার রব শুনার কথা কেহ প্রকাশ করে নাই; কয়েদিরা মাচার পূর্ব্বদিগে নীরব ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় পড়িয়া না থাকিয়া অগ্নিভয়ে অবশ্য মাচার তলে প্রবেশ করিত; মাটিলেপা মাচার তলে যে দুইটা ঝুড়ি ছিল তাহা পোড়ে নাই; ঘটনার রাত্রিতে গ্রামের লোক আসিয়া নীলকণ্ঠ প্রভৃতি জমিদারের আমলাদিগকে জাগাইয়াছিল ও টানিয়া তুলিয়াছিল প্রকাশ, দক্ষিণের গুদামে আগুন দিয়া উহাঁরা সকলে নিশ্চিন্ত চিত্তে যে গাঢ়নিদ্রায় অচেতন থাকিবে, ইহা একান্ত অসম্ভব।

পরিশেষে যাইবার পূর্ব্বে ইন্‌স্পেক্টর বাবু নির্জ্জনে শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, তাহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ চিরদিন স্মরণ রাখিবেন বলিলেন এবং পুরস্কারের কথাটি ভুলিলেন না।

ইহার পরে অন্যান্য জটিল মোকদ্দমার তদারক কালে শঙ্করের উপদেশ মতে কার্য্য করিয়া এই ইন্‌স্পেক্টর প্রায় কৃতকার্য্য হইতেন। তিনি বলিতেন—প্রথমে একবার পুলিসের রবরবা দেখাইয়া ছদ্মবেশে গ্রামে বাহির হইলে আসল বৃত্তান্ত জানিবার অনেক সুযোগ ঘটে; যখন দেশে দলালি, ঈর্ষা, দ্বেষ, এবং স্ত্রীলোক আছে, তখন যত্ন করিলে কোন গুপ্ত কথা বাহির করার উপায়ের অভাব হয় না; তবে সকলের সঙ্গে মেশা চাই, ধারাল নজর চাই, আর শিক্ষিত কাণ চাই এবং কখন কখন পয়সা খরচ করিয়া দুই এক চর তালিম করিয়া লইতে হয়।